আলফ্রেড হিচকক-এর অন্যান্য বই

কঙ্কালদ্বীপের রহস্য

ভয়ঙ্কর দুর্গ

সবুজ ভূতের সন্ধানে

রহস্যময় ঘড়ি

কথা বলা মমি

হারানো পাখির সন্ধানে

স্যালভেজ ইয়ার্ডে এসে ট্রাকটা থামল। ট্রাক থেকে নামলেন মিস্টার জোন্স। মিস্টার জোন্স একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী—তিনি পুরনো আমলের সামগ্রীসম্ভার কিনে এনে নতুন করে আবার তা বাজারে বিক্রি করে থাকেন। শহরের সর্বত্রই তার সেই কারণে আনাগোনা। সমস্ত ইয়ার্ড জুড়ে ছড়ানো ছিটনো আছে পুরনো দিনের বহু ভাঙাচোরা মূল্যবান সামগ্রী।

জুপিটার তার দুইসঙ্গীকে নিয়ে ইয়ার্ডে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। বব ও পীট হল তার দুইসঙ্গী। ওরা তিনজন মিলে ইতিমধ্যে একটা গোয়েন্দা কম্পানি তৈরি করেছে যার হেড কোয়ার্টার হল এই স্যালভেজ ইয়ার্ডের পিছন দিককার একটা পরিত্যক্ত জায়গা। প্রতিদিন ওরা তিনসঙ্গী ওই গোপন আস্তানায় মিলিত হয় এবং নিজেদের মধ্যে পরবর্তী কাজ নিয়ে আলোচনা করে।

এই মুহূর্তে ওদের হাতে কোন কাজ নেই। সেই কারণে ভীষণ একঘেয়ে ভাবে সময় কাটাতে হচ্ছে ওদের। আর হাতে সময় আছে বলেই, এখন ওরা তিনজন ইয়ার্ডের কাজকর্ম দেখাশুনো করছে। মিসেস জোন্স ইয়ার্ডের সমস্ত কাজকর্ম নিজেই দেখাশুনো করেন। তিনি এই তিন কিশোরকে ইয়ার্ডের কাজে লাগিয়েছেন। আর জুপিটারকে বলাই আছে, তোমরা কেউ অকারণে সময় নষ্ট করবে না। যখনই হাতে সময় পাবে তখনই ইয়ার্ডের কাজে হাত লাগাবে। এরজন্য তাদের নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক বরাদ্দ করে দিয়েছেন মিসেস জোন্স।

মিসেস জোন্স—সম্পর্কে জুপিটার জোন্সের কাকীমা। মহিলাকে বব ও পীট যথেষ্ট ভয় করে। ভয় না করে উপায় কি—চারদিকে যা নজর, কাজে একটু ভুল করার উপায় নেই। এখন অবশ্য আর আগের মত ওরা মিসেস জোন্সকে ভয় পায় না। এখন তার স্বভাব

সম্পর্কে ওরা সচেতন হয়ে গেছে। মহিলার কথাবার্তা কড়া হলেও স্বভাবে তিনি যথেষ্ট নরম প্রকৃতির। তিন কিশোরের প্রতি তার যথেষ্ট নজর আছে।

ট্রাকটা স্যালভেজ ইয়ার্ডের গেট পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করা মাত্র মিসেস জোন্স তৎপর হয়ে উঠলেন। তিনি এতক্ষণ একটা বেতের চেয়ারে বসে ছেলেদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। গাড়ির শব্দ পাওয়া মাত্র তিনি জুপিটারকে লক্ষ্য করে বললেন, ওই মনে হয় তোমার কাকা ট্রাক নিয়ে আসছেন। যাও তাড়াতাড়ি কি নিয়ে এলেন, দেখে এস।

মিসেস জোন্সের কথা শোনামাত্র পীট ও বব তৈরি হয়ে নিল। তারা তাকালো তাদের ওস্তাদ জুপিটারের দিকে। জুপিটার চোখের ইশারায় তাদের সত্ত এসে দাঁড়ানো ট্রাকটার দিকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ করল।

মিসেস জোন্সও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তিন কিশোরের পিছন পিছন এগিয়ে গেলেন ট্রাকের দিকে।

ট্রাক থেকে নামলেন মিস্টার জোন্স। এক মুখ হাসি নিয়ে তাকালেন জুপিটারের দিকে। তারপর বললেন, এবার যে জিনিসগুলো নিয়ে এসেছি, সেগুলি দেখলে তোমার কাকীমা হয়ত সন্তুষ্ট হবেন না, তবে তোমার কাছে খুব ইণ্টারেস্টিং হবে বলে মনে হয়।

মিসেস জোন্স ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়েছিলেন। মিস্টার জোন্স খুব আস্তে কথাটা বলার জন্য তিনি তা শুনতে পেলেন না। তবে তিনি জুপিটারকে উদ্দেশ্য করে বললেন—জুপ, সময় নষ্ট না করে তোমরা কাজে নেমে যাও। ট্রাক থেকে তাড়াতাড়ি মালগুলো নামিয়ে রাখ। দেখ খুব সাবধানে নামাবে যাতে জিনিসগুলোর বেশি ক্ষতি না হয়।

জুপ মৃদু হাসল। মিসেস জোন্সের এই ধরনের কথার সঙ্গে তার পরিচয় আছে। সেই কারণে সে কাকীর কথায় কোনরকম বাড়তি

গুরুত্ব দিল না। কেবল বব ও পীটের দিকে তাকাল। জুপিটারের চাউনির ইঙ্গিত বুঝে পীট এগিয়ে গেল ট্রাকের দিকে। দ্রুত হাতে খুলে ফেলল ট্রাকের ডালা। তারপর কোনরকম দ্বিধা না করে লাফিয়ে উঠে পড়ল সে ট্রাকের ওপরে।

বব ও জুপিটার এতক্ষণে ট্রাকের কাছে এসে পড়েছিল। পীট লাফিয়ে ট্রাকে উঠে পড়ামাত্র বব আর অপেক্ষা করল না। সেও লাফিয়ে উঠে পড়ল। সবার শেষে ট্রাকে উঠল জুপিটার।

ট্রাক বোঝাই অসংখ্য ভাঙাচোরা রকমারি জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে একসময় পীট বিস্ময়ের সুরে বলল—আরে জুপ দেখ, কতকগুলো স্ট্যাচু! এগুলো দিয়ে মনে হয় ভাল বাগান সাজানো যায়। মনে হয় শহরের কোথাও কোন বড় বাগান বাড়ি ভাঙ্গা হয়েছে।

পীটের উচ্ছ্বাসমাখা কণ্ঠস্বরে জুপিটারের কিন্তু কোনরকম প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল না। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিল স্ট্যাচুগুলোর দিকে। মনে হয় খুব গভীর চোখে সে যেন কিছু লক্ষ্য করছে।

এবার বব জুপিটারের দিকে এগিয়ে এল। বলল—কার কার স্ট্যাচু আছে বলতো? অনেকগুলো স্ট্যাচু তো দেখতে পাচ্ছি।

জুপিটার এবার খুব কাছে দাঁড়িয়ে একটা স্ট্যাচুর ওপর হাত রেখে বলল—এটা তো শেক্সপীয়ারের স্ট্যাচু।

ঠিক বলেছ, কিন্তু তার পাশের স্ট্যাচুটা কার—বিসমার্কের কি?

জুপিটার ঘাড় নেড়ে তাকালো ববের দিকে। কথা না বলে কেবল নিঃশব্দ ভঙ্গিমায় বুঝিয়ে দিল সে ঠিক বলেছে। এবার পীট পাশ থেকে একটা স্ট্যাচু দুইহাত দিয়ে উঁচুতে তুলে ধরে বলল—এটা কার স্ট্যাচু বলতে পারবে জুপ?

বব তাকাল পীটের দিকে। লক্ষ্য করল তার হাতের স্ট্যাচুটাকে। তারপর বলল—মনে হয় এটা জর্জ ওয়াশিংটনের স্ট্যাচু। কি জুপ ঠিক বলেছি তো।

জুপিটার হেসে বলল—ঠিকই বলেছ ওটা জর্জ ওয়াশিংটনের

স্ট্যাচু। তারপর একটু থেমে বলল—ভাল করে তাকিয়ে দেখ, আরও কয়েকজনের স্ট্যাচু তোমরা দেখতে পাবে। এদের বিষয়ে আমরা কিন্তু অনেকেই ভাল জানি না।

বব তাকাল। লক্ষ্য করল ভালভাবে স্ট্যাচুগুলোকে। সত্যি সত্যি সব কটা স্ট্যাচু তার পক্ষে চেনা সম্ভব হল না।

এবার পীট তার হাতের স্ট্যাচুটা নিচে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল—উফ্ কি ভারি? কি দিয়ে তৈরি বলতো জুপ, স্ট্যাচুগুলো তো পাথরের নয় বলেই মনে হচ্ছে।

পীটের কথায় জুপিটার তাকালো তার দিকে। দু' চোখে ধারালো দৃষ্টি। বলল সহজ গলায়—এটুকু বুঝলে না, স্ট্যাচুগুলো প্লাসটার জমিয়ে তৈরি করা হয়েছে। জমানো প্লাসটারের তৈরি স্ট্যাচু ভারি হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া এগুলো আদৌ বাগান সাজাবার জন্য তৈরি করা হয়নি।

—তাহলে কিসের জন্য স্ট্যাচুগুলো তৈরি করা হয়েছে।

জুপিটার এবার তার নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে ধরল। তারপর একটু ভেবে নিয়ে বলল—ওগুলো দিয়ে ড্রইংরুম সাজানোর কাজ চলে। মনে হয় ড্রইংরুম সাজাবার জন্যই কোন শৌখিন ভদ্রলোক এগুলো তৈরি করেছিলেন।

বব এবার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই তারা শুনতে পেল মিসেস জোন্সের ঝাঁজাল কণ্ঠস্বর। কাঁচ-ভাঙা বাসনের মত ঝনঝন শব্দে তার কণ্ঠস্বর ওদের কানে এসে বাজল।

—এই যে ছেলেরা তোমরা দিব্যি গল্প জুড়ে দিয়েছ দেখছি। মালগুলো তাড়াতাড়ি ট্রাক থেকে নামিয়ে রাখ। ট্রাকটা এক্ষুণি খালি করে দিতে হবে। তারপর কণ্ঠস্বরে উষ্মা প্রকাশ করে পাশে দাঁড়ানো মিস্টার জোন্সের দিকে তাকিয়ে বললেন; কি সব আজেবাজে জিনিস কিনে এনেছ। এগুলো দিয়ে কার কি কাজে লাগবে শুনি। এতটা বয়স হল এখনো ভালমন্দ বিচার করতে শিখলে না। মিসেস জোন্সের কথায় মিস্টার জোন্স একটু যেন থমকে গেলেন। তারপর

মিসেস জোন্সের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন—আজেবাজে জিনিস কোন্‌গুলোকে বলছ ?

—কেন ওই যে লম্বা লম্বা মেটাল ফ্রেমগুলো—ওগুলো কি এখন চলে। ওই জিনিসগুলো এখন কার কোন্ কাজে লাগবে শুনি।

মিস্টার জোন্স মৃদু হাসলেন। মিসেস জোন্স আগের মত কণ্ঠস্বর গলায় নিয়ে মিস্টার জোন্সকে উদ্দেশ্য করে বললেন—এই জিনিসগুলো বহু আগে ড্রেসাররা ব্যবহার করতো। এখন আর এই সব জিনিসগুলোর কোন চাহিদা নেই। কোন ভদ্রলোক এইগুলোর দিকে ফিরেও তাকাবে না।

মিসেস জোন্সের কণ্ঠস্বরে কিছুটা উষ্ণ শ্লেষ ছিল। তার কথায় মিস্টার জোন্স মৃদু হাসলেন। তারপর হাতের জলন্ত সিগার ঠোঁটে ছুঁয়ে জোরালো একটা টান মেরে বললেন—কোন্ জিনিস দিয়ে কি কাজ করা যায়, এগুলো যদি তুমি সহজে বুঝতে পারতে, তাহলে ব্যবসাটা আমি নিজে না করে তোমাকে দিয়েই করাতাম। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, আমি যা কালেকশন করেছি, সেগুলো প্রত্যিটাই মূল্যবান। আর এগুলোকে আমি কি কাজে ব্যবহার করব তাও আমি ইতিমধ্যে ঠিক করে রেখেছি। এখন তোমার কাজ হল জিনিসগুলোকে ঠিকমত ট্রাক থেকে নামিয়ে গুদামে তুলে রাখা। কথাগুলো বলে মিস্টার জোন্স আর দাঁড়ালেন না। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন অফিস ঘরের দিকে।

মিসেস জোন্স এই ব্যবহারের জন্য মনে হয় ঠিক তৈরি ছিলেন না—একটু থমকে গেলেন। তারপর দ্রুত নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে বললেন—জুপ, একটু আস্তে আস্তে তোমরা মূর্তিগুলোকে ট্রাক থেকে নামিয়ে রাখ। যেভাবে তোমরা কাজ করছ, তাতে যে কোন একটা মূর্তি তোমাদের হাত থেকে পড়ে ভেঙে যেতে পারে।

জুপিটার মৃদু হাসল।

ইতিমধ্যে জুপ ট্রাক থেকে নেমে নিচে এসে দাঁড়িয়েছিল। ট্রাকের ওপর দাঁড়িয়ে বব আর পীট। ওরা একটা একটা করে মূর্তি ট্রাক থেকে নামিয়ে জুপিটারের হাতে দিচ্ছিল। জুপিটার মূর্তিগুলো নিয়ে নিচে

সাজিয়ে রাখছিল।

মিসেস জোন্সের কথা শোনামাত্র জুপিটার তাকালো তার দিকে। তারপর খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল—কোন চিন্তা নেই কাকী, আমি মূর্তিগুলোকে নিচে সাজিয়ে রাখছি। পরে কোর্ণাড বা হান্স কেউ এলে ওদের দিয়ে গুদামে পাঠিয়ে দিও। আমরা গুদাম পর্যন্ত নিয়ে যেতে গিয়ে মূর্তিগুলো হয়ত ভেঙ্গে যেতে পারে।

মিসেস জোন্সের মনে হয় কথাটা পছন্দ হল। তিনি একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললেন—তাই ভাল, ওরা এসে ওগুলো গুদামে নিয়ে যাবে, তোমরা শুধু ট্রাক থেকে মূর্তিগুলোকে নামিয়ে রাখ। তারপর একটু থেমে তিনি মূর্তিগুলোর দিকে চোখ বোলাতে বোলাতে বললেন, এই মূর্তিগুলো অবশ্য খারাপ কালেকশন করেননি তোমার কাকা মনে হয় যে কোন শৌখিন লোকের এগুলো দেখলেই পছন্দ হয়ে যাবে। কিন্তু···।

মিসেস জোন্স কি যেন ভাবলেন মনে মনে। তারপর জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললেন—এই মূর্তিগুলো কি কোন গ্রেটম্যানের রূপ?

—হ্যাঁ।

মূর্তিগুলো সাজাতে সাজাতে জুপিটার অস্ফুট স্বরে জবাব দিল।

—তুমি বলতে পারবে এই মূর্তিগুলো কাদের? আমি তো বাপু ঠিক চিনে উঠতে পাচ্ছি না।

এবার জুপিটার তার কাকীর দিকে ফিরে তাকালো। তারপর বিজ্ঞের মত বোঝবার ঢঙে বলল,—এখানে মোট এগারোটি মূর্তি সাজানো আছে। মূর্তিগুলো হল যেমন ওয়াশিংটন, বিসমার্ক, আব্রাহাম লিঙ্কন···জুপিটার একটা একটা করে মূর্তিতে আঙ্গুল রেখে চিনিয়ে দিচ্ছিল মিসেস জোন্সকে। মিসেস একমনে শুনছিলেন। একসময় তিনি জুপিটারকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—যাক আর আমায় বলতে হবে না, আমি বুঝে গেছি। বাগান সাজাবার জন্য এই মূর্তিগুলো বেশ ভাল দামেই বিক্রি করা যাবে। একে তো মূর্তিগুলো হল একেকজন গ্রেটম্যানের তায় আবার দেখতেও বেশ সুন্দর।

পছন্দ না হয়ে কারো উপায় নেই। কোন বড় গোলাপের বাগানে এইগুলোকে সাজিয়ে রাখলে এর চেহারাই খুলে যাবে।

জুপিটারের কিছু একটা বলার ইচ্ছে ছিল কিন্তু বলতে গিয়েও সে চুপ করে গেল। তাকিয়ে দেখল বব আর পীট ট্রাক থেকে নেমে পড়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। ওরা দুজনে কাছে এসে দাঁড়াতেই মিসেস জোন্স বললেন—আর বাপু তোমরা এই মূর্তিগুলোকে নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করো না ভেঙ্গে যেতে পারে। হান্স আর কোনার্ড আসুক, ওরাই এগুলোকে ঠিক মত জায়গায় সাজিয়ে রাখবে। তোমরা বরং এখন বিশ্রাম করতে পার।

মিসেস জোন্সের কথা শুনে তিন কিশোর গোয়েন্দাই খুশি হল। মিসেস জোন্স যে তাদের এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন, এ তারা কেউই ভাবতে পারেনি। সেই কারণে ছাড়া পাওয়া মাত্র তারা মিসেস জোন্সকে ধন্যবাদ জানিয়ে দ্রুত সরে পড়ল ওর সামনে থেকে। কাছে থাকলেই বিপদ, আবার হয়ত কাজে ফেসে যেতে পারে তারা। কালবিলম্ব না করে তারা সেই কারণে হাঁটা দিল নিজেদের গোপন আস্তানার দিকে।

ইয়ার্ডের পিছন দিককার পরিত্যক্ত স্থানে পৌঁছে তিন গোয়েন্দা বড় পাইপগুলোর মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে নিজেদের গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছলো। সামনেই একটা ছোট ভাঙা ট্রলি গাড়ি। এটাই এখন ওদের সদর অফিস। সম্প্রতি ট্রলিটাকে মেরামত করে নিয়েছে জুপিটার। বাইরে থেকে দেখে চেনার কিছু উপায় নেই। ওরা তিনজন এবার খুব সন্তর্পণে ভিতরে প্রবেশ করল। সামনেই একটা ছোট টেবিল। এই টেবিলটি ঘিরে গোটা কয়েক চেয়ার পাতা। প্রতিদিনের মত ভিতরে প্রবেশ করে যে যার নিজের চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। প্রথম কথা বলল পীট। বলল—আচ্ছা জুপ, এইভাবে আর কতদিন আমাদের চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে ভাই।

আমার একদম ভাল লাগছে না।

জুপিটার হেসে বলল—কাজ ছাড়া তো আমরা বসে নেই। এইমাত্র তো আমরা ইয়ার্ডের কাজ সেরে এলাম। তারপর একটু থেমে রসিকতা করার জন্য পীটের উদ্দেশ্যে বলল—হাত থেকে ফেলে একটাও মূর্তি ভাঙতে না পারার জন্য মনে হয় তোমার খুব আপশোষ হচ্ছে—মনে হচ্ছে আজ কোন কাজ করনি তাই না পীট।

পীট কিছু বলার আগেই বব কথাটা লুফে নিয়ে বলল—তাহলে আর দেখতে হত না, তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে বসতেন মিসেস জোন্স। আমাদের তিনজনকেই হয়ত তিনি মূর্তি বানিয়ে ছাড়তেন।

এবার পীট হেসে বলল—ঠিক বলেছ। যেভাবে আমাদের দিকে তাকিয়েছিলেন, তাতে আমার তো ভীষণ ভয়ই করছিল।

জুপিটার হেসে বলল—আমার কাকী একেবারে জাত ব্যবসায়ী। ব্যবসার কোনরকম লোকসান তিনি বরদাস্ত করেন না। ব্যবসার ব্যাপারে তিনি কাকাকেও মাঝে মাঝে অবিশ্বাস করেন। তবে মানুষ হিসাবে একেবারে খারাপ নয়, মনটা কিন্তু খুব নরম।

পীটের কিন্তু এইসব আলোচনা ভাল লাগছিল না। তাই সে জুপিটারকে বাধা দিয়ে বলল—তোমার কাকীমার গুণের ফিরিস্তির কথা থাক জুপ, ও সব কথা শুনতে আমার ভাল লাগছে না। কাজের কাজ যদি কিছু থাকে তো তাই বল।

জুপিটার হেসে বলল—কাজের কাজ তো এখন আর আমাদের কিছু নেই পীট। যদি কোন ইনভেসটিগেশনের কাজ হাতে থাকত তাহলে তো নিশ্চয় বলতাম।

—তাহলে এইভাবে হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে হবে?

—তাছাড়া উপায় কি আছে বল?

পীট বলল—আমার এই রকম এক ঘেয়ে চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগছে না। বরং চল তার চাইতে আমরা কোথাও থেকে ঘুরে আসি।

বব মনে হয় পীটের প্রস্তাবকে সমর্থন করল। কিছু একটা বলতে

যাচ্ছিল সে কিন্তু তার আগেই ওদের সামনে লাল আলো জ্বলে উঠল।

এই লাল আলো জ্বলে ওঠা মানেই হচ্ছে পাশের ঘরে ওদের কোন ফোন এসেছে। ব্যস্ত হয়ে উঠল এবার তিন গোয়েন্দা।

—ফোন! কে ফোন করল এই অসময়ে?

কথাটা বলে পীট আর অপেক্ষা করল না। সে চেয়ার থেকে উঠে পিছনের একটা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওরা যেখানে বসে কথা বলছিল ঠিক তার পিছনে আর একটা ছোট ঘর আছে। ওই ঘরেই আছে টেলিফোন। জুপিটার আর বব অপেক্ষা করতে লাগল।

খানিকবাদে পীট ফিরে এল। লম্বা একটা তার দেয়ালের সুইচ-বোর্ডে গুঁজে দিয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা এগিয়ে দিল জুপিটারের দিকে। জুপিটার রিসিভার হাতে ধরল। শুনতে পেল অল্পবয়সী মহিলার কণ্ঠস্বর—হ্যালো।

জুপিটার যথাসম্ভব নিজেকে গম্ভীর করে বলল—হ্যালো আমি জুপিটার জোন্স বলছি।

—দয়া করে লাইনটা একটু ধরুন, মিস্টার আলফ্রেড হিচকক কথা বলবেন।

জুপিটার একটু নড়ে বসল। শুনতে পেল টেলিফোনে সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর। হ্যালো কে জুপিটার জোন্স, আমি আলফ্রেড হিচকক কথা বলছি। আমার মনে হয় তোমরা এই মুহূর্তে অন্য কোন কাজ নিয়ে খুব একটা ব্যস্ত নেই।

—না স্যার।

—দেখ জুপিটার, এই মুহূর্তে আমার কাছে একটা অল্প বয়সী ছেলে এসেছে সাহায্যের জন্য। আমার কাছেই সে সাহায্য চায়, কিন্তু আমার পক্ষে তার জন্য এখনই কোন সাহায্য করা সম্ভব হচ্ছে না। আমি নিজে স্টুডিওর কাজে ব্যস্ত আছি। তোমাদের যদি কোন অসুবিধা না থাকে তাহলে তোমরা আমার হয়ে ওকে একটু সাহায্য করলে আমি খুব খুশি হব। কি আপত্তি আছে তোমাদের?

আলফ্রেড হিচককের কথায় জুপিটার অত্যন্ত বিব্রত বোধ করল ? বলল—আপনি ওভাবে বলছেন কেন, আপনার নির্দেশ পেলে আমরা এখুনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি।

—ছাটস্ গুড। সম্ভব হলে তোমরা তিনজনেই এখুনি আমার স্টুডিওতে চলে এস। সাহায্যের বিষয়টা কিন্তু খুবই জরুরী। যে ছেলেটি আমার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছে, সে আমার এক ঘনিষ্ট বন্ধুর ছেলে। বিষয়টা টেলিফোনে বিস্তারিত ভাবে বলা সম্ভব নয়, এখানে এলেই তোমরা সব জানতে পারবে। তারপর একটু হেসে বললেন—আজ অনেক বেলা হয়ে গেছে, তোমরা বরং কাল সকাল দশটার মধ্যে আমার স্টুডিওতে চলে এস। ছেলেটিও আসবে, ওর মুখেই তোমরা ওর বিপদের কথা শুনতে পাবে।

—আচ্ছা স্যার। তাই হবে। আমরা কাল সকালেই আপনার সঙ্গে দেখা করব।

মিস্টার আলফ্রেড হিচকক টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

রিসিভার নামিয়ে রেখে জুপিটার তাকাল তার দুই বন্ধুর দিকে। বব ও পীট ইতিমধ্যে কথাবার্তায় আন্দাজ করে নিয়েছে আলফ্রেড হিচককের ফোনের ব্যাপার। মিস্টার হিচককের ফোন যখন তখন নিশ্চয় কোন জটিল সমস্যা সমাধানের ব্যাপার। পীটের মনটা সেই কারণে আনন্দে দুলে উঠল। সে হাততালি দিয়ে বলল ; দারুণ কোন সমস্যা হবে নিশ্চয়, তা না হলে মিস্টার আলফ্রেড হিচকক আমাদের ডেকে পাঠাবেন কেন ? তারপর একটু থেমে পীট জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বলল, কি ধরনের সমস্যা হতে পারে বলে তোমার মনে হয় জুপ ?

জুপিটার গম্ভীরভাবে তাকাল পীটের দিকে। তারপর বলল—কি সমস্যা হতে পারে, সে কথা এই মুহূর্তে তোমাকে বলতে না পারলেও, এটুকু বলতে পারি হলিউডের মত জায়গায় ঠিক দশটার মধ্যে পৌঁছনো আমাদের পক্ষে একটা মস্ত সমস্যা। ইয়ার্ডের পুরনো ট্রাক নিয়ে তো আর আলফ্রেড হিচককের স্টুডিওতে যাওয়া যায়

না। ওভাবে গেলে আমাদের কোন মর্যাদা থাকে না।

—তা ঠিক, তো এক কাজ কর না কেন, তুমি আর. আর. অটো এজেন্সির সঙ্গে কথা বল না কেন, ওদের কাছ থেকে রোলস্ রয়েসটা চাও। ওরা তো তোমায় ভাল চেনে। তাছাড়া তুমি তো প্যাজেল জিতে তিরিশ দিন গাড়িটা ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছিলে। মনে হয় তুমি চাইলে ওরা খুব একটা আপত্তি করবে না।

জুপিটার কোন উত্তর দিল না। শুধু নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে কি যেন ভাবতে লাগল। তাকে নিরুত্তোর থাকতে দেখে বব বলল—তুমি একটা টেলিফোন করেই দেখ না জুপ, ওরা কি বলে।

জুপিটার মনে হয় নিজের মনে সেই কথাই ভাবছিল। বব কথাটা বলা মাত্র সে আর কালবিলম্ব না করে রিং করল অটো এজেন্সি অফিসে।

—হ্যালো, আমি জুপিটার জোন্স বলছি।

—কি ব্যাপার জুপিটার জোন্স।

—আমি একটু ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—লাইনটা একটু ধর।

জুপিটার রিসিভার কানে নিয়ে উৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করতে লাগল। খানিকবাদে শোনা গেল ম্যানেজার গিলবার্টের কণ্ঠস্বর। জুপিটার তাকে রোলস্ রয়েসের প্রস্তাব দেওয়া মাত্র তিনি তা নাকচ করে দিলেন। টেলিফোনে পরিষ্কার বললেন, তার পক্ষে জুপিটারকে আর রোলস্ রয়েস ব্যবহার করার কোন সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। জুপিটারের নামে ওই গাড়ি তিরিশদিনের জন্য বরাদ্দ ছিল এবং খাতা কলমে সেই তিরিশদিন পার হয়ে গেছে।

জুপিটার তবুও নাছোড়বান্দা। সে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু গিলবার্ট কোন কথা শুনতে রাজি নন। তার একটাই কথা—তিরিশ দিন যেখানে পার হয়ে গেছে, সেখানে তারপক্ষে আর নতুন করে কিছু করা সম্ভব নয়।

টেলিফোনের কথাবার্তা বব ও পীটের কানেও পৌঁছলো। তারাও

নিজেদের মধ্যে সময়ের হিসাব করে বলল—মিস্টার গিলবার্টের কথাই ঠিক, আমরা "কঙ্কাল দ্বীপ" থেকে ফিরে আসার মধ্যেই তিরিশ দিনের বরাদ্দ সময় পার হয়ে গেছে।

সেই কারণে একটু চাপা স্বরে পীট বলল—মিস্টার গিলবার্ট ঠিক কথাই বলছেন জুপ, সত্যি সত্যি তিরিশ দিন সময় পার হয়ে গেছে।

জুপিটার কিন্তু কোন কথা ভ্রূক্ষেপ করল না। সে একবার কড়া চোখে তাকাল বব ও পীটের দিকে তারপর টেলিফোনে বলল—মিস্টার গিলবার্ট আমার হিসাব মত কিন্তু তিরিশ দিন শেষ হতে আরও কয়েকটা দিন বাকি আছে।

—অসম্ভব!

—অসম্ভব নয় মিস্টার গিলবার্ট, আমি আপনাকে একবার তিরিশ দিনের হিসাবটা বুঝিয়ে দিতে চাই।

—স্যরি, কোন কথা শুনতে আমি রাজি নই।

তবু জুপিটার বলল—ঠিক আছে আমি আপনার অফিসে যাচ্ছি। আমার মনে হয় আমার হিসাবটাই ঠিক। আমার সঙ্গে কথা বলে মনে হয় আপনি সন্তুষ্ট হতে পারবেন।

গিলবার্ট রাগত স্বরে বললেন—এর মধ্যে আর কথা বলার কিছু নেই। আমার কাছে এসেও কোন লাভ হবে না তোমার।

—তবু আমাকে যেতে হবে, প্রয়োজনটা যখন আমার।

তারপর একটু হেসে বলল—আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে আপনার অফিসে যাচ্ছি স্যার।

—আসতে পার কিন্তু কোন লাভ হবে না। কথাটা বলে বিরক্ত সহকারে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন গিলবার্ট। জুপিটারও হাতের রিসিভার নামিয়ে রাখল।

পীট এবার সবিনয়ে তাকাল জুপিটারের দিকে। বলল—মিস্টার গিলবার্ট ঠিক কথাই বলেছেন জুপ, তিরিশ দিনের হিসাব মত তোমার পাওনা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে।

জুপিটার এবার কড়া চোখে তাকাল পীটের দিকে। তারপর

কণ্ঠস্বর ভারি করে গম্ভীরভাবে বলল—সব অঙ্কের নিয়ম একরকম নয় পীট। আমার হিসাবের অঙ্কটা সম্পূর্ণ আলাদা আর সেই কারণেই আমি আমার হিসাব মত আরও কয়েকদিন রোলস্ রয়েস ব্যবহার করার সুযোগ পেতে পারি বলে গিলবার্টকে জানিয়েছি। মনে হয় গিলবার্টকে আমি সন্তুষ্ট করতে পারব।

—কি ভাবে জুপ।

—চলই না। আমার সঙ্গে গেলেই বুঝতে পারবে, আমার অঙ্কের নিয়মটা কতটা সঠিক। তারপর জুপিটার ববের দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি তোমার বাইকের পিছনে পীটকে তুলে নাও, আমি আমার বাইকটা বার করছি। মিস্টার গিলবার্টকে সন্তুষ্ট না করা পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। আমাদের এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে।

কালবিলম্ব না করে তিন গোয়েন্দা বেরিয়ে পড়ল। অল্প সময়ের মধ্যে তারা এসে পৌঁছলো অটো এজেন্সি অফিসের সামনে। শহরের প্রধান রাস্তার ওপরে পেল্লায় বড় বাড়ি। গেট পার হয়ে ওরা বাইক নিয়ে ভিতরে ঢুকল। তারপর নির্দিষ্ট এক জায়গায় বাইক থামিয়ে নেমে পড়ল।

পুসডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকে জুপিটার সোজা এগিয়ে গেল ম্যানেজারের চেম্বারের দিকে। ওকে নিঃশব্দে অনুসরণ করল বব ও পীট। এখানে ওরা এই প্রথম আসছে না। এর আগেও ওরা বহুবার এসেছে। সেই কারণে পরিচিত জায়গায় ওদের কোনরকম অসুবিধে হল না।

ম্যানেজার মিস্টার গিলবার্ট নিজের ঘরে বসেছিলেন। বলিষ্ঠ চেহারার মানুষটি যথেষ্ট রাসভারি। তার ওপর মিস্টার গিলবার্টের মুখের লাল রঙ তাকে অঙ্কের কাছে আরো বেশি কঠিন করে তোলে। জুপিটার কিন্তু কোনরকম তোয়াক্কা করল না। সে সহজভাবে মিস্টার গিলবার্টের চেম্বারে প্রবেশ করে বলল—গুড মর্নিং স্যার।

গিলবার্ট মুখ তুলে তাকালেন। জুপিটারকে দেখেই মনে হয় তার মেজাজটা চড়ে গিয়েছিল। দ্রুত চোখ সরিয়ে নিয়ে কড়া গলায় বললেন—আমাকে কাজের সময় বিরক্ত করতে এসেছ কেন, আমি তো আমার বক্তব্য তোমাকে টেলিফোনে সব বলেই দিয়েছি।

—তা শুনেছি স্যার, তবে হিসাবের কিছুটা গোলমাল আছে বলেই আপনাকে বিরক্ত করতে হল।

জুপিটারের কথায় মিস্টার গিলবার্ট যেন বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তার মুখের কঠিন রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি হাতের ইশারায় জুপিটার ও তার দুই সঙ্গীকে সামনের চেয়ারে বসতে বললেন। ওরা যে যার মত চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। মিস্টার গিলবার্ট তার হাতের সিগারে লম্বা একটা টান মেরে প্রশ্ন করলেন—তোমার যা বক্তব্য তা সংক্ষেপে করার চেষ্টা কর। তোমাদের সঙ্গে বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করার মত সময় আমার হাতে নেই। তাছাড়া কি আর বলবে, আমাদের হিসাব মত তোমার প্রাপ্য তিরিশ দিন শেষ হয়ে গেছে। কি হিসাবে তুমি আমায় বারবার বলছ যে তোমার হাতে এখনো কিছুটা সময় আছে এবং যার জন্য তুমি রোলস্ রয়েস ব্যবহার করতে চাইছ?

জুপিটার এবার মুখে কোনরকম উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে ছোট একটা নোটবই বার করল। তারপর নোটবই থেকে বার করল ভাঁজ করা একটা কাগজ। মিস্টার গিলবার্ট জুপিটারের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। জুপিটার এবার ভাঁজ করা কাগজটা খুলে এগিয়ে দিল মিস্টার গিলবার্টের দিকে। বলল, আমার মনে হয় এই কাগজটা দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন, কেন আমি আরও কিছুদিন সময় আমার হাতে আছে বলে আপনার কাছে রোলস্ রয়েস সহ তার ড্রাইভারকে দাবী করছি।

মিস্টার গিলবার্ট কাগজটা হাতে নিয়ে সবিস্ময়ে বললেন—আরে এত দেখছি আমাদের কম্পানির বিজ্ঞাপনের হ্যাণ্ডবিল।

—হ্যাঁ স্যার।

—এটা দেখে আমি কি করব।

—নতুন করে একবার বিজ্ঞাপনটা পড়বেন। দেখুন না স্যার পড়ে, কিছু বোঝার মত লাইন আছে কিনা।

এবার মিস্টার গিলবার্ট বিজ্ঞাপনের লেখাগুলোর ওপর চোখ বোলালেন। তারপর বেশ জোরে জোরেই পড়তে লাগলেন বিজ্ঞাপনের লেখাগুলো—"আমাদের কম্পানির আয়োজিত প্যাজেল প্রতিযোগিতায় যে বিজয়ী হবে, সেই বিজয়ী পাবে তিরিশ দিনের প্রতিটি চব্বিশ ঘণ্টা একটি দর্শনীয় রোলস্ রয়েস সহ ড্রাইভারকে ইচ্ছামত ব্যবহার করার সুযোগ।"

লেখাটা পড়ে মিস্টার গিলবার্ট তাকালেন জুপিটারের দিকে। তারপর বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—এত অত্যন্ত সাদামাটা একটা বিজ্ঞাপন, এর মধ্যে তুমি কি এমন নতুনত্ব খুঁজে পেলে যে আমায় দেখতে বললে। তাছাড়া এই বিজ্ঞাপনের খসড়া তো আমার নিজের হাতে তৈরি করা।

বিজ্ঞাপনে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে বিজয়ী প্রতিযোগি তিরিশ দিন একটি দর্শনীয় রোলস্ রয়েস সহ একজন ড্রাইভারকে ইচ্ছামত ব্যবহারের সুযোগ পাবে—তার বেশি কিছু নয়। তারপর তিনি একটু থেমে জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললেন; তুমি আমাদের প্রতিযোগিতায় জিতেছ এবং তিরিশ দিন রোলস্ রয়েস ব্যবহারের সুযোগ তোমাকে আমার কম্পানি দিয়েছে—এর মধ্যে আর কোন অভিনবত্ব তো নেই।

মিস্টার গিলবার্টের কথায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না জুপিটার। বরং সে গম্ভীর গলায় বলল—অভিনবত্ব অবশ্যই আছে স্যার।

—আছে, কি অভিনবত্ব?

—বিজ্ঞাপনে পরিষ্কার বলা আছে বিজয়ী তিরিশ দিনের প্রতিটি চব্বিশ ঘণ্টা রোলস্ রয়েস সহ ড্রাইভারকে ইচ্ছামত ব্যবহারের সুযোগ পাবে। আমার মনে হয় প্রতিটি চব্বিশ ঘণ্টার হিসাব ধরলে এখনও কিছুটা সময় আমার পাওনা আছে।

জুপিটারের কথায় মিস্টার গিলবার্ট চমকে উঠলেন। তারপর রাগত স্বরে চিৎকার করে বললেন—একি বলছ তুমি, বিজ্ঞাপনে কি তাই বলা হয়েছে। একেকটা দিন যে চব্বিশ ঘণ্টায় হয়—একথা তুমি জান না?

জুপিটার কিন্তু উত্তেজনা প্রকাশ করল না। বরং দ্বিগুণ ঠাণ্ডা মেজাজ নিয়ে সে বলল—তা জানি স্যার, তবে বিজ্ঞাপনের যা ভাষা তাতে মনে হয় আমার বক্তব্যই সঠিক। আদালতে গেলে আমার বক্তব্যকেই মনে হয় মাননীয় বিচারপতি মেনে নেবেন।

জুপিটারের কথায় মিস্টার গিলবার্ট আরও চটে গেলেন। বললেন উত্তেজিত স্বরে—তুমি তো দেখছি খুব বাজে ছেলে। আমাকে তুমি বিজ্ঞাপনের ভাষার ভুল ধরিয়ে আইনের ভয় দেখাচ্ছ।

জুপিটারের মধ্যে কোনরকম ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। সে ঠিক আগের মত ঠাণ্ডা মেজাজে বলল—আপনি অযথা আমাকে ভুল বুঝে চটাচটি করছেন। আমি কিন্তু আপনাকে কোনরকম ভয় দেখাতে আসিনি। আমি শুধু আপনাদের বিজ্ঞাপনে যা লেখা আছে তারই আইনগত ব্যাখ্যা করেছি।

এবার মিস্টার গিলবার্ট একটু শান্ত হলেন। বললেন জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞাপনে ভুল কিছু লেখা হয়নি। চব্বিশ ঘণ্টায় যে একদিন হয় এই হিসাব তো সকলেরই জানা আছে।

—ঠিক তাই। আপনার বক্তব্যকে সমর্থন করেই আমি বলছি, চব্বিশ ঘণ্টায় যে একদিন হয় একথা জানা সত্ত্বেও আপনারা বিজ্ঞাপনে "তিরিশ দিনের প্রতিটি চব্বিশ ঘণ্টা"—এই লাইনটাকে যোগ করলেন কেন? বললেই তো পারতেন, তিরিশ দিন ব্যবহার করার সুযোগ পাবে। তাহলে আর এই বিতর্কের সৃষ্টি হত না।

মিস্টার গিলবার্ট উত্তেজিত ভাবেই বললেন—ওটা বিজ্ঞাপনের চটক তৈরি করার জন্য বলা হয়েছে।

—যদি তাই হয়, তাহলে আমার বক্তব্য যে সঠিক একথা আপনাকে মানতেই হবে।

এবার গিলবার্ট তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলেন জুপিটারের ওপর। তারপর একটু সময় নিয়ে বললেন—তোমার বক্তব্য কি শুনি।

—খুব সহজ। আপনাদের বিজ্ঞাপন অনুসারে আমার রোলস্ রয়েস ব্যবহারের পাওনা সময় দাঁড়ায় তিরিশ দিনের প্রতি চব্বিশ ঘণ্টা হিসাবে সাতশো কুড়ি ঘণ্টা, এর মধ্যে আমার হিসাব মত আমি ব্যবহার করেছি মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টা। আমার হাতে এখনও সাতাশ দিনের প্রতিটি চব্বিশ ঘণ্টা হিসাবে ছয়শো আটচল্লিশ ঘণ্টা পাওনা আছে। আর সেই কারণেই এই গুরুত্বপূর্ণ হিসাবটা বোঝাতে আমাকে আপনার কাজের সময় এসে বিরক্ত করতে হল।

জুপিটারের বক্তব্য শুনে মিস্টার গিলবার্ট হঠাৎ যেন থমকে গেলেন। তার মাথার ওপর যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। নিজের মধ্যে কোন যুক্তি খুঁজে পেলেন না। মুহূর্তের মধ্যে এই অপ্রতিভ অবস্থা কাটিয়ে নিয়ে মিস্টার গিলবার্ট বেশ কড়া গলায় জুপিটারকে লক্ষ্য করে বললেন—তুমি যা বলছ তা একবারে অসম্ভব। তোমার বক্তব্য আমি কিছুতেই মানতে পারব না। বিজ্ঞাপনের অর্থ কিছুতেই ওরকম দাঁড়ায় না।

—তা আপনি বলতে পারেন, কিন্তু আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে আমি যা বলছি অর্থটা সেই রকমই দাঁড়ায়। এই ব্যাপারে আমি অনেকের সঙ্গে কথাও বলেছি। তারা সবাই বলেছেন আমার হিসাবটাই ঠিক।

মিস্টার গিলবার্ট মনে হয় ধৈর্য রাখতে পারলেন না। চেয়ার থেকে উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—কিছুতেই তোমার বক্তব্য আমি মানতে রাজি নই। তুমি যদি মনে কর একটা প্রতিযোগিতায় জিতে, তুমি সারা জীবনের জন্য রোলস্ রয়েস আর তার ড্রাইভারকে ব্যবহার করবে, তাহলে বলব তুমি অত্যন্ত লোভী ছেলে। তোমার মত একটা লোভী ছেলের বক্তব্য আমি কিছুতেই শুনতে রাজি নই। এই ব্যাপারে আমি কোন জবাবদিহি করতেও চাই না। বিজ্ঞাপনে যা লেখা হয়েছে, তা ঠিক লেখা হয়েছে—আর আমার হিসাব মত

তোমার পাওনা তিরিশ দিন শেষ হয়ে গেছে।

কথাগুলো প্রায় একদমে বললেন মিস্টার গিলবার্ট।

বোঝা গেল তিনি ভীষণ চটে আছেন। বব ও পীট এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। এই প্রথম কথা বলল বব। ঠাণ্ডা গলায় বলল—দেখুন স্যার, আমরা তো পনের দিনের মত সময় শহরেই ছিলাম না—কাজেই ওই পনের দিন আমরা রোলস্ রয়েস ব্যবহার করতে পারিনি। আপনি যদি ওই পনের দিনের জন্য কিছুটা সময় আমাদের এখন রোলস্ রয়েস ব্যবহারের জন্য সুযোগ দেন তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হই।

—না। কোন মতেই তা সম্ভব নয়।

মিস্টার গিলবার্ট দৃঢ়ভাবে বললেন কথাটা।

বব বলল, আমাদের আবেদনটা কিন্তু একবারে অবহেলা করার মত ছিল না স্যার। একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলে পারতেন। জুপিটারের হিসাবটা কিন্তু আপনাদের বিজ্ঞাপনের ভাষা অনুযায়ী আইনত ন্যায্য। তবে আমরা এই ব্যাপারে আইনের আশ্রয় নিশ্চয় নেব না, হাজার হোক আপনাদের অটো এজেন্সির একটা গুডউইল আছে বাজারে। আশা করব আপনি কম্পানির মর্যাদা রাখবেন।

ববের নরম কথায় মিস্টার গিলবার্ট মনে হয় কিছুটা শান্ত হলেন। খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকার পর বললেন; বেশ আমি তোমাদের এবারের মত একটা বিশেষ সুবিধা দিতে পারি, তবে তার আগে তোমাদের একটা প্রমিস্ করতে হবে।

—কি প্রমিস্ স্যার?

—তোমরা আর এরপর কোনদিন এই ব্যাপার নিয়ে আমার কাছে আসবে না।

জুপিটার হাসল। বুঝল তার প্রাথমিক অভিযান কিছুটা সফল হয়েছে। তাই সে ম্লান হেসে বলল—আপনার বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কথাটা আপনি কিন্তু এখনও বলেননি স্যার।

মিস্টার গিলবার্ট এবার টেবিলের ওপর শরীর ঝুঁকিয়ে তাকালেন

তিন কিশোরের দিকে। তারপর ডানহাতের দুটি আঙুল ওদের সামনে উঁচিয়ে ধরে বললেন—তোমরা মাত্র আর দুবার রোলস্ রয়েস ব্যবহার করতে পারবে।

জুপিটার যেন খুব খুশি হল না। তবু সে আর কথা না বাড়িয়ে বলল—ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন, তখন আমি আপনার কথা শুনতে বাধ্য। তাহলে কাল সকাল নটায় রোলস্ রয়েস আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন।

—ঠিক আছে। তবে আমার কথাটা যেন মনে থাকে। কালকে রোলস্ রয়েস ব্যবহারের পর আর তোমরা মাত্র একবার ওই গাড়ি ব্যবহার করার সুযোগ পাবে—কি মনে থাকবে তো ?

—থাকবে স্যার।

—তোমরা এবার যেতে পার।

গিলবার্টের চেম্বার ছেড়ে তিন গোয়েন্দা বেরিয়ে এল হাসিমুখে।

যথাসময় তিন গোয়েন্দা পরের দিন এসে পৌঁছল মিস্টার আলফ্রেড হিচককের সাজানো গোছানো স্টুডিওতে।

মিস্টার হিচকক ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ওর পাশে বসেছিল একজন কিশোর।

জুপিটার তার সঙ্গীদের নিয়ে চেম্বারে প্রবেশ করা মাত্র মিস্টার হিচকক হাসি মুখে বললেন—এই যে ছেলেরা তোমরা এসে গেছ, আমি তো তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। তারপর সামান্য থেমে তিন গোয়েন্দার উদ্দেশ্যে বললেন—তোমরা দাঁড়িয়ে আছ কেন, বসে পড়।

জুপিটার আগে বসল। ওর দেখাদেখি বব ও পীট দুজনে দুটো খালি চেয়ার টেনে নিয়ে মিস্টার হিচককের সামনে বসল।

মিস্টার হিচকক ওদের তিনজনের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন—আমি তোমাদের সঙ্গে আজ একটা ছেলের আলাপ

করিয়ে দেব বলে এখানে ডেকেছি। তারপর তিনি পাশে বসা ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি এদের কথাই তোমাকে বলেছিলাম অ্যাগস্ট।

ছেলেটি এবার জুপিটার এবং পরে বব ও পীটের দিকে তাকাল। মিস্টার হিচকক একটু সময় চুপ করে থাকলেন। পকেট থেকে চুরুটের বাক্সটা বার করে নতুন একটা চুরুট নিজের পুরু ঠোঁটে ঝুলিয়ে নিয়ে বললেন পাশে বসা ছেলেটির উদ্দেশ্যে—আমার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, ওদের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেওয়া। কি তাই তো?

জুপিটার কোন কথা বলল না। সে ছেলেটিকে গভীর চোখে নিরিক্ষণ করল মাত্র।

মিস্টার হিচকক চুরুটে অগ্নি সংযোগ করে জুপিটারের দিকে তাকালেন। তিনি জানেন জুপিটার হচ্ছে তিনজনের মধ্যে প্রধান গোয়েন্দা। বুদ্ধি ও বিচার শক্তিতে সে অন্য দুই বন্ধু অপেক্ষা অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। তিনি বললেন ঠাণ্ডা গলায়—আমার পাশে যে ছেলেটিকে তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ, সে হচ্ছে আমার একজন বিশিষ্ট ইংরেজ বন্ধুর পুত্র। ওর নাম অ্যাগস্ট। এরপর তিনি অ্যাগস্টের দিকে তাকিয়ে বললেন—অ্যাগস্ট তোমার সামনে যে বসে আছে তার নাম হচ্ছে জুপিটার জোন্স। আর এরা হল জুপিটারের দুই সাহায্যকারী বন্ধু—এদের একজনের নাম বব এণ্ড্রুস, অন্যজনের নাম পীট ক্রেনশো। এই মুহূর্তে তোমার যা সমস্যা, আমি আশা করি ওরা তা সমাধান করতে পারবে। এদের কাজই হচ্ছে অন্যের যাবতীয় জটিল সমস্যা ও রহস্যকে সমাধান করা।

মিস্টার হিচককের কথায় অ্যাগস্ট নামের ছেলেটি যেন খুশি হল। একগাল হেসে সে হাত বাড়িয়ে প্রথম করমর্দন করল জুপিটারের সঙ্গে। তারপর বব ও পীটের সঙ্গে করমর্দনের পর্ব সেরে নিয়ে বলল—তোমাদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমি খুব প্রীত হলাম। আমাকে তোমরা গ্যাস বলে ডাকবে। ওই নামেই আমায় সকলে ডাকে।

প্রাথমিক আলাপের পর্ব চুকিয়ে নিয়ে জুপিটার গ্যাসকে বলল—

তুমি তো তোমার সমস্যার কথা এখনও কিছু বললে না।

—নিশ্চয় বলব। আর বলব বলেই তো আমি অত দূর থেকে মিস্টার হিচককের শরণাপন্ন হয়ে ছুটে এসেছি।

গ্যাসের কথায় মিস্টার হিচকক তাকালেন। গম্ভীর স্বভাবের মানুষটি এবার গ্যাসকে বললেন—তোমার নিজের সমস্যার কথা, তুমি নিজে ওদের বুঝিয়ে বল। আমার মনে হয় এটাই উচিত কাজ হবে।

মিস্টার হিচককের কথায় গ্যাস একটু থমকালো, তারপর দ্রুত নিজেকে সহজ করে নিয়ে জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি তো প্রথম ইনভেস্টিগেটর, অতএব আমার কথাগুলো তুমি মন দিয়ে শুনবে বলে আশা রাখি। যদি আমার কোন কথা তুমি পরিষ্কার ভাবে বুঝতে না পার তাহলে তুমি আমাকে অনায়াসে প্রশ্ন করতে পার?

জুপিটার মৃদু হেসে বলল—তুমি বক্তব্য রাখতে পার গ্যাস। তোমার প্রতিটি কথাকে গুরুত্ব দিয়ে শোনার দায়িত্ব আমাদের তিন-জনেরই আছে।

এবার গ্যাস একটু নড়াচাড়া করে নিজেকে গুছিয়ে নিল। তারপর ঠাণ্ডা স্বরে জুপিটারকে লক্ষ্য করে আরম্ভ করল--শোন বন্ধু, কয়েকদিন আগে আমি একটা চিঠি পেয়েছি। চিঠিটা আমার নামে আমার ঠিকানায় পাঠিয়েছেন খুড়োদাদুর উকিল। আমার খুড়োদাদু মিস্টার হোরেটো অ্যাগস্টের লেখা এই চিঠির কোন অর্থ আমি বুঝতে পারিনি। এমন কি আমার বাবাও এই চিঠির কোন অর্থ খুঁজে পাননি। সেই কারণে তিনি আমাকে মিস্টার হিচককের কাছে পাঠিয়েছেন, যাতে এই চিঠির আসল অর্থটি বোঝা যায়।

গ্যাসের বক্তব্য শেষ হওয়া মাত্র মিস্টার হিচকক গম্ভীর গলায় বললেন—ছেলেটি তোমাদের সঠিক কথাই বলেছে। ওর বাবা মিস্টার অ্যাগস্ট আমার একজন ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, ওই রহস্যময় চিঠির অর্থ আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি। আর সেই কারণেই আমি ওই রহস্যময় চিঠির পাঠোদ্ধারের জন্য তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছি।

কথাটা এই পর্যন্ত বলে মিস্টার হিচকক একটু থামলেন। তারপর পাশে বসে থাকা গ্যাসের দিকে তাকিয়ে বললেন—গ্যাস, তুমি চিঠিটা বার করে জুপিটারকে দাও। আমার ধারণা এই চিঠির আসল অর্থ সে আন্দাজ করতে পারবে।

মিস্টার হিচককের কথা মত কিশোর গ্যাস তার প্যান্টের পকেট থেকে ভাঁজ করা কাটা নীল রঙের খাম বার করল। তারপর খামের মুখ খুলে বার করল একটা কাগজ। এগিয়ে দিল সম্পূর্ণ জুপিটারের দিকে।

জুপিটার চিঠিটা হাতে নিল। ওর পাশে বসে থাকা বব ও পীট দুজনেই ঝুঁকে পড়ল চিঠিটার ওপর। জুপিটার কোন কথা না বলে চোখ বুলালো চিঠিটার ওপর। তার মুখের ভাবান্তর খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করতে লাগলেন মিস্টার হিচকক।

জুপিটার চিঠিটা বেশ কয়েকবার পড়ল। চিঠিতে লেখা ঃ—

আমার প্রিয় নাতি,

অ্যাগস্ট তোমার নাম, অ্যাগস্ট তোমার যশ, অ্যাগস্ট তোমার সৌভাগ্য। পাহাড় প্রমাণ বিপদ যতই তোমার সামনে এসে দাঁড়াক, তবু তোমার পথ চলাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে; তোমার জন্ম মুহূর্তের ছায়া লক্ষ্য করে তুমি অগ্রসর হও—শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ওই ছায়া লক্ষ্য কর। এই চিঠির প্রতিটি শব্দ গভীরভাবে চিন্তা করবে—মনে রেখ এই চিঠি কেবল তোমার জন্য লেখা। সহজভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়, এতে তোমাকে যা বলতে চাই তা অন্যের পক্ষে বোঝা সহজ হবে। মনে রেখ যা আমার একান্ত—তার জন্য আমি অনেক মূল্য দিয়েছি, তবেই আমি সেই বস্তু নিজের করে পেয়েছি। আমি সেই কারণে চাই না বহু শ্রম ও নিষ্ঠার দ্বারা অর্জিত বস্তুটি অন্যের হাতে যাক, অথবা অমঙ্গলকারীদের দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হোক।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের সতর্কতায় সেই মূল্যবান বস্তুটি ইতিমধ্যে

পবিত্র হয়ে উঠেছে। একে এখন কারো পক্ষে বাজেয়াপ্ত করা বা চুরি করা সম্ভব নয়। একে এখন কেবল খুঁজে পেতে হবে, অথবা অন্যকে দান করা যেতে পারে।

অতএব তুমি খুব সতর্কতার সঙ্গে মাথা ঠাণ্ডা রেখে হাতে সময় নিয়ে কাজে নেমে পড়। কোনরকম ভয়ের কাছে নতিস্বীকার কর না। সময় না আসা পর্যন্ত ধৈর্য হারাবে না। তোমার চলার পথে আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা রইল।

ইতি,
আশীর্বাদক
তোমার খুড়োদাছ
হোরেটো অ্যাগস্ট।

চিঠিটা বার কয়েক পড়ার পরেও জুপ কিন্তু কোন কথা বলল না। প্রথম কথা বলল পীট। হু'চোখে বিস্ময় নিয়ে বলল—আমি একবর্ণ কিছু বুঝতে পারলাম না।

বব বলল—আমার মনে হয় মিস্টার হোরেটো অ্যাগস্টের পিছনে বেশ কিছু শত্রু লেগেছিল, যাদের তিনি খুব ভয় করতেন। এই চিঠিতে আমি তো সেই ইঙ্গিতই পেলাম।

জুপিটার কিন্তু নীরব। সে পীট বা ববের কোন কথাই যেন শুনতে পায়নি। বরং তাকে খুব মনযোগ সহকারে চিঠির কাগজ পরীক্ষা করতে দেখা গেল। জুপিটারের সংশয় লক্ষ্য করে মিস্টার হিচকক মুখ থেকে চুরুটের কড়া ধোঁয়া বার করে বললেন—তুমি নিশ্চয় চিঠির কাগজটা পরীক্ষা করতে চাইছ। তোমার আগেই আমি ওসব কাজ করে রেখেছি। ওই কাগজ বা কালির মধ্যে কোনরকম রহস্য নেই জুপ। আমি স্টুডিওর একজন অভিজ্ঞ টেকনিক্যাল এক্সপার্টকে দিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করিয়ে তবেই সন্দেহ মুক্ত হয়েছি।

মিস্টার হিচককের কথায় জুপিটার তাকাল তার দিকে।

তারপর মৃদুস্বরে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠিটা ভাঁজ করে আবার এগিয়ে দিল গ্যাসের দিকে।

জুপিটার হয়ত কিছু একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, তার আগেই মিস্টার হিচকক বললেন—আমি যতদূর খবর নিয়ে জেনেছি, এই চিঠিটি মিস্টার হোরেটো অ্যাগস্ট মৃত্যুর কয়েকদিন আগে লিখেছিলেন। তিনি চিঠিটা তার উকিলের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যেন তার এই চিঠিটি তার নাতির ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তার কথামতই মিস্টার হোরেটো অ্যাগস্টের উকিল চিঠিটি গ্যাসের ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই চিঠিটা পড়ে তুমি কি কিছু পাঠোদ্ধার করতে পারলে?

মিস্টার হিচককের কথায় জুপিটার এবার তার দিকে তাকাল। তারপর বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল দু'চোখের দৃষ্টি স্থির রেখে বলল—কিছুটা অর্থ তো অবশ্যই বোঝা গেছে।

জুপিটারের কথায় বিস্ময় প্রকাশ করে পীট বলল—তুমি এই চিঠির অর্থ বুঝতে পেরেছ, আমার কাছে তো চিঠির ভাষা প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে কুয়াশার মত বলে মনে হচ্ছে। তারপর একটু থেমে বলল—কি বুঝতে পেরেছ জুপ।

পীটের কথাগুলো মনে হয় জুপিটারকে খুব একটা সন্তুষ্ট করতে পারেনি। সে মুখচোখে বিরক্তি নিয়ে একবার তাকাল পীটের দিকে। পীট চুপ করে গেল।

মিস্টার হিচকক এবার প্রশ্ন করলেন—চিঠিটা পড়ে তোমার কি মনে হয়েছে একবার বলত জুপিটার।

জুপিটার কোনরকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ না করে বলল—চিঠির অর্থ একটা বিষয়ে পরিষ্কার যে মিস্টার হোরেটো অ্যাগস্ট তার নাতিকে এমন কিছু একটা বস্তু দিতে চান, যা তিনি দীর্ঘদিন কোন গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছেন এবং আমার ধারণায় সেই মূল্যবান বস্তুটি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর একইভাবে লুকানো আছে যার সন্ধান একমাত্র তিনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ জানে না। বস্তুটা যে মূল্যবান এবং

অন্য কারুর সে বস্তুটার ওপর লক্ষ্য আছে তাও তিনি চিঠিতে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তবে বস্তুটি এমন কোথাও লুকানো আছে, যার সন্ধানের জন্য দীর্ঘ সময় হয়ত ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করতে হবে। আর সেই কারণেই তিনি ধৈর্য বজায় রাখার কথা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।

জুপিটারের কথায় গ্যাসের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল—চিঠির প্রতিটি লাইন তুমি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারবে জুপিটার।

এবার জুপিটার হাসল। বলল—না ভাই, প্রতিটি শব্দের যথার্থ তর্জমা সম্ভব নয়। এই জাতীয় রহস্যময় পত্রের মধ্যে বহু অবাঞ্ছিত শব্দ থাকে। আমাদের কাজ হল সঠিক শব্দগুলোকে বেছে নেওয়া।

—এই অবাঞ্ছিত শব্দগুলো লেখার অর্থ কি?

—অর্থ আর কিছুই নয় সাধারণের মনে ধাঁধার সৃষ্টি করা। তোমার এই চিঠি অন্য কেউ হাতে নিয়ে পড়লে তার কাছে পাগলের প্রলাপ বলে মনে হবে এবং সে চিঠিটা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা না করে আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেবে। একমাত্র যার উদ্দেশ্যে এই চিঠি লেখা তার দায়িত্ব থাকে চিঠির সঠিক অর্থ খুঁজে বার করা।

এই পর্যন্ত বলে জুপিটার তাকাল গ্যাসের দিকে। গ্যাস এবার চিঠিটা নিজের হাতে নিয়ে পড়ল। তারপর বলল—অ্যাগস্ট আমার নাম এবং অ্যাগস্ট আমার যশ এটা সত্যি কিন্তু অ্যাগস্ট আমার সৌভাগ্য—এর অর্থ কি? আমার খুড়োদাদু কি বোঝাতে চেয়েছেন, যে বস্তুটি তিনি আমার জন্য গচ্ছিত রেখেছেন, যা আমার সৌভাগ্য—সেই বস্তুটি আমি আগস্ট মাসের মধ্যেই পাব?

জুপিটার হেসে বলল—আমার মনে হয় ঠিক তা নয়। এখানে তিনি আগস্ট মাসের কোন উল্লেখ করেননি। তাহলে বিশেষ সময়ের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করা থাকত। তা কোথাও করা নেই। বরং সময় সম্পর্কে তিনি নিজেও কোন স্থির ধারণা দিতে পারেননি। সেই কারণে আমার মনে হয় এখানে অ্যাগস্ট বলতে তিনি অন্য কিছু বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

এবার মিস্টার হিচকক জুপিটারের দিকে স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করলেন—তোমার এমন কথা কেন মনে হল জুপ? হতেও তো পারে তিনি এই আগস্টেই গ্যাসের সৌভাগ্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

হিচকক বক্তব্য শেষ করা মাত্র গ্যাস বলল—আর দুদিন বাদেই আমার জন্মদিন। আজ ২রা আগস্ট আর জন্মদিন ৪ঠা আগস্ট—আমার তো মনে হয় আমার খুড়োদাদু আমার জন্মমাসের কথা স্মরণ রেখেই "অ্যাগস্ট তোমার সৌভাগ্য" বলে উল্লেখ করেছেন।

গ্যাসের কথাটা শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জুপিটার বলল—যদি তিনি তোমার জন্মমাস আগস্টের কথা স্মরণ রেখে চিঠি লিখতেন, তাহলে নিশ্চয় চিঠিতে তিনি সেরকম একটা স্থির ইঙ্গিত দিতেন। তা তিনি দেননি। শুধু লিখেছেন 'অ্যাগস্ট তোমার সৌভাগ্য'। যদি তোমার কথা ঠিক হত তাহলে তিনি "অ্যাগস্টেই তোমার সৌভাগ্য" অথবা 'অ্যাগস্টই তোমার সৌভাগ্য' এই জাতীয় কোন শব্দ ব্যবহার করতেন। মনে রেখ "ইন অ্যাগস্ট ইজ ইওর ফরচুন" এবং "ইন অ্যাগস্ট উইল বি ইওর ফরচুন" এই শব্দ দুটোর মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ আছে। যেমন তফাৎ আছে "অ্যাগস্ট তোমার সৌভাগ্য" এই শব্দ দুটোর মধ্যে।

জুপিটারের কথায় যে যুক্তি ছিল তা মিস্টার হিচককের ভাবান্তর লক্ষ্য করে বোঝা গেল। তবু তিনি বললেন—তোমার কথা না হয় মানছি। কিন্তু এমনও তো হতে পারে ভদ্রলোক তাড়াতাড়িতে চিঠিটা লেখার সময় ভুল করেছেন।

জুপিটার দৃঢ়কণ্ঠে বলল—না স্যার, এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই জাতীয় চিঠি যিনি লিখেছেন, তিনি বেশ মাথা ঠাণ্ডা রেখেই লিখেছেন। এতে ভুল হওয়ার কোন উপায় নেই। তাছাড়া যার দুদিন বাদে জন্মদিন, তার কাছে চিঠি পাঠাবার সময় নিশ্চয় লিখতেন না—"সময় না আসা পর্যন্ত ধৈর্য হারাবে না।" আসলে এই চিঠিতে বস্তুটি পাওয়ার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সময়ের উল্লেখ নেই—আর সেই

কারণেই আমি আপনার যুক্তিকে মেনে নিতে পাচ্ছি না।

মিস্টার হিচকক মৃদু হাসলেন। মনে হয় মনে মনে তিনি তারিফ করলেন জুপিটারকে। তারপর বললেন—আচ্ছা জুপিটার তোমার কি মনে হয় এই বস্তুটির সন্ধান আর কেউ জানে?

—অবশ্যই। আর সেই কারণে তিনি সাবধান করেও দিয়েছেন।

এবার বব প্রশ্ন করল—বস্তুটি কি এমন, যার জন্য অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে?

জুপিটার ঘাড় নেড়ে বলল—তা আমার পক্ষে এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। তবে বস্তুটি যে মূল্যবান এবং ওই বস্তুটির ওপর যে আরও অনেকের নজর আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পীট বলল—পঞ্চাশ বছর ধরে বস্তুটি একই জায়গায় লুকিয়ে রেখেছেন মিস্টার অ্যাগস্ট, উদ্দেশ্য বস্তুটিকে পবিত্র করে নেওয়া—কি তাই তো? তাহলে কি বুঝতে হবে বস্তুটি আসলে অমঙ্গলসূচক কিছু যাকে পবিত্র করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে?

—হয়ত। তা না হলে পবিত্রতার কথা উল্লেখ করবেন কেন তিনি চিঠিতে। তবে বস্তুটি যে পুরোপুরি পবিত্র হয়ে উঠেছে মনে হয় এই বিশ্বাস মিস্টার হোরেটো অ্যাগস্টেরও ছিল না। যদি পবিত্রতা সম্পর্কে তার স্থির বিশ্বাস থাকত তাহলে তিনি চিঠিতে গ্যাসকে এইভাবে অকারণে সতর্ক করে দিতেন না। তবে চিঠি পড়ে যা কিছু উদ্ধার করা হল তা সম্পূর্ণ আমাদের অনুমানভিত্তিক—আসল সত্যতাকে এখন আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে।

জুপিটারের কথায় মিস্টার হিচকক হাসলেন, বললেন তার দিকে তাকিয়ে—ঠিক বলেছ, এই অনুসন্ধানের জন্যই আমি তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছি। আশা করি তোমরা তাড়াতাড়ি এই রহস্যভেদ করতে পারবে।

পীট বলল—দুদিনের মধ্যে আমরা আসল বস্তুটি কি গ্যাসের হাতে তুলে দিতে পারব জুপ, দুদিন বাদে ওর জন্মদিন। পীট কথাগুলো বলে তাকিয়েছিল জুপিটারের দিকে।

জুপিটার মৃদু হেসে বলল—সেরকম কোন অঙ্গিকার করা এই মুহূর্তে আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিষয়টাকে এখনও আমাদের অনেক কিছু তলিয়ে দেখতে হবে, ভাবতে হবে—তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করব, এর বেশি আর কোন প্রতিশ্রুতি আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। তারপর জুপিটার গ্যাসের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমার কাছে আমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে গ্যাস।

—বল, কি জানতে চাও।

—জিজ্ঞাস্য হল তোমার খুড়োদাদু মিস্টার হোরেটো অ্যাগস্টের বিষয়। তুমি তার বিষয়ে কি জান?

গ্যাস এবার যেন একটু বিব্রত অবস্থার মধ্যে পড়ল। কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। তার মুখ চোখে ফুটে উঠল অসহায় ভাব। তারপর দ্রুত এই অসহায় ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে জুপিটারের দিকে সহজভাবে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল—আমার পক্ষে তার বিষয় বিষদভাবে কিছু বলা সম্ভব নয় বন্ধু। আমি জ্ঞানত তাকে কোনদিন চোখে দেখিনি। আমাদের পরিবারের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন রহস্যময় খামখেয়ালি মানুষ। বাবার কাছে শুনেছি আমার জন্মের বেশ কিছুদিন আগে তরুণ বয়সেই বাবার কাকা মিস্টার হোরেটো অ্যাগস্ট এক মালবাহী জাহাজে চাকরি নিয়ে দক্ষিণ সাগরে পাড়ি দিয়েছিলেন। প্রথম প্রথম তিনি বাড়িতে চিঠিপত্র লিখতেন, পরে তার চিঠি আসা বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের পরিবারের প্রত্যেকের অনুমান ছিল, তিনি হয়ত জাহাজডুবি হয়ে মারা গেছেন। কিন্তু কিছুদিন আগে তার লেখা এই চিঠি আমাদের সবাইকে খুব বিস্মিত করে তুলেছে। তার উকিলের কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার পর আমরা জেনেছি বাবার কাকা হোরেটো অ্যাগস্ট হলিউডের কাছে থাকতেন। তার মৃত্যুর পর তার ইচ্ছানুসারে এই রহস্যময় চিঠিটি তার উকিল মারফৎ আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। বিশ্বাসকর বন্ধু, এর চেয়ে বেশি আর কিছু আমার পক্ষে তার সম্পর্কে বলা সম্ভব নয়।

গ্যাসের সরল স্বীকারোক্তি মন দিয়ে শুনল জুপিটার। তারপর ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করল—তুমি কি চিঠিটা পাওয়া মাত্রই ইংল্যাণ্ড থেকে হলিউডে চলে এসেছ?

—না। সামান্য কিছুদিন দেরি হয়েছে। আমার বাবার হাতে সেই মুহূর্তে বাড়তি কোন টাকা ছিল না, যা দিয়ে তিনি আমাকে হলিউডে পাঠাতে পারেন। কাজেই টাকার ব্যবস্থা করে হলিউডে পৌঁছতে আমার দুই মাস সময় নিয়েছে।

গ্যাসের কথায় জুপিটার মনে মনে কি যেন ভাবল। তার ভ্রূ যুগলের ভাঁজ লক্ষ্য করল বব। জুপিটার আবার আগের মত ঠাণ্ডা মেজাজে প্রশ্ন করল—এখানে পৌঁছনো মাত্র তুমি নিশ্চয় তোমার খুড়োদাদুর উকিলের সঙ্গে দেখা করেছ?

গ্যাস মাথা নাড়াল। বলল—আমি এখানে পৌঁছেই তার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তিনি শহরে ছিলেন। তবে তার সঙ্গে আমার এপয়েন্টমেণ্ট করা আছে—আজই আমার তার সঙ্গে দেখা করার কথা। এখানকার রাস্তাঘাট আমার ভাল জানা নেই, তাই আমি বাবার কথামত তার বাল্যবন্ধু মিস্টার হিচককের সঙ্গে দেখা করেছি সাহায্যের জন্য। তিনি আমার বিষয়টি মনযোগ সহকারে অনুধাবন করে তোমাদের টেলিফোনে এখানে ডেকে এনেছেন।

মিস্টার হিচকক গম্ভীর গলায় জুপিটারকে লক্ষ্য করে বললেন—গ্যাস ঠিকই বলেছে, ওকে আমার অবর্তমানে সমস্ত রকম সাহায্য করার জন্য আমি তোমাদের এখানে ডেকে পাঠিয়েছি। আমি আশা করি তোমরা ওকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করবে।

জুপিটার মৃদু হেসে বলল—চেষ্টার কোন ত্রুটি থাকবে না স্যার।

মিস্টার হিচকক আশ্বস্ত হয়ে মৃদু হাসলেন।

জুপিটার এবার গ্যাসকে লক্ষ্য করে বলল—তোমার যখন আজই উকিল ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার কথা, তখন আমার মনে হয় তোমার সঙ্গে আমাদের তিনজনেরই ওখানে যাওয়ার দরকার আছে।

আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে তোমার খুড়োদাদু হোরেটো অ্যাগস্টের বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে কিছু খবর সংগ্রহ করা, তা না জানা পর্যন্ত আমাদের পক্ষে তোমাকে সাহায্য করার কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হবে না।

জুপিটারের কথায় মিস্টার হিচকক খুশি হলেন। গম্ভীর চেহারার মানুষটির মুখে খুশির রেখা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠল। তিনি ঠোঁট থেকে চুরুট সরিয়ে নিয়ে বললেন—তুমি ঠিক কথাই বলেছ। তোমাদের ওর সঙ্গে উকিল ভদ্রলোকের কাছে যাওয়া উচিত। আমিও মনে মনে ঠিক এই কথাই ভাবছিলাম। তারপর তিনি গ্যাসের দিকে তাকিয়ে বললেন—অ্যাগস্ট, তোমার কোন চিন্তা নেই। তুমি এই তিনবন্ধুর ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পার। এরা তোমাকে সব রকম সাহায্য করবে।

কথাটা শেষ করে মিস্টার হিচকক আলগোছে একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন। তারপর ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আমার হাতে আর বেশি সময় নেই। আমাকে এখুনি ফ্লোরে যেতে হবে। আমার জন্য সকলে অপেক্ষা করছে।

মিস্টার হিচককে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দেখে ওরাও প্রত্যেকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মিস্টার হিচকক ওদের হাসিমুখে বিদায় দিলেন। একে একে মিস্টার হিচককের চেম্বার থেকে বাইরে বেরিয়ে এল জুপিটার, বব, পীট এবং গ্যাস।

স্টুডিও চত্বরে তখন ওদের জন্য রোলস্ রয়েস নিয়ে অপেক্ষা করছিল চিরপরিচিত ইংরেজ চালক—ওয়ার্দিংটন।

উকিলের বাড়ি খুঁজে বার করতে ওদের কোন অসুবিধে হল না। হলিউড শহরের একবারে শেষ মাথায় মিস্টার ডাইগিন্সের বাড়ি। ভদ্রলোকের আসল নাম হ্যারল্ড ডাইগিন্স। নিজের এলাকায় মানুষটি যথেষ্ট পরিচিত।

ওয়ার্দিংটন গাড়ি থামানো মাত্র চার কিশোর দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। সবার আগে এগিয়ে গেল জুপিটার। রাস্তা পার হয়ে তারা এসে দাঁড়াল মিস্টার ডাইগিন্সের বাড়ির সামনে। নেমপ্লেটের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি বোলাল জুপিটার। না—চিনতে অসুবিধে হয়নি। নেমপ্লেটে জ্বলজ্বল করছে এটর্নী মিস্টার হ্যারল্ড ডাইগিন্সের নাম।

ফিসফিসে স্বরে বব বলল—জুপ, লক্ষ্য করেছ একটি জিনিস?

—হ্যাঁ। মনে হয় তুমি ডোরবেলের ওপর কার্ডটার কথা বলছ। ওই কার্ডের ওপর কি লেখা আছে বলত?

বব এবার ঝুঁকে তাকাল কার্ডটার ওপর। দেখল কার্ডে লেখা আছে—"বেল বাজান এবং ভিতরে আসুন।"

এবার তারা দরজায় ঝোলানো নির্দেশ মত ডোরবেল পুশ করল। শোনা গেল ভিতরে আছড়ে পড়া বেলের শব্দ।

ক্রিং···ক্রিং···ক্রিং···বেলের শব্দ হওয়া সত্ত্বেও দরজার সামনে কাউকে দেখতে না পেয়ে বেশ একটু অবাক হল ওরা। পীটের ধৈর্য অন্যদের তুলনায় যথেষ্ট কম। তাই সে ব্যস্ত হয়ে জুপিটারকে বলল—এইভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে চল আমরা ভিতরে প্রবেশ করি।

জুপিটার তাকাল একবার পীটের দিকে, তারপর বলল—ডোর-বেলের সঙ্গে সেইরকম নির্দেশই দেওয়া আছে। তুমি অনায়াসে দরজাটা ঠেলতে পার।

জুপিটার কথা শেষ করা মাত্র পীট হাত বাড়িয়ে দরজা ঠেলল। সামান্য ধাক্কায় খুলে গেল দরজা। এবার একে একে ভিতরে প্রবেশ করল চারজন কিশোর।

জুপিটারের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। বোঝা গেল এটি মিস্টার হ্যারল্ড ডাইগিন্সের অফিস কাম রেসিডেন্ট। নিচের ঘরে চোখ বুলিয়ে জুপিটার বুঝতে পারল মিস্টার হ্যারল্ড ডাইগিন্স এই জায়গায় বসেই তার মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলেন। বড় ধরনের একটা টেবিল। টেবিলটা ঘিরে বেশ কয়েকটা চেয়ার ইতস্তত ছড়ানো। কিছুটা দূরে

অনেকগুলো ফাইল রাখার ক্যাবিনেট এবং বই রাখার তাক দেখতে পেল। তাকগুলোর মধ্যে মোটা মোটা আইনের বই সাজানো।

জুপিটার চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে বেশ একটু অবাক হল।

বব বলল—কি ব্যাপার বলত মিস্টার ডাইগিন্স গেলেন কোথায়?

পীট বলল—আমার মনে হয় ভদ্রলোকের কিছু হয়েছে। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখ ঘরের চারদিক কি রকম অগোছাল।

পীটের কথায় এবার টনক নড়ল সকলের। সত্যি তো ঘরটার চারদিক যথেষ্ট অগোছাল। দেখে মনে হচ্ছে খানিক আগে যেন এই ঘরের মধ্যে বিরাট একটা ঝড় বয়ে গেছে। টেবিলের কাগজগুলো এলোমেল। ক্যাবিনেট খোলা—মনে হয় কেউ ক্যাবিনেট থেকে কোন ফাইল বার করে নিয়েছে। দু-একটা কাগজ ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে।

ঘরের অবস্থা লক্ষ্য করে জুপিটার বলল—নিশ্চয় এই ঘরে খানিক আগে কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

পীট বলল—আমারও তাই অনুমান। কিন্তু মিস্টার ডাইগিন্স গেলেন কোথায়?

জুপিটার কোন উত্তর দিল না। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ লক্ষ্য করা গেল। জুপিটারের কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে পীট এবার নিজেই বেশ জোর গলায় চিৎকার করে ডাকল—মিস্টার ডাইগিন্স আপনি কোথায়?

দু-একবার চিৎকার করার পর শোনা গেল ক্ষীণকণ্ঠের আর্তনাদ।

বাঁচাও···আমাকে বাঁচাও, আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে।

হঠাৎ কণ্ঠস্বরে চারজন কিশোরই চমকে গেল। তারা প্রথমটায় আন্দাজ করতে পারল না কণ্ঠস্বরটি ঠিক কোথা থেকে ভেসে আসছে।

তারা চুপ করে কণ্ঠস্বরটি ভালভাবে শোনার চেষ্টা করল।

অল্প সময়ের ব্যবধানে তারা আবার শুনতে পেল ক্ষীণকণ্ঠের আর্তনাদ। বাঁচাও। কে আছ আমায় বাঁচাও···আমায় রক্ষা কর···

আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে। কণ্ঠস্বরটি পুরুষের।

এবার তারা কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল। দেখতে পেল ছুটো বড় বড় তাকের ফাঁক দিয়ে একটা ছোট দরজা। দরজাটা বাইরে থেকে লক করা। মনে হয় ভিতরে নিশ্চয় কেউ আছে। পীট তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল। তারপর সামান্য ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজাটা। এবার তারা চারজনেই ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করল। দেখতে পেল মাটিতে উবুড় হয়ে পড়ে আছেন একজন বেটেখাটো গোছের মানুষ। একটু দূরে ছিটকে পড়ে আছে তার চশমা। জুপিটার চশমাটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে দিল ভদ্রলোকের হাতে। পীট ও বব ছুজনে মিলে তার আগেই ভদ্রলোককে মাটি থেকে তুলে দিল। ভদ্রলোকের মুখচোখে ছড়ানো চাপা আতঙ্কের কালোছায়া। তিনি তখনও হাঁপাচ্ছিলেন। পীট এবং বব এবার তাকে ধরাধরি করে সামনের একটা খালি চেয়ারে বসিয়ে দিল। ভদ্রলোক চেয়ারে বসে প্রথমে বুক ভরে কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস নিলেন। জুপিটার তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোকটিকে নিরিক্ষণ করছিল। এবার তিনি চেয়ারে বসে আগের তুলনায় কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলেন। তারপর চোখে চশমা পরতে পরতে বললেন ; ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তিনি তোমাদের ঠিক সময় মত পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর একটু দেরি হলে হয়ত আমি মরেই যেতাম। তারপর একটু থেমে চার কিশোরের দিকে ভালভাবে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন—তোমরা আমাকে সাহায্য করার জন্য, তোমাদের প্রত্যেককে আমার ধন্যবাদ। ঠিক সময় মত যদি তোমরা না আসতে তাহলে হয়ত আমার এই মূল্যবান জীবনটা হারাতে হত। কিন্তু তোমরা কারা, ঠিক তোমাদের চিনলাম না তো ? আর তোমরা এখানেই বা এলে কি করে ?

প্রথম কথা বলল পীট। সে এবার ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলল—আমরা এখানে এসেছিলাম মিস্টার ডাইগিন্সের সঙ্গে দেখা করতে। আশা করছি আপনিই হয়ত মিস্টার হ্যারল্ড ডাইগিন্স।

এবার ভদ্রলোক মৃদু হাসলেন। বললেন—তোমার অনুমান ঠিক। আমার নামই মিস্টার হ্যারল্ড ডাইগিন্স।

—নমস্কার স্যার। আপনি মিস্টার হ্যারল্ড ডাইগিন্স। আমার নাম অ্যাগস্ট—অ্যাগস্ট, আমি আপনার একজন ক্লায়েন্ট। মিস্টার ডাইগিন্সের পরিচয় পাওয়া মাত্র নিজের পরিচয় দিল গ্যাস।

এবার ডাইগিন্স অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। গ্যাসের পরিচয় পেয়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন—তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে প্রীত হলাম।

তোমার সঙ্গে পরিচিত হওয়াটা এই মুহূর্তে আমার কাছে খুবই জরুরী। তারপর একটু থেমে তিনি তিন গোয়েন্দার ওপর আলগোছে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন—এই তিনটি ছেলে তোমার বন্ধু।

গ্যাস কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই জুপিটার দ্রুত তার প্যান্টের পকেট থেকে নিজেদের পরিচয় সম্বলিত কার্ডটি এগিয়ে দিল মিস্টার ডাইগিন্সের হাতে। বলল—আপনি এই কার্ডটার ওপর চোখ বোলালেই আমাদের পরিচয় পেয়ে যাবেন স্যার।

মিস্টার ডাইগিন্স এবার জুপিটারের হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে চোখ বোলালেন। বললেন সবিস্ময়ে—আরে, তোমরা তো দেখছি কয়েকজন খুদে ইনভেসটিগেটরস্।

—হ্যাঁ স্যার। বব ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল।

উৎসাহিত গ্যাস এবার মিস্টার ডাইগিন্সকে লক্ষ্য করে বললেন —এই তিন গোয়েন্দাবন্ধু আমাকে সাহায্য করার জন্য এসেছে। আমার ধারণা এই বন্ধুরা খুড়োদাদুর লেখা চিঠির পাঠোদ্ধার করতে পারবে।

মিস্টার ডাইগিন্স্ মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন—খুব ভাল কথা। তবে সবচেয়ে ভাল লাগছে তোমাদের এই কার্ডটি দেখতে। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে?

কথাটা ডাইগিন্স বললেন জুপিটারের দিকে তাকিয়ে। বুদ্ধিমান জুপিটারের বুঝতে অসুবিধে হল না মিস্টার ডাইগিন্স কি বলতে চান।

তাই সে গম্ভীরভাবে বলল—আপনি নিশ্চয় কার্ডের ওই প্রশ্ন চিহ্ন-গুলির বিষয়ে জানতে চাইছেন ?

—ঠিক ধরেছ। তোমাদের এই প্রশ্ন চিহ্ন ব্যবহারের মধ্যে মনে হয় নিশ্চয় কোন তাৎপর্য আছে।

জুপিটার আগের মতই গম্ভীর গলায় বলল—নিশ্চয় আছে। কোন জিনিসই গোয়েন্দাদের কাছে অকারণ নয়। প্রথমতঃ এই প্রশ্ন-চিহ্নগুলি হল আমাদের নিজস্ব কোড। কোন বিষয়ে অনুসন্ধানের সময় আমরা এই কোড ব্যবহার করি। দ্বিতীয়তঃ এই প্রশ্ন চিহ্ন ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল যা কিছু অজ্ঞাত, অজানা, রহস্যাবৃত তার অনুসন্ধান এবং সমাধান করাই হল আমাদের কাজ।

মিস্টার ডাইগিন্স জুপিটারের কথাগুলো বেশ মন দিয়ে শুনলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন—তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভালই লাগল। তোমাদের আত্মবিশ্বাসকে সত্যি প্রশংসা করতে হয়। তারপর একটু হেসে বললেন—তোমাদের সাহায্য পেলে আমি নিজেও খুব উপকৃত হতাম। কিন্তু একটু আগে যারা আমাকে খুন করার জন্য এসেছিল, তাদের মুখগুলো আমার ভালভাবে মনে নেই। তোমাদের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে ওদের মুখগুলো মনে করার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। এমন কি মনেও পড়ছে না ঠিক কতজন ওরা এসেছিল। আসলে আমার মাথাটা কি রকম যেন গোলমাল হয়ে গেছে।

কথাগুলো বলতে বলতে মিস্টার ডাইগিন্স হঠাৎ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাকালেন ঘরের চারদিকে। তারপর তীব্রস্বরে চিৎকার করে বলে উঠলেন—আমার ফাইল! শয়তানগুলো আমার জরুরী ফাইলের কি অবস্থা করেছে তোমরা দেখ। আমি বুঝতে পাচ্ছি না ওরা এই ফাইল থেকে কোন্ কাগজটা চুরি করেছে। এখন কি উপায় হবে ?

কথাগুলো বলতে বলতে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে মিস্টার ডাইগিন্স টেবিলের ওপর ছড়ানো কাগজগুলো আর অগোছাল ভাবে পড়ে থাকা

ফাইলটা দ্রুত হাতে গোছাতে লাগলেন।

চার কিশোর এতক্ষণ চুপচাপ সব কিছু লক্ষ্য করছিল। মিস্টার ডাইগিন্স কাগজগুলো গোছাতে গোছাতে গ্যাসকে লক্ষ্য করে বললেন—এই ফাইলটাই হচ্ছে তোমার খুড়োদাদুর দরকারি। এই ফাইলের মধ্যে ওর সমস্ত দরকারি কাগজপত্তর থাকে। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে আমি ছিলাম ওর বিশ্বস্ত আইনজীবি। আমাকে তিনি কতটুকু বিশ্বাস করতেন বলতে পারব না, তবে সমস্ত গোপনীয় কাগজপত্তর আমার কাছে রাখতেন। কথাগুলো বলতে বলতে মিস্টার ডাইগিন্স ফাইলের কাগজগুলো একটা একটা করে দেখাতে লাগলেন। একসময় তিনি থমকালেন। ঝুঁকে পড়ে মনযোগ সহকারে কি যেন দেখলেন ফাইলে তারপর আবার কাগজগুলো আগের মত নাড়াচাড়া করতে করতে অস্ফুটস্বরে বললেন—আরে সেই চিঠিটা—সেই আসল চিঠিটা তো পাচ্ছি না—ওটা গেল কোথায়? তবে কি ওই শয়তানগুলো চিঠিটা নিয়ে গেছে।

এবার ডাইগিন্স ধপ করে চেয়ারের ওপর বসে পড়লেন। তারপর দু'হাত মাথায় রেখে আক্ষেপের সুরে বললেন—ওই চিঠিটা নিয়ে শয়তানগুলোর কি লাভ হবে কে জানে। মিস্টার হোরেটো অ্যাগস্টের লেখা চিঠিটার কোন অর্থই আমার বোধগম্য হয়নি। কি সব অর্থহীন লেখা। অথচ উনি আমাকে কাগজটা সাবধানে কাছে রাখতে বলেছিলেন। ভাগ্যিস আমি বুদ্ধি করে ওই চিঠির একটা কপি করে রেখেছিলাম। ওই কপিটাই এই ফাইলের মধ্যে ছিল। এখন বেশ বুঝতে পাচ্ছি, ওই চিঠির অর্থ আমার কাছে মুল্যহীন হলেও আসলে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা না হলে শয়তানগুলো চুরি করবে কেন?

কথাগুলো বলে মিস্টার ডাইগিন্স তাকালেন চার কিশোরের দিকে। জুপিটার এতক্ষণ কোন কথা বলেনি, এই প্রথম সে মুখ খুলল। সে এতক্ষণ খুব গভীর চোখে লক্ষ্য করছিল ডাইগিন্সকে। জুপিটারের সঙ্গে ডাইগিন্সের চোখাচোখি হতেই জুপিটার প্রশ্ন করল—আচ্ছা মিস্টার ডাইগিন্স আসল ব্যাপারটা ঠিক কি ঘটেছিল আমাদের

বলুন তো।

মিস্টার ডাইগিন্স একটু যেন অপ্রতিভ অবস্থার মধ্যে পড়লেন। বললেন—আসল ব্যাপার বলতে তোমরা ঠিক কি জানতে চাইছ বল।

বব বলল—জানতে চাইছি, ঠিক কখন আপনার ঘরে ওই শয়তানগুলো এসেছিল এবং তারা কি কি করেছিল। মিস্টার ডাইগিন্স এবার পকেট থেকে রুমালটা বার করে মুখটা মুছে নিলেন। বললেন—এখনও আমি সেই দৃশ্যটার কথা চিন্তা করে শিউরে উঠছি। উফ্, কি ভয়ানক হিংস্র লোকগুলো।

এরপর মিস্টার ডাইগিন্স সামান্য একটু থামলেন। সামনে বসা চারজন কিশোরের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, খানিক আগে তার এই ঘরের মধ্যে ঠিক কি কি ঘটনা ঘটেছিল—সেই কথা।

তিনি বললেন—আমি এই চেয়ার টেবিলে বসে একমনে জরুরী একটা ফাইলের ওপর চোখ বোলাচ্ছিলাম। এমন সময় দরজা খোলার শব্দ হল। তাকিয়ে দেখতে পেলাম আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন মাঝারি ধরনের চেহারার মানুষ। লোকটি খুব একটা লম্বা না হলেও তাকে আবার বেঁটেও বলা যায় না। কালো গোঁফ, চোখে গোল কাচের কালো চশমা। গোটা মুখটা গোলাকার বড় কালো কাচের চশমা দিয়ে এমনভাবে আড়াল করা ছিল যে ওর মুখটা পরিষ্কার ভাবে বোঝা বা চেনার কোন উপায় ছিল না। হঠাৎ করে আমার সামনে লোকটাকে দেখে আমি বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। তাকে কিছু প্রশ্ন করার আগেই সে আমার খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। বলল আমায় লক্ষ্য করে মিস্টার ডাইগিন্স কোনরকম চেষ্টা ছাড়াই আপনি আত্মসমর্পণ করবেন এটাই আমার ইচ্ছা। আর যদি কোনরকম বেয়াদপি করার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনার জীবন বিপন্ন হতে পারে। লোকটির গম্ভীর কণ্ঠস্বরে আমি ভয় পেলেও সহজে আত্মসমর্পণ করব না বলে ঠিক করলাম। বললাম—আপনি কে, কিসের জন্য এসেছেন? উত্তরে বলল—আমার পরিচয় আপনার জানার প্রয়োজন নেই, শুধু আমার প্রয়োজন একটা দরকারি কাগজ,

আমি সেটা নিয়েই চলে যাব।

আমি বললাম—তা হতে পারে না। আমার ক্লায়েন্টরা আমায় বিশ্বাস করে তাদের গোপনীয় কাগজপত্তর আমার কাছে জমা রাখে, আমি কিছুতেই জীবন থাকতে তা অন্য কারো হাতে তুলে দিতে পারি না।

আমি কথাটা শেষ করা মাত্র দুজন মুখোশধারী ষণ্ডামার্কা লোক কোথা থেকে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। তারপর তারা আমাকে চেয়ার থেকে টেনে তুলে মোটা একটা দড়ি দিয়ে ভালভাবে বেঁধে ওই ছোট্ট ঘরটার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আমি মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। চোখ থেকে চশমা ছিটকে গেল। ওরা বাইরে থেকে দরজাটা লক করে দিল। কতজন যে তারা এই ঘরের মধ্যে ছিল, আর কি কি ফাইল দেখেছে তা আমি কিছুই বলতে পারব না। তবে যতদূর মনে হচ্ছে তারা এসে মিস্টার হোরেটো অ্যাগস্টের ফাইল খোঁজে। একমাত্র ওর ফাইলটাই দেখছি লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে আর সেই দরকারি চিরকুটের আসল লেখাটাই খোয়া গেছে।

এই পর্যন্ত বলে মিস্টার ডাইগিন্স তাকালেন চার কিশোরের দিকে। তারপর বললেন—এর পরের ঘটনা সবই তোমাদের জানা। তোমরাই আমাকে উদ্ধার করেছ। তোমরা ঠিক সময় না এলে আমাকে হয়ত ওই ছোট্ট ঘরটার মধ্যে দমবদ্ধ অবস্থায় মরতে হত।

—আমাদের উপস্থিতি আপনি টের পেলেন কি করে?

—ঘরের দরজাটা লক করা থাকলেও তোমাদের রিংয়ের শব্দ আমি শুনেছিলাম। তারপর শুনলাম দরজা ঠেলার শব্দ, বুঝলাম তখন কেউ ঘরের মধ্যে এসেছে। এরপর তোমাদের হাঁটাচলার শব্দ এবং কথাবার্তার শব্দ শুনে নিজেকে বাঁচানোর জন্য চিৎকার করতে শুরু করলাম। বিশ্বাস কর আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল, আমি ভাবছিলাম, বুঝি মরে যাচ্ছি। উফ্, কি ভয়ানক সেই মুহূর্ত···নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমার চারপাশে বাতাস নেই।

—ঠিক কোন্ সময় এই ঘটনাটা ঘটেছিল মিস্টার ডাইগিন্স?

প্রশ্ন করল জুপিটার।

—কোন্ সময়, মনে হয় যতদূর—কথাটা বলতে বলতে মিস্টার ডাইগিন্স তাকালেন হাত ঘড়িটার দিকে। তার হাতঘড়িটা যে বন্ধ হয়ে গেছে তা তিনি বুঝতে পারলেন। ঘড়িতে তখন নয়টা বেজে সতের মিনিট। ডাইগিন্স বুঝতে পারলেন আসল সময় এটা নয়। তিনি কয়েকবার হাতটায় ঝাঁকি মারলেন। তারপর হাত শুদ্ধ ঘড়িটা নিজের কাছে ধরে বললেন—না মনে হয় ঘড়িটা অকেজো হয়ে গেছে। শয়তানগুলো যখন আমায় ঘরের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, মনে হয় তখনই ঘড়িটার ভিতরের কোন যন্ত্র ভেঙ্গে গেছে। তারপর তিনি জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললেন—আমার ঘড়িটা তো চলছে না। তবে ওরা যখন আমায় ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলেছিল তখন মনে হয় নয়টা সতের মিনিট হবে, আমার বন্ধ হওয়া ঘড়ি অন্তত সেই কথাই বলছে।

—তাহলে তো ঘটনাটা ঘণ্টা দুই আড়াই আগে ঘটেছে।

—আমারও তাই অনুমান।

এরপর জুপিটার ডাইগিন্সকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন—আপনি কি এমন কিছু আমাদের বলতে পারেন, যা থেকে আমরা কোন ক্লু পেতে পারি।

—না বাছা, আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

—এই ঘরের মধ্যে ঢুকে তারা আর কি কি জিনিসে হাত দিয়েছে বলে আপনার মনে হয়।

মিস্টার ডাইগিন্স এবার তার অফিস ঘরের চারদিকে দৃষ্টি রাখলেন। তারপর বললেন—ওরা ওই ফাইল ক্যাবিনেট ছাড়া আর কিছুতে হাত দিয়েছে বলে আমার মনে হয় না। ওরা মনে হয় মিস্টার হোরেটো অ্যাগস্টের ফাইলের কাগজগুলোর জন্য এসেছিল।

—তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু ওরা অন্য কোন ফাইলপত্তর নাড়াচাড়া না করে ঠিক জায়গা থেকে ঠিক ফাইলটি কি ভাবে বেছে নিল বলুন তো—ব্যাপারটা ভাবতে আপনার অবাক লাগছে না?

মিস্টার ডাইগিন্স এবার একটু থমকে গেলেন। জুপিটারের কথার কি জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না। থতমত অবস্থায় বললেন—সত্যি ব্যাপারটা বিস্ময়কর।

জুপিটার হেসে বলল—ব্যাপারটা আরও বিস্ময়কর এই কারণে যে, ওই মূল্যবান গোপনীয় কাগজটি সঠিক সন্ধান তারা এক-দানেই বার করেছে। এরজন্য তাদের খুব বেশি কাগজপত্তর খোঁজাখুজি করে সময় নষ্ট করতে হয়নি।

মিস্টার ডাইগিন্স মাথা নিচু করে বসেছিলেন। তার কোন কথার জবাব দেওয়ার মত ভাষা ছিল না। এবার জুপিটার সহজ ভাবে প্রশ্ন করল—আচ্ছা মিস্টার ডাইগিন্স, মিস্টার হোরেটো অ্যাগস্টের লেখা এই গোপন চিরকুটটির বিষয়ে আর কি কেউ কিছু জানত।

জুপিটারের প্রশ্নে মিস্টার ডাইগিন্স কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন—আমার মনে হয় একজন জানত।

—কে সে?

—তারা হলেন এক দম্পতি, যারা শেষদিকে মিস্টার অ্যাগস্টের সঙ্গে অনেকদিন একত্রে ছিলেন। ওরা দুজনে মিলে মিস্টার অ্যাগস্টের দেখাশুনা করতেন। তাদের প্রধান কাজ ছিল মিস্টার অ্যাগস্টের বিরাট বাড়ি ও তার বাগানের দেখাশুনা করা।

—এরা এখন কোথায় আছেন?

—জুপিটারের প্রশ্নের উত্তরে মিস্টার ডাইগিন্স বললেন—শুনেছি ওরা সানফ্রান্সিসকোতে চলে গেছে। ওখানেই ওদের বাড়ি।

এতক্ষণে মিস্টার ডাইগিন্স অনেকখানি সহজ হয়ে উঠেছেন। তার মনের মধ্যে সেই পুরনো আতঙ্ক বা উত্তেজনা নেই। তিনি এবার নির্বিঘ্নচিত্তে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর ফুৎকারে মুখ থেকে ধোঁয়া বার করে বললেন—আমার অনুমান এদের দুজনের মধ্যে যে কেউ একজন ওই চিরকুটটির কথা শুনে থাকবে। মিস্টার অ্যাগস্টের বাড়িতে বসে যখন আমাদের এই গোপন চিরকুটটি নিয়ে কথা হয়েছিল তখন যতদূর সম্ভব মনে হয় ওদের দুজনের মধ্যে যে কেউ

একজন আড়াল থেকে ওই কথাবার্তা শুনছিল। আমার নিজের ধারণা ওরাই এই গোপন ব্যাপারটা অন্য কারো কাছে ফাঁস করে দিয়েছে।

—তাতে তাদের কি লাভ?

—লাভ অনেক কিছু হতে পারে। অনেকেরই অনুমান মিস্টার হোরেটো অ্যাগস্টের বিস্তর টাকাকড়ি আছে, যা তিনি গোপন কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন। ওই চিরকুটের সন্ধান বলে দিয়ে লোভী লোকগুলোর কাছ থেকে তারা মোটা কিছু রোজগার করতে পারে।

—তা অবশ্য পারে। কিন্তু—

জুপিটার তবু যেন সংশয় মুক্ত হল না। বোঝা গেল মিস্টার ডাইগিন্সের উত্তর তার কাছে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। তার মনের মধ্যে আরও কোন প্রশ্ন খেলা করছে।

মিস্টার ডাইগিন্স বললেন এবার জুপিটারকে—মিস্টার হোরেটো অ্যাগস্ট সম্পর্কে লোকে অনেক কিছু ধারণা করত। বিশেষ করে প্রত্যেকের ধারণা ছিল ভদ্রলোকের বুঝি বিশাল টাকাকড়ি আছে। হয়ত তিনি ওই টাকা কোন গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আমি তার ব্যক্তিগত উকিল হিসাবে বলতে পারি শেষদিকে তিনি অর্থাভাবে ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন। তার বিরাট বাড়িটা মর্ডগেজ দেওয়া ছিল। তার মৃত্যুর পর ওই বাড়ির যারা মর্ডগেজার তারা কয়েকদিন হল পজেশন পেয়েছে। দিন কয়েক আগে আমি মিস্টার অ্যাগস্টের ব্যবহৃত সমস্ত ফার্নিচারগুলো বিক্রি করে মর্ডগেজ হোল্ডারের একটা মোটা টাকার বিল মিটিয়েছি। অবশ্য আমি যা যা করেছি, সবই তার নির্দেশ মত করেছি।

এতক্ষণ গ্যাস কিন্তু চুপচাপ ছিল। এবার সে এটর্নী মিস্টার ডাইগিন্সের মুখ থেকে তার খুড়োদাদুর দারিদ্রতার কথা শুনে যথেষ্ট অবাক হয়ে বলল—কিন্তু আমাকে যে চিরকুটটা পাঠানো হয়েছে, তা পড়ে তো মনে হয় তিনি আমার জন্য মূল্যবান কিছু বস্তু গোপনে লুকিয়ে রেখেছেন।

—তুমি ঠিকই বলেছ, তোমার কাছে পাঠানো চিরকুট পড়ে আমারও তাই মনে হয়েছে। তবে সেই মূল্যবান বস্তুটি যে আদপে কি এবং সেটি যে কোথায় লুকানো আছে সে বিষয়ে আমি কোন কথাই তোমাকে বলতে পারব না। তবে তিনি যে কোন একটা ব্যাপারে কারো প্রতি ভীত ছিলেন তা আমি তার সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে বহুবার টের পেয়েছি। কথাগুলো একরকম প্রায় একদমে বললেন মিস্টার ডাইগিন্স। তারপর হালকাভাবে হাতের সিগারেটে টান দিয়ে বললেন—মিস্টার ওয়াটসন চিরকালই রহস্যময় মানুষ ছিলেন। তার কথাবার্তা চালচলন আর দশজনের মত ছিল না। তাই প্রায়ই মজা করে তার জীবনের নানান কথা আমায় বলেছেন, অথচ আশ্চর্য এতগুলো বছরের মধ্যে কোনদিনের জন্য তিনি আমার কাছে তার আসল পরিচয়কে তুলে ধরেননি। অবশ্য আমিও কোনরকম কৌতূহল প্রকাশ করিনি মিস্টার ওয়াটসনের কাছে।

—মিস্টার ওয়াটসন, তিনি আবার কে?

জানতে চাইল জুপিটার।

মিস্টার ডাইগিন্স এবার তাকালেন স্পষ্ট চোখে। তারপর বললেন—কেন তোমরা জানতে না মিস্টার অ্যাগস্টের নাম মিস্টার হ্যারি ওয়াটসন। তিনি তো হলিউডে ওই নামেই বসবাস করতেন। এখানকার প্রত্যেকটি মানুষ তাকে ওই নামেই চেনে।

মিস্টার ডাইগিন্সের কথায় এবার সকলে বিস্ময় প্রকাশ করল।

বব বলল—আপনিও কি তাকে মিস্টার ওয়াটসন নামেই চিনতেন।

মিস্টার ডাইগিন্স হেসে বললেন—তাহলে আর বললাম কি। দীর্ঘ কুড়ি বছর আমি তাকে মিস্টার ওয়াটসন বলেই জেনে এসেছি। ওর আসল নামটা আমি জানতে পেরেছি ওর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে, যখন তিনি আমাকে ডেকে চিরকুটটি হাতে দিয়ে বলেছিলেন তার ভাইপোর নাম ঠিকানায় ওই রহস্যময় চিরকুটটি পাঠিয়ে দিতে। তবে আমার ধারণা তার পরিচয় এখানকার এমন কেউ জানত, যাকে তিনি

ভীষণ ভয় পেতেন। প্রায়ই তিনি আমাকে একটা লোকের কথা বলতেন, যার গায়ের রঙ কালো আর কপালে তিনটি কাটার দাগ আছে।

জুপিটার কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেও তার দৃষ্টি ছিল ফাইল ক্যাবিনেট ড্রয়ারের দিকে। সে লক্ষ্য করল মিস্টার অ্যাগস্টের ফাইলটা "এ" চিহ্ন দেওয়া ড্রয়ারের মধ্যে ছিল। তাই সে মিস্টার ডাইগিন্সকে বলল—আচ্ছা স্যার আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?

—নিশ্চয়।

—আমি দেখতে পেলাম মিস্টার অ্যাগস্টের ফাইলটা "এ" চিহ্ন দেওয়া ড্রয়ার থেকে বার করলেন। "এ" চিহ্ন ড্রয়ারে আপনি এই ফাইলটি রেখেছেন নিশ্চয় মিস্টার ওয়াটসনের আসল নাম অ্যাগস্ট জানার পর।

—নিশ্চয়। তা না হলে তো ফাইলটা "ডাবলু" চিহ্নিত ক্যাবিনেট ড্রয়ারে থাকত। আগে ওখানেই ছিল।

জুপিটার মাথা নাড়িয়ে বলল—খানিক আগে আপনার ঘরে এসে যারা ফাইল ঘাঁটাঘাটি করে রহস্যময় চিরকুটের কপিটা নিয়ে গেছে তারাও মনে হয় জেনে গিয়েছিল আপনি ফাইলের ফোল্ডার চেঞ্জ করেছেন। ওয়াটসন যে তার আসল নাম নয় তার নাম যে অ্যাগস্ট এ খবর তাদের জানা ছিল।

—আমার তো তাই মনে হয়।

—কিন্তু কি করে তারা জানল, আপনি ফাইল ফোল্ডার চেঞ্জ করেছেন। ফাইলটা বর্তমানে ডাবলু চিহ্নিত ক্যাবিনেট ড্রয়ারের মধ্যে নেই, আছে "এ" চিহ্নিত ক্যাবিনেট ড্রয়ারে।

মিস্টার ডাইগিন্স একটু থামলেন। জুপিটারের জেরার সামনে তিনি মুহূর্তের জন্য থমকালেও, নিজেকে সামলে নিতে বেশি সময় নিলেন না। তিনি হাতের সিগারেট এসট্রের মধ্যে গুঁজে গিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর জুপিটারকে লক্ষ্য করে বললেন—যারা চুরি বা ডাকাতি করতে আসে তারা সমস্ত খবর ভালভাবে জেনে

নিয়েই আসে। তাদের কিছু বলে দিতে হয় না। তাছাড়া মিস্টার অ্যাগস্টের পরিচয় বর্তমানে হলিউডের সবাই জেনে গেছে। ওর বিষয়ে স্থানীয় একটি পত্রিকায় এক কলম লেখা বেরিয়েছিল। যে সাংবাদিক লিখেছিলেন তিনি আমার সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। আমিও তাকে মিস্টার অ্যাগস্ট সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছি। তোমাদের সেই নিউজ পেপার কাটিংটা দেখালেই বুঝতে পারবে, মিস্টার অ্যাগস্টের পরিচয় এখন সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা কতটা সহজ হয়ে গেছে। কথাটা বলে মিস্টার ডাইগিন্স ফাইল ক্যাবিনেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর একটা ক্লিপ লাগান পেপার কাটিং জুপিটারের হাতে দিয়ে বললেন—তোমরা এই পেপার কাটিংটা পড়ে দেখ, আমার মনে হয় তোমরাও এই পেপার কাটিং থেকে কিছু তথ্য পেলেও পেতে পার।

জুপিটার হাত বাড়িয়ে ক্লিপ লাগান পেপার কাটিংটা নিল। এবার ওকে ঘিরে বসল, তিন কিশোর। ওদের প্রত্যেকের মুখে চোখে কৌতূহল। জুপিটার পড়তে লাগল।

কাগজে ছোট্ট একটা হেড লাইন করা হয়েছে। লেখা হয়েছে—"পরিত্যক্ত প্রাসাদের নিঃসঙ্গ রহস্যময় মানুষটি নিঃশব্দে বিদায় নিলেন।"

এরপর পত্রিকায় লেখা হয়েছে—"বিভিন্ন স্থান থেকে নানান তথ্য সংগ্রহ করে জানা গেছে মিস্টার অ্যাগস্ট দীর্ঘদিন তার নাম বদলে হলিউড শহরে মিস্টার হ্যারি ওয়াটসন নামে বাস করতেন। হলিউডে আসার কিছুদিন আগে তিনি ছিলেন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। শোনা যায় যৌবনে তিনি ব্যবসা করতেন এবং দক্ষিণ সমুদ্রের বিভিন্ন জায়গায় পাড়ি দিয়েছিলেন। স্থানীয় মানুষের অনুমান, যৌবনে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। হলিউডে এসে তিনি শহরের পুরনো পাহাড়ি অঞ্চলে মস্ত বড় একটি বাড়ি কিনে বসবাস শুরু করেন। বড় একটা তাকে বাড়ির বাইরে কখনও দেখা যায়নি। দেখাশুনা করার জন্য দুজন বিশ্বস্ত লোক ছিল। এরা দুজনেই ছিল তার প্রিয় সঙ্গী। কোন বন্ধু ছিল না। ভদ্রলোক সময় কাটাতেন বই পড়ে। পুরনো বহু নামিদামি বই তাঁর সংগ্রহে ছিল। বিশেষ

করে তিনি ছিলেন রহস্য গ্রন্থকার আর্থার কোনাল ডয়েলের একজন একনিষ্ঠ অনুরাগী পাঠক। শোনা যায় যখন তিনি কিশোর বয়সে ইংল্যাণ্ডে ছিলেন, তখন তিনি নাকি একবার তার প্রিয় লেখক ও গোয়েন্দা গল্পকার কোনাল ডয়েলের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

এই মানুষটি দীর্ঘ কুড়ি বছর নিঃসঙ্গভাবে নির্জনে নিজের আসল পরিচয় গোপন করে বাস করে গেছেন। তার প্রকৃত পরিচয় জানা গেছে মৃত্যুর কয়েকদিন আগে। সবচেয়ে আশ্চর্যের খবর হল, মৃত্যুর মুহূর্তে তিনি হাসপাতালে পর্যন্ত যেতে অস্বীকার করেছেন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করার কথা বলা হলে, তিনি বলেন, আমার মৃত্যু যখন নিশ্চিত তখন আর আমি এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাব না। আমার জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্খার দাহ এই শয্যাতেই হোক। আমার এই বিছানাই হল আমার দেবলোকের শয্যা। মানুষটি তার ছবি পর্যন্ত কাউকে কখনও তুলতে দেননি। শোনা যায় তার পরিচিত আত্মীয় বলতে যারা আছেন—তারা ইংল্যাণ্ডে থাকেন। তার মৃত্যুর পর যে ডাক্তার ভদ্রলোক তার ডেথ সার্টিফিকেট সই করেছেন, তিনি তার শরীর পরীক্ষা করে বেশ কিছু ক্ষতচিহ্ন পেয়েছেন। ডাক্তার ভদ্রলোকের ধারণা এই ক্ষতগুলি প্রতিটি ছুরির আঘাতের দাগ। অনুমান করা যায় মানুষটি ছোটবেলা থেকেই এ্যাডভেনচার প্রিয় ছিলেন। 'এর ফলে তাকে জীবনে নানা দুর্যোগের মধ্যে পড়তে হয়েছে। রহস্যময় এই মানুষটি যদি আত্মজীবনী লিখতেন, তাহলে আশা করা যায় সেই রচনা আর্থার কোনাল ডয়েল অপেক্ষা খুব একটা নিচুমানের হত না। বরং হয়ত বিশ্ব সাহিত্য উপকৃত হত। পেত শ্রেষ্ঠ কিছু সম্পদ।

কাগজের রিপোর্ট পড়া শেষ হওয়া মাত্র পীট বলল—আশ্চর্য জীবন! ভদ্রলোক যে একজন এ্যাডভেনচার প্রিয় মানুষ ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গ্যাস কণ্ঠস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল—ওর গোটা শরীরে ছুরির দাগ ছিল বলেই মনে হচ্ছে, উনি খুব এ্যাডভেনচার প্রিয়

মানুষ ছিলেন। কিন্তু আবার ওর বিষয়ে জানার পর আমার আর একটা কথাও মনে হচ্ছে জুপ।

গ্যাসের কথায় জুপিটার তাকাল তার দিকে। তারপর বলল—কি মনে হচ্ছে তোমার?

—উনি কোনরকম স্মাগলিংয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না তো?

জুপিটার কোনরকম উত্তর দেওয়ার আগে বব বলল—তোমার অনুমান একবারে অমূলক নয়। আমার ধারণা তিনি যে কোন কারণেই হোক এই হলিউডে আত্মগোপন করেছিলেন। এটা মনে হয় তার পরিকল্পনা প্রসূত জীবনধারা।

—তোমার এরকম অনুমান হল কেন বব? পীট জানতে চাইল।

বব বলল—আত্মগোপনের উদ্দেশ্য না থাকলে, কেউ এই রকম নির্জনে নাম ভাঁড়িয়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন কাটাত না। আমার মনে হয় তিনি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আত্মগোপন করার চেষ্টা করেছিলেন। পরে যখন বুঝতে পারলেন ওখানে আত্মগোপন সম্ভব নয়, তখন তিনি হলিউডের এই পুরনো পরিত্যক্ত পাহাড়ি এলাকায় এসে বসবাস শুরু করেন। তা না হলে তার মত একজন মানুষের শহরের জনবহুল স্থানেই বাস করা উচিত ছিল।

পীট কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে জুপিটার বলল—থাক্ তোমাদের অবান্তর আলোচনা। তার বিষয়ে বিষদভাবে কিছু না জেনে শুধু অনুমান নির্ভর করে কোন মন্তব্য করা সমিচীন নয়। তবে আমার নিজের ধারণায় তিনি যে কোন অবস্থার মধ্যেই হোক না কোন, হিংসার পথকে ভয় পেতেন। তার পিছনে যে শত্রু ছিল তাতেও কোন সন্দেহ নেই। যদি তিনি হিংসার পথ ধরতেন তাহলে সেই শত্রুর মোকাবিলা অবশ্যই তিনি করতেন। কিন্তু আমরা পরিষ্কার দেখেছি, তিনি শত্রুতা এড়িয়ে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছেন। তার কাছে এমন কিছু মূল্যবান বস্তু ছিল, যা তিনি সেই শত্রুর হাত থেকে গোপন করে এত বছর লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং মৃত্যুর পর তা তিনি তুলে দিতে চেয়েছেন প্রিয় নাতি গ্যাসের হাতে।

জুপিটার কথাগুলো মন দিয়ে শোনার পর গ্যাসের যেন কোন কথা হঠাৎ করে মনে পড়ল। তাই সে দ্রুত জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বলল—আরে ভাই এই মুহূর্তে আমার একটা কথা মনে পড়ছে !

—কি কথা গ্যাস।

জুপিটার তাকাল গ্যাসের দিকে। গ্যাস বলল—ঘটনাটা অনেক দিন আগের। আমি তখন খুব ছোট হয়ত বছর পাঁচ-ছ' বছরের ছেলে। একদিন রাত্রে আমি সবে মাত্র শোবার ঘরে গিয়েছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বাবার সঙ্গে ওই লোকটির কি কথা হয়েছিল তা আমার জানা নেই। তবে এক সময় ওদের কথার ফাঁকে বাবাকে আমি খুব উত্তেজিত হতে দেখলাম। বাবাকে এত রাগ করতে এর আগে কখনও দেখিনি। আমার মনে হয় ওই ভদ্রলোক বাবাকে তার কাকার বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বাবা উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে বলছিলেন —আমাকে এইভাবে কেন আপনি বিরক্ত করছেন। আমি তো আপনাকে বার বার বলছি আমি আমার কাকার বিষয়ে কোন খবর জানি না। আমরা যতদূর জানি তিনি জাহাজ দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। আর যদি বা তিনি বেঁচে থাকেন তাহলে তিনি কোথায় আছেন, কি ভাবে আছেন—এসব খবর আমাদের জানা নেই।

বাবার চিৎকার শুনে আমি ভয় পেয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে এলাম। আমার মা'ও ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন। তিনিও এগিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। ভদ্রলোক তবু বাবার কোন কথা শুনলেন না। কিছু যেন বলতে লাগলেন। এবার বাবা তাকে ধমক দিয়ে বললেন—আমার জানার কোন প্রয়োজন নেই সেই জিনিসটি আপনার কাছে কতটা মূল্যবান। যদি আপনার কাছে "ফায়্যারই আই" এতই মূল্যবান হয়, তাহলে আপনি তার কাছে যান। আমার কাছে এসেছেন কেন। আমি আপনার কোন অবান্তর কথা শুনতে রাজি নই। এরপর আপনি যদি কোন কথা বলেন, তাহলে আমি আপনাকে আমার বাড়ি থেকে বার করে দিতে বাধ্য হব।

ভদ্রলোক আর কথা বাড়ালেন না। আমার বাবাকে উত্তেজিত হতে দেখে তিনি মাথার টুপি খুলে নিচু হয়ে বাবাকে বাই করলেন প্রথমে তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বেরিয়ে গেলেন ঘরের বাইরে। এই আগন্তুক লোকটির বিষয়ে আমি বাবাকে কোন প্রশ্ন করতে সাহস পাইনি। তবে আমার যতদূর মনে আছে ওই লোকটির গায়ের রঙ ছিল কালো এবং তার কপালের ওপর বড় বড় তিনটি দাগ। এখন আমি বুঝতে পাচ্ছি ওগুলো হচ্ছে উলকি দাগ।

গ্যাসের মুখ থেকে কথাগুলো শোনার পর বব বলল—আমার মনে হয় ওই তিনটি উলকির দাগওয়ালা লোকটি তোমার বাবার কাছে এসেছিলেন তার কাকার খবর জানতে।

গ্যাস বলল—এখন তো আমার তাই মনে হচ্ছে। আর সেইজন্য খুড়োদাদু মূল্যবান বস্তুটি কোন স্থানে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন।

জুপিটার কিন্তু তার সঙ্গীদের কথায় কোনরকম গুরুত্ব দিল না। সে মিস্টার ডাইগিন্সের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল—"ফায়্যারই আই।" আচ্ছা মিস্টার ডাইগিন্স মিস্টার অ্যাগস্ট কি আপনাকে এই "ফায়্যারই আই" সম্পর্কে কোনদিন কোন কথা বলেছিলেন?

—না। দীর্ঘ কুড়ি বছর আমার সঙ্গে তার পরিচয় হলেও তিনি কোনদিনের জন্য ওই ধরনের শব্দ আমার সামনে কখনও উচ্চারণ করেননি।

জুপিটার আর কোন কথা বাড়াল না। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মিস্টার ডাইগিন্সের উদ্দেশ্যে বলল—আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আর আপনাকে বিরক্ত করব না, এখন আপনি একা বসে বিশ্রাম নিতে পারেন। আমাদের এখন প্রধান কাজ হবে মিস্টার হোরেটো অ্যাগস্টের বাড়িটা একবার তল্লাসি করা।

জুপিটারের কথায় মিস্টার ডাইগিন্স তাকালেন তার দিকে। বললেন—ওই ফাঁকা বাড়িতে গিয়ে তোমাদের কি কোন লাভ হবে। আমি ওর এ্যাটর্নী হিসাবে বাড়ির যাবতীয় ফার্নিচার এবং মূল্যবান বইগুলো বিক্রি করে দিয়েছি। তাছাড়া আমার কাছে যা খবর আছে

তাতে যতদূর জানি যে ভদ্রলোক বাড়িটা পেয়েছেন তিনি দু-একদিনের মধ্যেই ওই পুরনো বাড়িটা ভেঙ্গে ফেলবেন। ওখানে একটা বড় আধুনিক ধরনের বাড়ি তোলার কথা আছে তার। তারপর একটু থেমে তিনি জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললেন—তবু তোমরা যদি মনে কর তাহলে যেতে পার, আমার কোন আপত্তি নেই। আর যদি চাবির দরকার হয়, তাও আমি তোমাদের দিয়ে দিতে পারি।

বব বলল—বাড়িটায় এখন কিছু নেই?

—আমার ধারণায় কিছু নেই। তবে হয়ত কিছু অদরকারী বই আর কয়েকটা প্লাসটার স্ট্যাচু তোমরা দেখতে পার।

—প্লাসটার স্ট্যাচু!

মিস্টার ডাইগিন্স বললেন—প্লাস্টার স্ট্যাচু মানে কয়েকজন নামি মানুষের প্লাস্টারের তৈরি আবক্ষমূর্তি আর কি—ওগুলো মিস্টার হোরেটো অ্যাগস্ট কেন যে করিয়েছিলেন কে জানে। ওই ধরনের নিচুমানের আবক্ষমূর্তিগুলি তৈরি করার অর্থই হচ্ছে স্বেচ্ছায় টাকার অপচয় করা। বড়লোকের খেয়াল কে বলবে। তারপর একটু থেমে বললেন—ওই আবক্ষমূর্তিগুলি সম্পর্কে আমার কোন ইন্টারেস্ট নেই, জানি না এই কয়েকদিনে মর্টগেজ হোল্ডার ভদ্রলোক ওগুলোকে কারো কাছে সস্তায় বিক্রি করে দিয়েছেন কিনা।

মিস্টার ডাইগিন্সের কথাগুলো শোনামাত্র জুপিটার থমকে গেল। অস্ফুট স্বরে বলল—স্ট্যাচু। তারপর মনে পড়ল কাকা জোন্সের আনা আবক্ষমূর্তিগুলির কথা। তাহলে কি ওই মূর্তিগুলি হল সেই মূর্তি যাদের মধ্যে আছে সিজার, শেক্সপীয়ার, ওয়াশিংটন···

জুপিটার ভাবতে গিয়ে মুহূর্তে অস্থির হয়ে উঠল। সে মিস্টার ডাইগিন্সকে লক্ষ্য করে বলল—আমাদের আর অপেক্ষা করার মত সময় নেই মিস্টার ডাইগিন্স, আমাদের এখুনি কাজে নেমে পড়তে হবে। আমার বিশ্বাস আমরা হয়ত ওই রহস্যময় চিরকুটের আসল অর্থটি খুঁজে বার করতে পারব। প্রয়োজনে আবার আমাদের দেখা হবে।

কথাগুলো বলে জুপিটার আর দাঁড়াল না। হনহন করে বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে। তার এই ধরনের ব্যস্ততায় বব ও পীট যথেষ্ট অবাক হল। তারা ঠিক বুঝতে পারল না হঠাৎ জুপিটার এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল কেন। গ্যাসও অবাক। সে বেশ কিছুটা হতচকিত অবস্থার মধ্যে পড়ল। ববকে লক্ষ্য করে গ্যাস বলল—'কি ব্যাপার বলত ভাই, কি হল জুপিটারের।'

বব বলল—ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে আমার অনুমান জুপ নিশ্চয় কোন ক্লু খুঁজে পেয়েছে, যার জন্য সে আর সময় নষ্ট করতে চাইছে না।

গাড়িতে বসেই জুপিটার ওয়ার্দিংটনকে নির্দেশ করল স্যালভেজ ইয়ার্ডে ফিরে যাওয়ার।

গাড়ির ইঞ্জিন চালু করল ওয়ার্দিংটন। হলিউডের পাহাড়ি রাস্তা এবং ট্যানেল পার হয়ে গাড়ি ছুটে চলল। জুপিটার জানলার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল। পীট বলল আচ্ছা জুপ, হঠাৎ করে ঝড়ের মত বেরিয়ে এলে কেন? দেখে মনে হল তুমি এখুনি যেন কাউকে গুলি করতে চলেছ।

জুপিটার জানলা থেকে মুখ না সরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল—গুলি আর কাকে করব। আমার মাথায় এখন "কায়্যার" নয় "কায়্যারি অ্যাই" ঘুরছে।

—তুমি কি বস্তুটির সন্ধান পেয়েছ?

জুপিটার উত্তর দিল না। বব পীট অপেক্ষা বেশি বুদ্ধিমান। সে জুপিটারের ভাবভঙ্গি ভাল বুঝতে পারে। তাই সে মনে মনে আন্দাজ করে নিয়েছিল, জুপিটার নিশ্চয় এমন কিছু একটা ক্লু পেয়েছে, যার জন্য সে আর মিস্টার ডাইগিন্সের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করতে রাজি নয়। তাই সে মনের ধারণা অনুযায়ী জুপিটারকে প্রশ্ন করল—আমার মনে হয়, তুমি ওই রহস্যময় চিরকুটের কোন অর্থ খুঁজে পেয়েছ?

জুপিটার মুখ আড়াল করে কেবল নিঃশব্দে মাথা নাড়াল।

গ্যাস এবার উৎসাহিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল—জুপ, তুমি কি কোন ক্লু পেয়েছ?

জুপিটার এবার তাকাল গ্যাসের দিকে। তারপর তার দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রেখে বলল—আমার অনুমান যদি সঠিক হয় বন্ধু, তাহলে আশা করি তোমার খুড়োদাদুর লেখা রহস্যময় চিরকুটের অর্থ আমি বার করে দিতে পারব। তারপর একটু থেমে জুপিটার সহজ গলায় বলল—মিস্টার অ্যাগস্ট, শার্লক হোমসের গল্পগুলো বেশ ভাল ভাবেই হজম করেছিলেন। আর হোমসের ফরমুলা অনুযায়ী নিজের ক্ষেত্রেও তিনি ব্যবহার করেছেন ওই প্লাসটার মূর্তিগুলোকে।

—মানে, আমি তো তোমার কথার অর্থ কিছু বুঝলাম না। কি বলছ তুমি—শার্লক হোমস—প্লাসটার স্ট্যাচু—একটু খুলেই বল না জুপ, তুমি কি বলতে চাও।

জুপিটার এবার পীটের দিকে তাকাল। বলল—দেখ পীট, এখন তোমাকে সবকিছু বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমাকে কেবল মিস্টার হোরেটো অ্যাগস্টের লেখা চিরকুটের একটি লাইন স্মরণ করতে বলব।

—কোন্ লাইনটা।

—"অ্যাগস্ট তোমার সৌভাগ্য"। দেখ এই লাইনটি পড়ে তোমাদের মনে হয়েছে মিস্টার হোরেটো অ্যাগস্ট, আগস্ট মাসের কথাই বলতে চেয়েছেন। কি তাই তো।

শুধু পীট নয়, বব ও গ্যাস দুজনেই বোকার মত কথাহীন অবস্থায় তাকিয়েছিল জুপিটারের দিকে। কারো কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে জুপিটার বলল—তোমরা তো সবই মিস্টার ডাইগিন্সের কাছ থেকে শুনেছ মিস্টার অ্যাগস্টের সংগ্রহে ছিল কতগুলো প্লাসটারের তৈরি আবক্ষমূর্তি। এই মূর্তিগুলি হল একেকজন গ্রেটম্যানের। অর্থাৎ আব্রাহাম লিঙ্কন, সিজার, বিসমার্ক, শেক্সপীয়ার এই রকম আর কি—এরা সবাই তো গ্রেটম্যান। কি তাই তো?

—হ্যাঁ।

—তেমনি আর একজন গ্রেটম্যান হলেন "অ্যাগস্টাস্ অফ পোল্যাণ্ড।" জুপিটারের কথার ইঙ্গিত বুঝতে গ্যাসের কোন অসুবিধে হল না। সে নিজেও একজন বুদ্ধিমান শিক্ষিত ছেলে। তাই সে জুপিটারের কথার অর্থ বুঝতে পেরে বলল—অ্যাগস্টাস্···অ্যাগস্টাস্ তাহলে কি জুপ, অ্যাগস্ট তোমার সৌভাগ্য বোঝাতে তিনি এখানে অ্যাগস্টাসের মূর্তিটির কথা বোঝাতে চেয়েছেন। মানে তোমার কি ধারণা ওই অ্যাগস্টাসের মধ্যেই লোকানো আছে সেই মূল্যবান বস্তু—আমার সৌভাগ্য।

জুপিটার গ্যাসের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল—ঠিক ধরেছ, আমি ঠিক এই কথাটাই বলতে চাইছি। বিশেষভাবে মিস্টার হোরেটো অ্যাগস্ট যখন ছিলেন বিখ্যাত গোয়েন্দা লেখক শার্লক হোমসের ভক্ত। আমার ধারণা মিস্টার অ্যাগস্ট, শার্লক হোমসের একটি বিখ্যাত গল্প "দ্য এ্যাডভেনচার অফ দ্য সিক্স নেপোলিয়ান্স" পড়ার পরেই এই কাজ করেছেন। ওই গল্পেও নায়ক তার একটি মূল্যবান বস্তু নেপোলিয়ানের আবক্ষের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এছাড়া "কায়্যারি অ্যাই"য়ের মত একটা মূল্যবান বস্তু প্লাসটার আবক্ষের মধ্যে লুকিয়ে রাখলে কারো পক্ষে সন্দেহ করাও সম্ভব হবে না। এখন প্রশ্ন, এতগুলো গ্রেটম্যানের আবক্ষমূর্তি থাকতে কেন তিনি অ্যাগস্টাস্‌কে বেছে নিলেন? এর উত্তরও সোজা কারণ অ্যাগস্টাস্ নামটির সঙ্গে তার নিজের এবং তার নাতি গ্যাসের নামের মিল আছে—কি তাই তো? এখনও কি তোমাদের বুঝতে কোন অসুবিধে হচ্ছে?

গ্যাস বলল—না বন্ধু, তোমার বিশ্লেষণ যথার্থ। কিন্তু ওই আবক্ষ-মূর্তি পাবে কোথায়? যদি বিক্রি হয়ে গিয়ে থাকে।

জুপিটার হেসে বলল—সে দায়িত্ব আমার। ওই মূর্তিগুলো এখন আমাদের হাতের মধ্যেই আছে। তবে এরজন্য হয়ত আমার কাকী মিসেস্ জোন্সকে কিছু টাকা দিতে হবে।

কথাটা বলে জুপিটার এবার গ্যাসকে গোটা ব্যাপারটা ভেঙে বলল।

গ্যাস জানত না জুপিটার জোন্সের স্যালভেজ ইয়ার্ডের কথা। জুপিটারের কাছ থেকে প্লাসটার ব্যাস্টগুলোর কথা শুনে গ্যাস আশ্বস্ত হল। তবু সে একবার প্রশ্ন করল—তোমার কাকা মিস্টার জোন্স ইতিমধ্যে ব্যাস্টগুলোকে বিক্রি করে দেবেন নাতো?

—না ভাই, কাকাকে নিয়ে কোন ভয় নেই, ভয় আমার কাকীকে নিয়ে। তবে মনে হয় এত তাড়াতাড়ি তার পক্ষে ওই ব্যাস্টগুলোর গতি করা সম্ভব হবে না।

একটু একটু করে গাড়ি এসে থামল স্যালভেজ ইয়ার্ডের সামনে। গাড়ি থেকে দ্রুত নামল প্রথমে জুপিটার, পরে গ্যাসকে নিয়ে নামল বব ও পীট। তারা দ্রুত পায়ে জুপিটারকে অনুসরণ করে এগিয়ে গেল স্যালভেজ ইয়ার্ডের দিকে।

মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। জুপিটার যে উদ্দেশ্য নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে স্যালভেজ ইয়ার্ডে ফিরে এসেছিল সেই উদ্দেশ্য তার সফল হল না। ইয়ার্ডে পৌঁছে সে শুনতে পেল তার কাকীমা ইতিমধ্যে গোটাকয়েক প্লাসটার ব্যাস্ট বিক্রি করে দিয়েছেন। খবরটা শুনে চমকে উঠল জুপিটার। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল ইয়ার্ডের মধ্যে সেইদিকে যেখানে তারা বাড়ি থেকে বেরুবার আগে মূর্তিগুলি পর পর সাজিয়ে রেখেছিল। বড় একটা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে থমকে গেল জুপিটার, দেখতে পেল এতগুলো মূর্তির মধ্যে মাত্র পাঁচটা মূর্তি পড়ে আছে। মূর্তিগুলোর দিকে একঝলক চোখ বোলাল। দেখতে পেল অবশিষ্ট যে পাঁচটি মূর্তি পড়ে আছে সেগুলো হল যথাক্রমে, ওয়াশিংটন, লিঙ্কন, রুজভেল্ট, ফ্রাঙ্কলীন এবং লুথারের। কিন্তু অ্যাগাস্টাসের সেই মূর্তি এখানে নেই?

কে কিনল?

ভাবতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য থমকে গেল জুপিটার।

জুপিটারকে গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে পীট বলল—জুপ একবার তোমার কাকীমাকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না, মূর্তিগুলো কারা কিনেছেন ?

জুপিটার তাকাল পীটের দিকে। তারপর হতাশ স্বরে বলল—

—এত গোছান কাজ আমার কাকীমা করেন না। এই মূর্তিগুলো দ্রুত বিদায় করে টাকা পাওয়াই হল তার উদ্দেশ্য। তিনি তো আর জানেন না যে অ্যাগাস্টাসের আবক্ষের মধ্যে বহু মূল্যবান একটা দুর্লভ বস্তু মিস্টার হোরেটো অ্যাগস্ট লুকিয়ে রেখেছেন। গ্যাস ওদের তুলনায় আরও বেশি হতাশ হয়ে পড়ল। সে বলল করুণ কণ্ঠে—তাহলে কি "ক্যায়্যারি অ্যাই" হাতছাড়া হয়ে গেল জুপ ?

জুপিটার তাকাল। তারপর বলল—আপাতদৃষ্টিতে তোমার এমন কথা মনে হলেও, আমি কিন্তু এত সহজে হার মানতে পারব না। চেষ্টা আমাকে করতেই হবে।

—কিন্তু কি ভাবে ?

—এই মুহূর্তে কোন কথা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আমাকে একটু ভাবতে দাও। তবে তার আগে আমার একবার কাকীমার সঙ্গে কথা বলা দরকার। মনে হয় উনি অফিস ঘরেই আছেন।

কথাটা বলে জুপিটার অফিস ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। জুপিটারের অনুমান মিথ্যে ছিল না। দেখা গেল মিসেস জোন্স অফিস ঘরে বসে আছেন।

আজ শনিবার। সাধারণতঃ শনিবারের দিন এই স্যালভেজ ইয়ার্ডে লোকজন একটু বেশি আসে জিনিসপত্তর দেখা ও কেনার জন্য। সস্তায় অনেক সময় অনেক মূল্যবান জিনিস অনেকে এই স্যালভেজ ইয়ার্ড থেকে সংগ্রহ করে থাকে। সেই কারণে শনিবার দিন সকালে মিসেস জোন্স নিজেই এসে বসেন অফিসে।

অফিস ঘরে ঢুকতে গিয়ে জুপিটার দেখতে পেল ছোট্ট একটা বিজ্ঞপ্তি। কাগজটা অফিসের দেয়ালে আঠা দিয়ে সাঁটা হয়েছে। লেখা আছে—বাগান সাজানোর জন্য সস্তায় মূল্যবান ও সুন্দর মূর্তি।

পছন্দ মত সংগ্রহ করুন—দাম মাত্র ৫ ডলার। বিজ্ঞপ্তিটার দিকে এক ঝলক তাকাল জুপিটার তারপর ভিতরে প্রবেশ করল। জুপিটারের পিছনে ওর তিনসঙ্গী। অফিস ঘরে জুপিটারকে প্রবেশ করতে দেখে একরকম প্রায় ঝাঁজিয়ে উঠলেন মিসেস জোন্স। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে চিৎকার করে বললেন—কি ব্যাপার এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

জুপিটার সেই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করে বসল—আচ্ছা কাকীমা, এতগুলো প্লাসটার স্ট্যাচুর মধ্যে মাত্র পাঁচটা পড়ে আছে কেন? বাকিগুলো কি হল?

মিসেস জোন্স বললেন—কেন ওগুলোর খবর জেনে তোমার কি লাভ হবে, আমি ওগুলোকে বেচে দিয়েছি। তুমি তো জানো আজ শনিবারের দিনে লোকজন কেনাকাটার জন্য এখানে ভিড় করে বেশি। এত লোক আমি কি একা সামাল দিতে পারি। তারপর একটু থেমে হেসে বললেন—বুঝলে জুপ, ওই আটটা স্ট্যাচু বিক্রি করেই আমাদের লাভের টাকা উঠে এসেছে, আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম তোমার কাকা ওগুলো কিনে এনে ভুল করেছেন, এখন মনে হচ্ছে আরও কয়েকটা আনতে পারলে আমাদের লাভ ভালই হত।

জুপিটারের এসব কথা শুনতে ভাল লাগছিল না। তাই সে মিসেস জোন্সের কথায় কোনরকম গুরুত্ব না দিয়ে বলল—আমার মনে হয় তুমি নিশ্চয় কোন খদ্দেরের নাম ঠিকানা লিখে রাখনি?

জুপিটারের প্রশ্নে বিস্ময় প্রকাশ করে মিসেস্ জোন্স বললেন—জুপিটার, তোমার দেখছি মাথাটা একেবারে গোলমাল হয়ে গেছে। কবে কোন খদ্দেরের নাম ঠিকানা আমরা লিখে রাখি। তাও লেখা সম্ভব হত, যদি জিনিসগুলো মূল্যবান হত। ওগুলো তো লোক এসেছে আর পছন্দ করে কিনে নিয়ে চলে গেছে। ওসব খেলো জিনিসের জন্য কাগজ-কালি নষ্ট করা আমি কোনকালে পছন্দ করি না।

মিসেস জোন্স যে মিথ্যে বলেননি একথা জুপিটার নিজেও জানে। এখানে কেনাবেচার সময় বড় একটা খদ্দেরের নামঠিকানা লেখা হয় না। তাই সে কোন উত্তর দিল না। চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ।

মিসেস্ জোন্স এবার জুপিটারকে চুপ করে থাকতে দেখে কিছুটা রাগতভাবেই বললেন—কি হল তোমার পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ সব শেষ হয়ে গেছে আর কোন প্রশ্ন নেই ?

জুপিটার বুঝতে পারল তার কাকীমা খুব চটে গেছেন। তাই সে মৃদু হেসে বলল—কি আর প্রশ্ন করব, তুমি তো একটাও উত্তর ঠিক মত দিতে পারনি আর পারবেও না। বলতে পারবে ওই লোকগুলোকে কি রকম দেখতে কিংবা তারা ঠিক শহরের কোথায় বাস করে ?

মিসেস জোন্স এবার একটু থতমত অবস্থার মধ্যে পড়ে বললেন তুমি অত্যন্ত বোকার মত প্রশ্ন করছ জুপ, সকাল থেকে এত খদ্দের আমার সামনে এসেছে যে তাদের কারো মুখ ঠিক মত মনে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া খদ্দেরদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে তো আমার চলবে না। তারপর সামান্য একটু হেসে বললেন —তবে হ্যাঁ দু-একজনকে সামান্য মনে আছে ?

মুহূর্তে উৎসাহিত হয়ে জুপ প্রশ্ন করল—কার কথা মনে আছে ? বলতে পারবে "অ্যাগাস্টাস্ অফ পোল্যাণ্ড"র স্ট্যাচুটা কে কিনেছে ?

—অসম্ভব ! অতশত বলতে পারব না কে কি কিনেছে। তবে হ্যাঁ ওই স্ট্যাচুগুলোর মধ্যে একজন ভদ্রলোক দুটো স্ট্যাচু কিনেছেন। তিনি একটা কালো রঙের স্টেশন ওয়াগানে করে এসেছিলেন। দেখে মনে হয় কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের মানুষ।

আমার ধারণা ভদ্রলোক হলিউড অঞ্চলের দক্ষিণে কোথাও বাস করেন, সেটা আমি ওর কথাবার্তা শুনে আন্দাজ করতে পেরেছি। আর দুটো স্ট্যাচু কিনেছেন একজন মহিলা—তিনি কাছাকাছি কোথাও থাকেন বলেই মনে হয়। আর বাকি চারটে কে বা কারা কিনেছে তা আমি ঠিক বলতে পারব না।

মিসেস জোন্সের উত্তর জুপিটারকে খুব একটা খুশি করতে পারল না। সে তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল—এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করার আর কোন প্রয়োজন নেই। সময় যা নষ্ট হওয়ার তা হয়ে গেছে। চল দেখি, একটু ঠাণ্ডা মাথায় বসে আলোচনা করা যাক।

কথাটা বলে জুপিটার হনহন করে এগিয়ে গেল তার নিজের অফিস ঘরের দিকে।

জুপিটারের নিজস্ব অফিস ঘর বলতে ইয়ার্ডের পিছনের দিককার সেই গোপন আস্তানা, যার সন্ধান অনেকেরই অজানা। বড় বড় ছুটো পাইপের সুড়ঙ্গ পার হয়ে জুপিটার আগে আগে এগিয়ে গেল। পিছনে পীট বব আর নবাগত গ্যাস।

কোথা দিয়ে কিভাবে যে তারা একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল গ্যাস ঠিক বুঝতে পারল না। বাইরে থেকে এই ঘরটাকে দেখে অনুমান করা কঠিন হবে যে এই ঘরের মধ্যে কি আছে। গ্যাস অবাক হল ওই ঘরের মধ্যে ছোট একটা ল্যাবরেটরি, ফটোপ্রিণ্ট করার ডার্করুম দেখে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে গ্যাস যথেষ্ট বিস্ময় প্রকাশ করল। তাকে ঘরের দিক ভালভাবে দেখিয়ে দিচ্ছিল পীট। গ্যাস দু'চোখে বিস্ময় ঘিরে বলল—আশ্চর্য বাইরে থেকে কিছু ধরার উপায় নেই।

পীট বলল—অনেক মাথা ঘামিয়ে জুপিটার জায়গাটা বেছেছে। এই রকম জায়গা ছাড়া গোয়েন্দা অফিস হয় না। গোয়েন্দাদের কাজ তো গোপনেই করতে হয়।

প্রাথমিক কথাবার্তার পর চারজন কিশোর চেয়ার টেনে নিয়ে মুখোমুখি বসল। প্রথম কথা বলল বব। সে বলল—আমার খুব আপশোষ হচ্ছে, এমন একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। এখন ওই অ্যাগাস্টাস্'য়ের স্ট্যাচুটি কার বাগানে শোভা পাচ্ছে কে জানে। যে কিনেছে সে তো জানে না ওর মধ্যে গ্যাসের সৌভাগ্য লুকনো আছে।

জুপিটার বলল—যদি ওটা সত্যিই গ্যাসের সৌভাগ্য হয় তাহলে ওই মূর্তি আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে।

—কি করে তা সম্ভব হবে জুপ।

—তা জানি না, তবে সম্ভব করতে হবে!

—তাহলে কি আমরা শহরের সমস্ত বাগান বাড়িগুলোকে ঘুরে ঘুরে পরীক্ষা করে দেখব।

জুপিটার এবার পীটের কথায় কড়া চোখে তাকাল। তারপর বলল—তুমি দিন দিন ভীষণ বোকা হয়ে যাচ্ছ পীট। শহরের সব বাগান বাড়িগুলোকে খোঁজা কি আমাদের দ্বারা সম্ভব। এই শহরে কতগুলো বাগানবাড়ি আছে তুমি জান? পীট চুপ করে গেল।

গ্যাস উৎকণ্ঠা মাখা গলায় বলল—তাহলে কি ভাবে খুঁজে বার করবে তুমি অ্যাগাস্টাসের মূর্তি।

জুপিটার কোন জবাব দিল না। কেবল নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে কি যেন ভাবতে লাগল। তারপর বলল—উপায় একটা আছে।

বব দ্রুত বলল—তুমি এইক্ষেত্রে আবার ভূতুড়ে ফোন শুরু করবে জুপ।

জুপিটার উত্তর দিল না।

বব বলল—আমার তো মনে হয় 'গোস্ট টু গোস্ট' ফোন করাই আমাদের পক্ষে এই মুহূর্তে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

গ্যাস তাকাল। কথাটা তার কাছে নতুন ঠেকলো। সে বলল—"গোস্ট—টু—গোস্ট" ফোন করবে মানে, সে আবার কি?

বব হেসে বলল—এ এক আশ্চর্য খেলা। আর এই খেলার আবিষ্কারক হচ্ছে আমাদের প্রথম গোয়েন্দা জুপিটার জোন্স।

—খেলাটা কি রকম।

জানতে চাইল গ্যাস।

বব হেসে তাকাল গ্যাসের দিকে। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল—এমন কিছু রাজসিক খেলা নয়, তবে এই খেলার মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে তুমি ইচ্ছে করলে গোটা শহর ছেঁকে তোমার প্রয়োজনীয় জরুরী খবর তুমি সংগ্রহ করে নিতে পার।

—তা না নয় বুঝলাম, কিন্তু খবর সংগ্রহ করার পদ্ধতিটা কি রকম তা তো বললে না।

বব এবার গ্যাসকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য সহজ ভাষায় বলল—এই খেলা প্রথম আমাদের শুরু করতে হবে। এর কারণ

খবরটা সংগ্রহ করার প্রয়োজন আমাদের। আমাদের তিনজনের প্রথম কাজ হবে পৃথকভাবে পাঁচটা করে বন্ধু বেছে নেওয়া এবং তাদের টেলিফোনের মাধ্যমে যে বিষয়টি জানতে চাই তা বলে দেওয়া। যদি তারা সেই বস্তুটি দেখতে পায় বা খুঁজে পায় তাহলে তারা আমাদের টেলিফোন নাম্বারে ফোন করে তা জানিয়ে দেবে। আর যদি না পায় তাহলে তারা প্রত্যেকে আবার পাঁচজন করে বন্ধু বেছে নিয়ে তাদের দ্বারা খবরটা সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে। এইভাবে খেলাটা চলবে যতক্ষণ না পর্যন্ত খবরটি যথাযথ ভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে।

ববের কথায় গ্যাসের মুখচোখে বিস্ময় স্পষ্ট হয়ে উঠল। বলল, এতো সত্যি ভারি অদ্ভুত খেলা। তোমরা শুরু করছ তিনজনে পাঁচটি করে বন্ধু নিয়ে অর্থাৎ সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে পনেরজন। এরপর পনেরজন থেকে বেড়ে সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে পঁচাত্তরজন তারপর প্রায় সাড়ে তিনশো …এইভাবে বাড়তে বাড়তে তো সংখ্যা হাজার, লক্ষ ছাপিয়ে যাবে।

—হ্যাঁ ভাই, এই খেলায় শহরের প্রায় প্রতিটি কিশোরকে অনায়াসে যুক্ত করা যায় এবং খবরটি সহজভাবে দ্রুত জানা সম্ভব হয়। আর আমরা এই খেলায় প্রতিজনকে "গোস্ট" বলে সম্বোধন করে থাকি।

ববের কাছ থেকে ভুতুড়ে টেলিফোন খেলার বিষয় বিস্তারিত ভাবে জানার পর গ্যাস অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠল। সে একবার খেলাটাকে চোখের ওপর পরখ করতে চায়। তাছাড়া "অ্যাগাস্টাস্ অফ পোল্যাণ্ড"র মূর্তিটি ঠিক কোথায় আছে সে খবরটাও জানা তার কাছে আরও জরুরী। তাই সে জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা কি এখুনি ভুতুড়ে টেলিফোনের খেলা শুরু করবে জুপ?

জুপিটার তার দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল—হ্যাঁ করব, তবে এখুনি নয়।

গ্যাস তাকাল। সে বুঝতে পারল না জুপিটার কেন এই মুহূর্তে খেলা আরম্ভ করতে চাইছে না। গ্যাসের মত একই সঙ্গে প্রায় জুপিটারের দিকে চোখ রাখল বব ও পীট।

জুপিটার বলল—আজ শনিবার। ঠিক এই সময় কোন ছেলে-মেয়েদের এখন বাড়িতে পাওয়া যাবে না। সবাই বাইরে আছে। আমাদের সেইজন্য ডিনার টাইম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ওই সময় ফোন করলে মনে হয় আমরা সবাইকে বাড়িতে পেয়ে যাব।

পীট কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই জুপিটারের কাকীমা মিসেস্ জোন্সের ভারি কণ্ঠের ডাক শোনা গেল।

—জুপিটার তুমি কোথায়, তাড়াতাড়ি একবার শুনে যাও।

কাকীমার কণ্ঠস্বর শোনামাত্র জুপিটার চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে ঘরের কোণে রাখা একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। টেবিলের ওপর একটা ছোট মাইক্রোফোন। ওই মাইক্রোফোনের সঙ্গে তার লাগিয়ে জড়ান আছে একটা ছোট লাউডস্পিকার। জুপিটার নিজেই এটি তৈরি করেছে, যাতে সে তার অফিস ঘরে বসে কাকা বা কাকীমার সঙ্গে নিজেই সরাসরি কথাবার্তা চালাতে পারে। গ্যাস অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিল। দেখতে পেল জুপিটার লাউডস্পিকারের সঙ্গে জড়ান ছোট মাইক্রোফোনটা হাতে তুলে নিয়ে বলল—কি ব্যাপার কাকীমা, ডাকছ কেন, বল?

—কোথায় তুমি—তাড়াতাড়ি চলে এস, খাবার নিয়ে আমি বসে থাকতে পারব না। জান না খাবার সময় হয়েছে।

সত্যি খাবার কথা এতক্ষণ ওদের কারো মনে ছিল না। এবার খাওয়ার নাম শোনা মাত্র খিদেটা পেটের ভিতর চাঙ্গা হয়ে উঠল। সত্যি তো খাবার সময় হয়েছে।

মিসেস্ জোন্স কড়া গলায় বললেন—আমাকে যেন আবার না এই ভুতুড়ে কলটা দিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে হয়। আমার একদম এই রকম কল দিয়ে কথা বলতে ভাল লাগে না। তুমি বরং এক কাজ কর, বব আর পীটকে নিয়ে আমাদের অফিস ঘরে বসে কথা বল।

—অফিস ঘরে কেন?

—আমি একটু মার্কেটে যাব। হ্যান্স আমার সঙ্গে যাবে।

তোমার কাকা আগেই বাইরে বেরিয়ে গেছেন। কাজেই বুঝতেই পাচ্ছ এখন আর এখানে তুমি ছাড়া কেউ নেই। তোমাকেই এখন অফিসে বসে আমাদের হয়ে কাজ দেখতে হবে। খবদ্দার আমি ফিরে না আসার আগে তুমি যেন কোথাও বেরিয়ে যেও না।

—তা না হয় যাব না কিন্তু কতক্ষণ ফিরতে সময়ে নেবে ?

—বলা সম্ভব নয় তবে ঘণ্টা দেড়েক সময় তো লাগবেই।

জুপিটার চুপ করেছিল। মিসেস জোন্সের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—তাড়াতাড়ি এস তোমরা, স্যানডুইচগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

জুপিটার বলল—আমার সঙ্গে আর একজন নতুন বন্ধু আছে ওর জন্য খাবার হবে তো !

মিসেস্ জোন্স বললেন—তোমাদের জন্য সব সময় আমার এক্সট্রা প্লেটের ব্যবস্থা থাকে। বন্ধুকে সঙ্গে এনে আগে আমায় খবর দিতে পার না, কতদিন তোমায় একথা বলে দিতে হবে।

—ভারি অন্যায় হয়ে গেছে।

—ঠিক আছে খুব হয়েছে। এখন তুমি তোমার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে অফিস ঘরে গিয়ে বস গে যাও। আমি খাবার ওখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

জুপিটার এবার তাকাল তার সঙ্গীদের দিকে। তারপর বলল—চল ভাই সব, আমরা নিচের অফিসে গিয়ে বসি, ওখানে বসেই আমরা খেতে খেতে পরবর্তী কাজগুলো সম্পর্কে আলোচনা সেরে নেব।

পীট বলল—চল জুপ, খাবার কথা শোনামাত্র যেন পেটের মধ্যে রাক্ষসের উদয় হয়েছে। আশ্চর্য এত খিদে অথচ এতক্ষণ খাওয়ার কথা একদম মনে ছিল না।

মিসেস্ জোন্স চলে গেলেন। অফিস ঘরে বসে চার কিশোর খেতে খেতেই আলোচনা শুরু করে দিল। প্রথম প্রশ্ন করল বব—আচ্ছা জুপ, আমরা যে আবক্ষমূর্তিটার খোঁজ করছি, তার মধ্যে কি থাকতে পারে বলে তোমার মনে হয় ? মানে আমি বলতে চাইছি ওই অতটুকু একটা আবক্ষমূর্তির মধ্যে কি এমন মূল্যবান বস্তু গ্যাসের খুড়োদাছ

তার জন্য লুকিয়ে রেখেছেন যা তার পরম সৌভাগ্যসূচক হয়ে উঠতে পারে ?

জুপিটার কোনরকম সময় নষ্ট না করে বলল—সে উত্তর তো গ্যাসের কাছ থেকে পেয়েছ বব। গ্যাস তো বলল সে তার বাবার কাছে 'কায়্যারি অ্যাই' নামটা শুনেছে। আমার ধারণা ওই আবক্ষমূর্তিটির মধ্যেই "কায়্যারি অ্যাই" লোকানো আছে। সেই কারণে অ্যাগাস্টাস্ অফ পোল্যাণ্ডের আবক্ষমূর্তিটা আমাদের প্রয়োজন।

—"কায়্যারি অ্যাই"—কিন্তু এই "কায়্যারি অ্যাই" বস্তুটা কি ?

জুপিটার একটু ভেবে নিয়ে বলল—জিনিসটা যে খুব বড় নয় তা বোঝা যাচ্ছে যখন সেটা অ্যাগাস্টাসের আবক্ষমূর্তিটার মধ্যে লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। খুব বড় হলে নিশ্চয় ওভাবে একটা আবক্ষমূর্তির মধ্যে লুকিয়ে রাখা সম্ভব হত না।

—তা না হয় মানছি কিন্তু বস্তুটা কি ?

—আমার মনে হয় এটা একটা দুর্লভ এবং মূল্যবান পাথর। এই ধরনের মূল্যবান পাথর মনে হয় বড় একটা পাওয়া যায় না—সেই কারণে এর মূল্য হয়ত অনেক। ভারত এবং ইজিপ্টে বহু দুর্লভ মূল্যবান পাথর পাওয়া যায়, যার মূল্য টাকা দিয়ে করা যায় না। আমার মনে হয় "কায়্যারি অ্যাই" হল এই জাতীয় কোন মূল্যবান একটি পাথর যা মিস্টার অ্যাগাস্ট বহু বছর আগে ফার ইস্ট থেকে সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি নিজেকে বরাবর গোপন করে রেখেছিলেন একেক জায়গায় একেক নামে, যাতে তাকে কেউ সহজে চিনতে না পারে।

বব ও পীট একসঙ্গেই ঘাড় নাড়িয়ে জুপিটারের কথাকে মেনে নিল। গ্যাস বলল—তিনি কি স্মাগলার ছিলেন বলে তোমার মনে হয় জুপ ?

—তা বলতে পারব না। আর সে কথা আমাদের জেনেও কোন লাভ নেই কারণ তিনি মারা গেছেন। মৃত মানুষের কোন সমালোচনা চলে না আর তা উচিতও নয়। আমাদের জিজ্ঞাস্য তিনি যা

তোমার জন্য রেখে গেছেন, তাকে যথাযথভাবে খুঁজে বার করা এবং তোমার হাতে তুলে দেওয়া।

বব কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই শুনতে পেল গেটের সামনে গাড়ি থামার শব্দ।

—মনে হয় কোন খদ্দের আসছে।

পীট কথাটা বলল। আলোচনা থামিয়ে মুহূর্তে চুপ করে গেল সকলে। দেখতে পেল গেট দিয়ে একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করছেন। জুপিটার যেখানে চেয়ার নিয়ে বসেছিল, সেখান থেকে দরজা দিয়ে সরাসরি গেটটা দেখা যায়। তাই তার চোখে আগন্তুক ভদ্রলোককে সবার আগে পড়তে হল। ভদ্রলোকের পরণে দামী পোশাক। হাতে একটা চকচকে কালো রঙের বেতের মত সরু ছড়ি। ভদ্রলোক ছড়িটা বাঁ হাতে দোলাচ্ছিলেন। লোকটিকে কাছে আসতে দেখে জুপিটার চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গেল।

ভদ্রলোক কোন কথা বললেন না। তিনি ধীর পায়ে একটু দূরে বড় একটা টেবিলেরও পর সাজিয়ে রাখা পর পর যে পাঁচটি আবক্ষমূর্তি আছে সেই দিকে এগিয়ে গেলেন। পর পর এক ঝলক মূর্তিগুলোর দিকে চোখ রেখে একটি মূর্তির মাথার ওপর তার হাতের সরু ছড়িটা ঠেকালেন। তারপর ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে মূর্তিটার ঠিক মাথার ওপর চাপ দিয়ে কি যেন দেখলেন। বোঝা গেল মূর্তিটা তার মনপুতঃ হয়নি।

জুপিটার এবার ভালভাবে লক্ষ্য করল ভদ্রলোকটিকে। মানুষ হিসেবে যথেষ্ট লম্বা। গায়ের রঙ কালো। মাথা ভর্তি কালো চুলের ফাঁক দিয়ে মাঝে মধ্যে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে সাদা সাদা চুলগুলো। মাথার টুপিটা সামান্য সরানো মাত্র জুপিটার লক্ষ্য করল লোকটির কপালের ওপর তিনটি উল্কির দাগ।

এবার সে সতর্ক হল।

কপালে তিনটি উলকির দাগয়ালা লোকটি এবার জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বলল—এই মূর্তিগুলোর ব্যাপারে আমি একটু কথা বলতে চাই। কার সঙ্গে আমার কথা বলতে হবে?

জুপিটার নিজেকে গম্ভীর করে নিয়ে বলল—আপনি আমার সঙ্গে কথা বলুন, কি আপনার জিজ্ঞাস্য।

ওদের দুজনের কথার ফাঁকে ইতিমধ্যে অফিস ঘর থেকে একে একে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল বব, পীট আর গ্যাস্।

ওরা একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিল। লক্ষ্য করছিল জুপিটারকে। জুপিটার উল্‌কির দাগয়ালা লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল—আপনি কি এই আবক্ষমূর্তিগুলি দেখতে এসেছেন?

—হ্যাঁ। কিন্তু এগুলি ছাড়া আর কোন আবক্ষমূর্তি আছে কি?

—আর কিছু?

—হ্যাঁ আর কিছু, যদি থাকে তো বল আমি একবার সেগুলো দেখতে চাই। আমি এখন একজনের আবক্ষমূর্তি চাইছি যা দশটি মূর্তির তুলনায় ব্যতিক্রম। মানে আমি জর্জ ওয়াশিংটন, ফ্রাঙ্কলিন, শেক্সপীয়ার—এই জাতীয় মানুষের মূর্তির কথা বলছি না।

লোকটি এবার হাত নেড়ে জুপিটারকে তার বক্তব্য বোঝাতে চেষ্টা করলেন।

জুপিটার চালাক ছেলে—সে বুঝতে পেরেছিল তিনটি উল্‌কি দাগয়ালা লোকটি কোন্ আবক্ষমূর্তিটির কথা বলছে। তাই সে লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল—অনেক মূর্তি তো ছিল স্যার, কিন্তু সেগুলি তো বিক্রি হয়ে গেছে। অবশিষ্ট বলতে এইগুলিই পড়ে আছে।

—বিক্রি হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ।

—কার কার মূর্তি তোমরা বিক্রি করেছ?

—তা অনেকের, যেমন ধরুন হোমার, শার্লক হোমস্, বিসমার্ক, অ্যাগাস্টাস্।

—অ্যাগাস্টাস্ মানে! 'অ্যাগাস্টাস্ অফ পোল্যাণ্ডে'র মূর্তি কি?

—হ্যাঁ ঠিক বলেছেন।

—ওই আবক্ষমূর্তিটাই তো আমার প্রয়োজন। আমার বাগানে আমি ওই মূর্তিটা সাজিয়ে রাখব বলে এতদূর পর্যন্ত ছুটে এসেছি।

—আমি দুঃখিত স্যার। ওই মূর্তিটাই সকলের আগে বিক্রি হয়ে গেছে।

—কতক্ষণ আগে ওটা বিক্রি হয়েছে ?

—গতকাল। তবে ঠিক কটার সময় বিক্রি হয়েছে বলতে পারব না।

—কার কাছে ওই আবক্ষমূর্তিটি বিক্রি করেছ বলতে পারবে ? তোমাদের অফিসে কোন রেকর্ড নেই।

—না স্যার। আমরা খদ্দেরদের নাম ঠিকানা সবসময়ের জন্য লিখে রাখি না।

—এটা অন্যায়।

—এতদিনের মধ্যে তো কোন অসুবিধে হয়নি। '

লোকটি এবার কি যেন ভাবল। তারপর জুপিটারের দিকে তাকিয়ে হতাশ সুরে বলল—আমার দুর্ভাগ্য যে আমি অত দূর থেকে ছুটে এসেও মূর্তিটি কিনতে পারলাম না। তোমরা যদি আমাকে যে কিনেছে, তার নামঠিকানাটা দিতে পারতে, তাহলে আমি নিজে গিয়ে তার কাছ থেকে আরও বেশি দাম দিয়ে ওই আবক্ষমূর্তিটি কিনে নিতে পারতাম। কিন্তু তার কোন সুযোগ নেই।

জুপিটার দুঃখ প্রকাশ করে দ্রুত জবাব দিয়ে বলল—আমিও দুঃখিত, আপনাকে সাহায্য করতে পারলাম না বলে।

বব, পীট ও গ্যাস একটু তফাতে দাঁড়িয়ে জুপিটার ও উল্‌কির দাগয়ালা লোকটির কথাবার্তা শুনছিল।

জুপিটার বলল—তবে একটা উপকার করার প্রতিশ্রুতি আমি আপনাকে দিতে পারি ?

—কি উপকার ?

—অনেক সময় অনেক খদ্দের আবার জিনিস বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পর পছন্দ না হলে ফেরৎ দিয়ে যায়। যদি এইরকম কোন খদ্দের আপনার প্রিয় মূর্তিটি আমাদের কাছে ফেরৎ দিয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই আমি আপনাকে জানাব। এরজন্য আমার প্রয়োজন আপনার নাম ও ঠিকানাটা।

জুপিটারের আন্তরিক কথায় উল্কির দাগয়ালা লোকটি যথেষ্ট খুশি হলেন। বলল—ভাল কথা বলেছ। আমি তোমাকে আমার নাম-ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি। 'অ্যাগাস্টাস্ অফ পোল্যাণ্ডের' আবক্ষমূর্তিটির কোনরকম সন্ধান পেলেই আশা করব তুমি আমায় জানাবে। মূর্তিটি আমার হাতে তুলে দিতে পারলে আমি তোমাকে মোটা টাকার পুরস্কার দেব।

কথাটা বলে লোকটি তার পকেট থেকে নামঠিকানা লেখা একটা কার্ড বার করে জুপিটারের হাতে এগিয়ে দিয়ে বললেন—এই কার্ডে আমার ফোন নাম্বার লেখা আছে, মূর্তিটি হাতে এলেই আমাকে ফোন করবে। জুপিটার খুব সহজভাবে কার্ডটা হাতে নিয়ে চোখ বোলাল। তারপর নিরুত্তাপ গলায় বলল—চেষ্টা করব তার বেশি তো কিছু করতে পারব না।

—জুপিটারের এই কথাটা মনে হয় লোকটির ঠিক মনঃপুত হল না। মুহূর্তে সে নাটকীয়ভাবে ঘুরে তাকাল জুপিটারের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে জুপিটারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল—এতক্ষণ কি আমি তোমার সঙ্গে প্রেমালাপ করলাম। দেখ ছোকরা, আমি কথার খেলাপ যে করে তাকে সহ্য করতে পারি না। আর তার পরিনাম ভাল হয় না। কথাটা বলে উল্কির দাগয়ালা লোকটি এবার তার হাতের লকলকে লম্বা ছড়িটা জুপিটারের সামনে উঁচিয়ে ধরে আঙুলের চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওই সরু ছড়ি থেকে বেরিয়ে এল বারো ইঞ্চি লম্বা একটা ধারাল চকচকে ব্লেড।

চমকে উঠল জুপিটার। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল: দেখতে পেল উল্কির দাগয়ালা লোকটির চোখ জোড়া ধারালো ব্লেডের মতই চকচক করছে। অস্ফুট স্বরে লোকটি বলল—আমার কথাটা মনে রাখার চেষ্টা কর।

ভয়ার্ত জুপিটার কোন উত্তর দিল না। গলা তার ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছে।এবার লোকটি আঙুলের চাপ দিয়ে জুপিটারের সামনে লকলকে ধারালো সরু ব্লেডটা গুটিয়ে নিল। আবার হাতের ধারালো অস্ত্রটি

আগের মত ছড়ি হয়ে গেল। এবার লোকটিঠিক আগের মত সহজভাবে হাতে ছড়ি দোলাতে দোলাতে বলল—আবার আমার তুমি দেখা পাবে। তবে তার আগে যদি তোমার কাছে অ্যাগাস্টাস্ ফেরত আসে, তাহলে আশা করব তুমি আমাকে ফোন করবে। জুপিটার কোন জবাব দিল না। লোকটিও জুপিটারের কোন উত্তর প্রত্যাশা না করে গেটের দিকে পা বাড়াল। যাওয়ার আগে একবার তাকিয়ে গেল একটু দূরে দণ্ডায়মান বব, পীট ও গ্যাসের দিকে।

অফিস ঘরে ফিরে এসে চারজন কিশোর আবার নতুন করে মুখোমুখি হল। খানিক আগেকার রেশ তখনও চারপাশে আচ্ছন্ন হয়েছিল। কারো মুখে কোন কথা নেই। বেশ বোঝা গেল উল্‌কির দাগয়ালা লোকটির আচরণে ওরা চারজনই যথেষ্ঠ ভয় পেয়েছে।

প্রথম কথা বলল বব। সে জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বলল—উক্‌ কি সাংঘাতিক মানুষ, আমি তো ভাবলাম ও বুঝি তোমাকে খুন করে ফেলবে।

জুপিটার হেসে বলল—খুব ভয় পেয়েছ সবাই তাই না?

—তা ভয় পেয়েছি বই কি? তো তুমি ভয় পাওনি।

—আমিও ভয় পেয়েছিলাম, তবে জানতাম এই মুহূর্তে সে আমার কোন ক্ষতি করবে না।

গ্যাস আতঙ্কিত কণ্ঠস্বরে বলল—জান জুপ, আমার মনে হয় ঠিক দশবছর আগে এই লোকটাকেই আমি আমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিলাম।

জুপ কথাটা শুনল কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

বব বলল—কপালের ওপর লোকটার তিনটে উল্‌কির দাগ আছে। দেখে মনে হয় ভদ্রলোক ফারইস্ট থেকে এখানে এসেছে।

—ঠিক কোথাকার লোক বলে তোমার ওকে মনে হয়?

—মনে হয় তো ভারতীয়। বিশেষ করে ওর কপালের তিনটে

উল্কির দাগ দেখে মনে হয় ওটা কোন বিশেষ ধরনের লোকদের চিহ্ন। ভারতে তো অনেক ধরনের ধর্মীয় লোক সম্প্রদায়ভুক্ত বাস করে।

ববের কথাকে সমর্থন করে পীট এবার প্রশ্ন করল—তা না হয় মানলাম। কিন্তু লোকটা এসে অ্যাগাস্টাসের আবক্ষমূর্তির খোঁজ করল কেন, আমার তো ভারি অবাক লাগছে।

জুপিটার এবার মুখ খুলল। সে পীটের দিকে তাকিয়ে বলল—এতে তোমার অবাক হওয়ার কোন কারণ নেই পীট। দেখে মনে হয় লোকটি আবক্ষমূর্তির সম্পর্কে কিছু জেনেছে। তবে ঠিক কোন্ মূর্তিটার যে প্রয়োজন তা সে ভাল মত জানত না। আমি ইচ্ছে করে তাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে অ্যাগাস্টাসের আবক্ষমূর্তিটির কথা বলেছিলাম।

—তোমার এই রকম ইচ্ছে হল কেন জুপ?

—ইচ্ছে হল এই কারণে যে ওই মূর্তিটা আদপে তার প্রয়োজন আছে কিনা যাচাই করে নেওয়া। আমি আমার উদ্দেশ্যে সফল হয়েছি। তারপর একটু থেমে জুপিটার গম্ভীর গলায় বলল—আমার ধারণা এই লোকটি মিস্টার ডাইগিন্সের অফিস থেকে ওই রহস্যময় চিরকুটের কপিটি চুরি করেছে।

জুপিটারের কথাটা শোনা মাত্র গ্যাস বলল—কিন্তু মিস্টার ডাইগিন্স যে বলেছিলেন লোকটির চোখে রঙিন কাচের চশমা ছিল, গোঁফ ছিল—এর তো এসব কিছুই নেই।

জুপিটার বলল—মনে হয় ওগুলো ছিল লোকটির নকল সাজ। তারপর একটু হেসে বলল—তা সে যাই হোক, একথা সত্যি যে লোকটির কাছে এই মুহূর্তে অ্যাগাস্টাসের আবক্ষমূর্তিটি খুবই জরুরী। তবে মনে হয় পুরোপুরি ভাবে এখনও সে রহস্যভেদ করতে পারেনি, আর সেই কারণেই হন্যে হয়ে উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে। কথাটা বলে জুপিটার উল্কির দাগওয়ালা লোকটির দেওয়া কার্ডের ওপর চোখ বোলাল। কার্ডের ওপর ছাপা হরফে লেখা আছে রামা-

সিস্ত্রি রানপুর, ভারত। তার তলায় পেনসিল দিয়ে হাতে লেখা হলিউড হোস্টেলের নামঠিকানা ও কোন নম্বর।

জুপিটার বলল—লোকটি যে ভারতীয় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বব বলল—শুধু ভারতীয় বললে ভুল বলা হবে, বল ভারতের কোন বিশেষ ধর্ম বিশ্বাসী সম্প্রদায়ভুক্ত লোক। এরা খুব সাংঘাতিক ধরনের হয়ে থাকে জুপ।

জুপিটার কোন উত্তর দিল না। তাকে নিরুত্তর থাকতে দেখে বব তার আগের কথার রেশ টেনে নিয়ে বলল—যদি আমার অনুমান ঠিক হয়, তাহলে আমাদের উচিত হবে আর অহেতুক না এগুনো।

জুপিটার এবার ববের দিকে তাকাল। শুধু সে একা নয় জুপিটারের মতই মুহুর্তে ববের দিকে দৃষ্টি মেলে দিল পীট ও গ্যাস।

বব বলল—আমি ভারতীয়দের সম্পর্কে যতদূর পড়াশুনো করেছি, তাতে ওখানকার গোড়া ধর্ম বিশ্বাসী লোকগুলো খুব একটা সুবিধার হয় না। ধর্মের নামে তারা যা খুশি তাই করতে পারে। আবার একেকজন আছে যারা আশ্চর্য ম্যাজিক জানে। ওই লোকটি যদি সত্যি ওই শ্রেণীভুক্ত হয় তাহলে ওর পক্ষে "কায়্যারি অ্যাই" খুঁজে বার করা খুব একটা কঠিন কাজ হবে না। আমি তাই বলছিলাম, আমাদের আর বেশিদূর না এগুনোই ভাল।

—আমারও তাই ধারণা বব, লোকটার চোখ দুটো দেখেছ, ঠিক আগুনের মত জ্বলছিল।

জুপিটার কিন্তু ববের দীর্ঘ বক্তব্য শোনা সত্বেও কোনরকম বিচলিত হল না। বরং সহজ গলায় বলল—বব আমার মনে হয় এখন আমাদের যথার্থভাবে রিসার্চ করার সময় এসেছে আর সেই দায়িত্বটা হল তোমার।

—কি বিষয়ে তুমি রিসার্চ করার কথা বলছ জুপ।

বব জানতে চাইল।

জুপিটার বলল—লাইব্রেরিতে বসে আগে তুমি খুঁজে দেখ "কায়্যারি অ্যাই" সম্পর্কে কিছু বার করতে পার কিনা। তারপর

দেখবে ভারতে কোথাও এই "কায়্যারি অ্যাই" সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে কিনা। আর ও দেশে সাধারণতঃ কপালে উল্‌কি চিহ্ন কারা ব্যবহার করে থাকে।

জুপিটারের কথায় বব ঘাড় নেড়ে প্রথমে সম্মতি জানাল। বলল—ঠিক আছে, যা যা তুমি জানতে চাইছ তার সবটুকু খবরই আমি তোমায় সাধ্যমত দিতে চেষ্টা করব। তবে জুপ, আমি একবার বাড়ি গেলে চট করে ফিরতে পারব না। ডিনারে বাবা-মার সঙ্গে আমায় বসতে হবে। কাজেই দেরি হবে আমার আসতে।

—বেশ তাই না হয় হবে, তবে তুমি চেষ্টা করবে তাড়াতাড়ি ফিরে আসার। তুমি এলে তবেই আমাদের 'গোস্ট টু গোস্ট' খেলা শুরু হবে।

পীট বলল—সে তো অনেক সময় নেবে, খুব দেরি হয়ে যাবে না।

জুপিটার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। তার আগে গ্যাস বলল—জুপ আমার মনে হয় 'কায়্যারি অ্যাই' সম্পর্কে আমাদের আর না এগুনোই ভাল। আমার ভীষণ ভয় করছে ভাই। প্রথম থেকেই কেমন যেন বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।

গ্যাসের কথায় জুপিটার মৃদু হেসে বলল—তোমার এত ভয় কিসের?

—বারে ভয় করবে না। প্রথমেই দেখ মিস্টার ডাইগিন্সকে একদল লোক আক্রমণ করল। তার ফাইল থেকে চুরি করে নিল আমার খুড়োদাদু লেখার চিঠির কপিটা। কারা এই কাজ করল কে জানে। তারপর ওই সাংঘাতিক লোকটা তোমাদের এখানে এল। এরপর যে আরও কিছু জটিল অবস্থার সৃষ্টি হবে না এমন কথা কে বলতে পারে। তার চেয়ে তোমরা বরং কাজ বন্ধ কর আমিও দেশে ফিরে যাই। যদি 'কায়্যারি অ্যাই' সত্যি অ্যাগাস্টাসের আবক্ষমূর্তির মধ্যে থেকে থাকে তাহলে তা নিয়ে ঝগড়া করুক ওই তিনটি উল্‌কির দাগয়ালা লোকটি আর ডাইগিন্সের কাছে শোনা মোটা গোঁফয়ালা লোকটি—ওদের মধ্যে যার ক্ষমতা বেশি সেই পাক ওই 'কায়্যারি অ্যাই'

আমার কোন প্রয়োজন নেই। অন্যের ঝগড়ার মধ্যে অহেতুক জড়িয়ে পড়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে কি লাভ হবে বল।

গ্যাসের কথাকে সমর্থন করে পীট বলল—গ্যাস মনে হয় ঠিক কথাই বলেছে। কি জুপ তোমার কি বক্তব্য।

জুপিটার কোন উত্তর দিল না। কিন্তু তার গম্ভীর মুখের উগ্রভাব সহজেই বুঝিয়ে দিল তার মানসিক ইচ্ছার কথা। তারপর একটু থেমে জুপিটার বলল পীটের দিকে তাকিয়ে—দেখ পীট, সবে মাত্র আমরা রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করেছি। এই অবস্থায় হেরে গিয়ে সরে আসার পাত্র আমি নই। তোমার যদি প্রাণের ভয় থাকে তো তুমি আমাদের সঙ্গে থেক না। গোয়েন্দাদের এত ভিতু হলে চলে না। তাছাড়া তোমরা অযথা ভয় পাচ্ছ। আমার তো মনে হয় ভয় পাওয়ার মত কোন ঘটনা এখনও ঘটেনি। বরং এখনও আরও অনেক রহস্য আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

—আরও রহস্য ? কি রহস্য জুপ ?

জুপিটার পীটের দিকে তাকিয়ে বলল—মিস্টার ডাইগিন্সের কথাই ধরা যাক। আমার মনে হয় মিস্টার ডাইগিন্সকে কেউ আক্রমণ করেনি। গোটা ব্যাপারটাই ভদ্রলোকের সাজানো।

—সাজানো ! কি বলছ জুপ। এতে ওর লাভ কি ?

—কি লাভ তা আমি বলতে পারব না, তবে ব্যাপারটা যে রহস্যময় তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয় কোন কারণ আছে।

এবার পীট সহজভাবে বলল—তোমার এই ধরনের ধারণা হল কি করে জুপ ?

—ঘটনাটাকে পুনঃবিশ্লেষণ করলেই তোমরা বুঝতে পারবে ?

পীট ও গ্যাস পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাল। এই আলোচনায় ববেরও থাকার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তার ওপর জুপিটার রিসার্চ কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ায় সে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল—আমি ভাই তোমাদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পাচ্ছি না, আমাকে এখুনি একবার লাইব্রেরিতে দৌড়তে হবে।

জুপিটার ঘাড় নাড়িয়ে তাকে বিদায়ের সম্মতি দিল। বব দ্রুত গেল।

বব চলে যাওয়ার পর আবার নতুন করে আলোচনা শুরু হল। পীট বলল—ঘটনা বিশ্লেষণ করে আমার তো মিস্টার ডাইগিন্সকে মোটেই সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে না। তারপর জুপিটারের দিকে ঝুঁকে বলল—তোমার চোখে কি এমন অসামঞ্জস্য ঠেকেছে যে তার জন্য তুমি ভদ্রলোককে সন্দেহ করছ।

জুপিটার এবার হাসল। তারপর পীটকে ঠাট্টা করে বলল—না পীট তুমি কিন্তু এখনও তোমার চোখ ও বুদ্ধিকে গোয়েন্দাগিরি করার উপযুক্ত করে তুলতে পারনি। তারপর একটু থেমে জুপিটার পীট ও গ্যাসের দিকে তাকিয়ে বলল—মিস্টাব ডাইগিন্স আমাদের কি বলেছিলেন তা তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়।

—হ্যাঁ আছে।

এবার জুপিটার বলল—তার হিসাব মত তিনি ওই ছোট্ট ঘরটার মধ্যে ঘণ্টা দুয়েক আটক ছিলেন—কি তাই তো ?

—হ্যাঁ।

—যদি তাই হয় তাহলে দু'ঘণ্টা সময় ধরে কোন মানুষ একইভাবে একই জায়গায় পড়ে থাকতে পারে না। জ্ঞান যখন তার ছিল, তখন তিনি অবশ্যই তার হাত দুটো ছাড়াবার চেষ্টা করতেন। তাছাড়া আমি যতদূর দেখেছি তার হাতের বাঁধন খুব একটা জোরদার ছিল না।

—ঠিক তাই আমি সামান্য টান দিতেই ওর হাতের দড়িটা খুলে যায়।

—তাহলেই বোঝ, হাতে এত হালকা বাঁধন আছে বোঝা সত্ত্বেও তিনি হাতটাকে বন্ধন মুক্ত করার চেষ্টা করলেন না। তার জায়গায় অন্য কেউ হলে অবশ্য সেই চেষ্টা করত—কি তাই তো ?

গ্যাস এবার জুপিটারের কথার অর্থ বুঝতে পেরে বলল—তুমি ঠিক বলেছ জুপ, যদি তিনি সত্যি সত্যি ওই ঘরে এতক্ষণ বন্দী হয়ে থাকতেন, তাহলে তিনি অবশ্যই ছাড়াবার চেষ্টা করতেন। আর একটা

জিনিস তুমি লক্ষ্য করেছ কি জুপ।

জুপিটার হেসে বলল—ওর চোখের চশমাটার কথা বলছ তো?

—হ্যাঁ, ওটা কিন্তু ওর হাতের কাছেই পড়েছিল। অনায়াসে তিনি কিন্তু চশমাটা চোখে পরে নিতে পারতেন।

জুপিটার হেসে বলল—তুমি যে আমার বক্তব্যটা সহজে বুঝতে পেরেছ তার জন্য তোমায় ধন্যবাদ, গ্যাস, আমার গোয়েন্দা বন্ধুটিকে এবার বুঝিয়ে দাও।

পীট ভীষণ লজ্জা পেল জুপিটারের কথায়। সে নিজের ত্রুটি স্বীকার করে বলল—আমায় ক্ষমা কর জুপ, আমি ঘটনাটাকে এতটা তলিয়ে দেখিনি।

জুপিটার ধমক দিয়ে বলল—এটাই তোমার অপরাধ, একজন গোয়েন্দা হয়ে তুমি ঘটনার দিকে চোখ রাখবে না, বিশ্লেষণ করবে না। তারপর একটু থেমে সে পীটের দিকে তাকিয়ে বলল—আমিও প্রথমটায় তোমাদের মত মিস্টার ডাইগিন্সের মুখের কথায় বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু তার ব্যবহৃত শূন্য চেয়ারটায় হাত দিয়ে পরে আমার মনে সন্দেহ আসে।

—কি রকম, আমাদের একটু খুলেই বল জুপ।

জুপিটার বলল—কোন চেয়ারে যদি কেউ বহুক্ষণ বসে থাকার পর উঠে যায়, তখন সেই চেয়ারে হাত রাখলে একটা উষ্ণতা অনুভব করা যায়—কি, তাই নয় কি গ্যাস?

গ্যাস জুপিটারকে সমর্থন করে মাথা নাড়াল। জুপিটার বলল—ঠিক আমিও সেই একই রকম উষ্ণতা অনুভব করেছিলাম ওর ব্যবহৃত চেয়ারে হাত দিয়ে, আর তখনই আমি বুঝতে পারি ভদ্রলোক মিনিট খানেক হল এই চেয়ার ত্যাগ করেছেন। ঘণ্টা দুয়েক ধরে চেয়ারটা তার অবর্তমানে একই রকম উষ্ণতা বহন করে চলেছে, এই যুক্তি মোটেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। সেই কারণেই আমার মিস্টার ডাইগিন্সকে সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে।

গ্যাস এবার উৎসাহ মাখা গলায় বলল—ঠিকই বলেছ জুপ,

তোমার বিশ্লেষণকে তারিফ না করে উপায় নেই। কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে এই ধরনের মিথ্যে অভিনয় করলেন কেন জুপ? তোমার কি মনে হয় ওই মোটা গোঁফয়ালা যে লোকটির নাম মিস্টার ডাইগিন্স আমাদের বলেছেন, সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা?

—একবারে মিথ্যে নাও হতে পারে।

—তাহলে?

—জুপিটার চোখ বুঝিয়ে মুহূর্তের জন্য কি যেন ভাব। তারপর বলল—তার ফাইল থেকে যে কাগজটা চুরি হয়ে গেছে এই ব্যাপারটা আমাদের বোঝাবার জন্যই তিনি আমাদের সঙ্গে ওই অভিনয়টুকু করতে বাধ্য হয়েছেন। আসলে আমার ধারণা, মিস্টার ডাইগিন্স মোটা টাকার লোভে তার ফাইলের কাগজটা ওই কপালে তিনটি উল্‌কির দাগয়ালা লোকটির কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন।

—মানে ওই ভয়ঙ্কর জাতীয় মানুষটির কাছে।

—হয়ত তাই হবে। আর সেই কারণে আসল ব্যাপারটা গোপন করার জন্য তিনি আমাদের সঙ্গে ওইভাবে অভিনয় করেছেন, যাতে আমরা তাকে কোনরকম সন্দেহ করতে না পারি।

জুপিটারের কথায় যে যুক্তি আছে বেশ বুঝতে পারল গ্যাস। তাই সে এবার সহজভাবে বলল—জুপ, তোমার কথাই মনে হয় ঠিক। তা না হলে কপালে উল্‌কির দাগয়ালা লোকটি সরাসরি এখানে এল কি করে? মনে হয় সে ওই চিঠির অর্থ বার করে ফেলেছে। জেনে গেছে "অ্যাগাস্টাস্ অফ পোল্যাণ্ডের" আবক্ষমূর্তির মধ্যেই আমার খুড়োদাদু তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ "ফায়্যারি অ্যাই" আমার জন্য লুকিয়ে রেখে গেছেন।

পীট বলল—ওই আবক্ষমূর্তি হাতে না পাওয়া পর্যন্ত মনে হয় লোকটি আমাদের ছাড়বে না, পিছু ধাওয়া করবে।

জুপিটার কোন উত্তর দিল না। গ্যাস বলল—ওই ভয়ঙ্কর ভারতীয় লোকটির দ্বারা আমাদের কোন ক্ষতি হবে না তো?

জুপ বলল—ভয় নেই গ্যাস, এটা ভারত নয়, কালিফোর্নিয়া।

এখানে আমাদের ক্ষতি করার সাহস ওর হবে না। তবে হ্যাঁ, ভয় দেখিয়ে চেষ্টা করবে আমাদের হাত থেকে আসল মূর্তিটির হদিশ বার করতে—তবে তার আগে আমাদের প্রয়োজন হল "অ্যাগাস্টাস্ অফ পোল্যাণ্ড"র মূর্তিটি ঠিক কোথায় আছে—তার সন্ধান খুঁজে বার করা।

পীট কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিল জুপিটার।

—হ্যালো, জোন্স স্যালভেজ ইয়ার্ড, আমি জুপিটার জোন্স কথা বলছি।

ওপাশ থেকে ভেসে এল এক মেয়েলি কণ্ঠস্বর—আমি মিসেস্ প্যাটারসন বলছি।

—কি ব্যাপার বলুন।

—দেখুন কাল আপনাদের কাছ থেকে দুটো প্লাসটাবের তৈরি আবক্ষমূর্তি কিনেছিলাম বাগান সাজাবার জন্য।

—আপনার কি ওই রকম মূর্তি আরও দরকার ?

—না—না, বরং যে মূর্তি দুটো কিনে এনেছি ওগুলো আপনারা ফেরত নিলে ভাল হয়। আমার স্বামী বললেন ওই প্লাসটার মূর্তিগুলো দিয়ে বাগান সাজানো যাবে না, ওগুলো দিয়ে ঘর সাজানো যেতে পারে।

কণ্ঠস্বর ভারি করে জুপিটার বলল—উনি ঠিক কথাই বলেছেন, প্লাসটারের তৈরি মূর্তি বাগানের খোলা জায়গায় রাখলে রোদে জলে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে।

মিসেস প্যাটারসন বললেন—কিন্তু মূর্তিগুলি যে রকম হয়েছে তাতে ঘরের ভিতরে ওদের আবার রাখা চলে না, তাই বলছিলাম মূর্তিগুলি ফেরত নিলে ভাল হয়।

—ঠিক আছে ফেরত দেবেন। একটু থেমে জুপিটার বলল—আপনি কোন্ দুটি মূর্তি কাল কিনেছিলেন বলতে পারেন ?

মহিলা একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিলেন—একটা মূর্তি ছিল জর্জ ওয়াশিংটনের অন্য মূর্তি ঠিক কার বলতে পারব না তবে মনে হয়

কোন রোমান অ্যাগাস্টাসের মূর্তি।

—অ্যাগাসটাস্।

মুহূর্তের জন্য জুপিটারের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। সে দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে আগের মত সহজ গলায় বলল—ঠিক আছে ম্যাডাম, আপনাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না। আমরা গিয়েই মূর্তি দুটো নিয়ে আসব। আপনি শুধু দয়া করে আপনার ঠিকানাটা আমাদের বলুন।

মিসেস্ প্যাটারসন ঠিকানাটা বললেন। দ্রুতহাতে জুপিটার ঠিকানাটা লিখে নিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল। গ্যাস ও পীট দুজনেই এতক্ষণ উন্মুখ হয়ে তাকিয়েছিল জুপিটারের দিকে।

জুপিটার বলল—আমরা অ্যাগাস্টাসের সন্ধান পেয়েছি। এখন আমাদের হ্যান্সের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সে ফিরে এলেই আমরা ওর ছোট ট্রাকটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ব।

অ্যাগাস্টাসের সন্ধান পাওয়া যাওয়ায় সবচেয়ে বেশি খুশি হল গ্যাস। তার মুখচোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল—এত তাড়াতাড়ি আমরা যে অ্যাগাস্টাসের সন্ধান পেয়ে যাব ভাবিনি। ব্যাপারটা আমার কাছে অলৌকিক বলে মনে হচ্ছে।

পীট বলল—ওই উল্‌কির দাগয়ালা লোকটি এলে তুমি কি তার হাতে মূর্তিটি তুলে দেবে জুপ।

জুপিটার কোন কথা না বলে পীটের দিকে তাকাল। তারপর অস্ফুট স্বরে বলল—কোন রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করে অহেতুক আত্ম-সমর্পণ করার ছেলে আমি নই। আমাকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। দেখতে হবে কোথার জল কোথায় দাঁড়াল। মনে রেখ পীট আমরা গোয়েন্দা।

রকি বীচ পাবলিক লাইব্রেরিতে এসে পৌঁছল বব। এই লাইব্রেরিতে বব মাঝে মাঝে এসে কাজ করে দিয়ে যায়। ফলে এই লাইব্রেরির

প্রত্যেকের সঙ্গে তার যথেষ্ট পরিচয় আছে। লাইব্রেরির ভিতরে প্রবেশ করতেই ববের সঙ্গে প্রথম দেখা হল লাইব্রেরিয়ান মিস্ বেনেটের সঙ্গে। অল্পবয়সী এই মহিলাটি ববকে দেখে একগাল হেসে বললেন—কি ব্যাপার বব, তুমি এই অসময় ? আজ তো তোমার আসার কথা নয়।

—না মিস্ বেনেট, আমি আজ এখানে এসেছি জরুরী একটা বিষয়ে রিসার্চ করতে ?

—খুব ভাল, তুমি এসে পড়ায় আমার একটু সুবিধে হয়েছে। আমাকে কি তুমি একটু সাহায্য করতে পারবে, অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে।

—না, না কি কাজ আমায় করতে হবে বলুন না ?

মিস্ বেনেট বললেন—রিডিংরুমের টেবিলে আজ অনেক বই বার করা হয়েছে। বইগুলো ভীষণ অগোছাল হয়ে আছে। যদি দয়া করে আমাকে তুমি ওই বইগুলো ঠিক ঠিক আলমারিতে গুছিয়ে তুলতে সাহায্য কর তো, খুব ভাল হয়।

—এ আর এমন কি শক্ত কাজ। চলুন আমি যাচ্ছি।

মিস্ বেনেট ববের কথায় খুশি হলেন। তারপর দ্রুত ওরা দুজনে পা বাড়াল রিডিংরুমের দিকে। বব রিডিংরুমে ঢুকে অবাক হয়ে গেল। সত্যি আজ অনেক বই তাক থেকে নামানো হয়েছে। বব একটা একটা করে বইগুলো গুছোতে আরম্ভ করল। বেশ কিছু বই আলমারিতে তোলার পর ববের একসময় নজরে পড়ল টেবিলের ওপর পড়ে থাকা একটা বইয়ের ওপর। বড় বড় অক্ষরে বইটির নাম লেখা—"পৃথিবীর সেরা রত্নসামগ্রী এবং তাদের গল্প।" বইটা চোখে পড়তেই বব এগিয়ে গেল। আশ্চর্য এই বইটার খোঁজেই তো সে আজ লাইব্রেরিতে এসেছিল। এই বইটাই তো তার প্রয়োজন। বব বইটিকে দ্রুত হাতে নাড়াচাড়া করা শুরু করল। ববকে বইটি সম্পর্কে উৎসাহী হতে দেখে মিস্ বেনেট বললেন—কি ব্যাপার বব, তুমি এত মনযোগ দিয়ে ওই বইটাতে কি দেখছ ?

বব তাকাল। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। বলল—আমি ঠিক এই বইটার খোঁজেই আজ এখানে এসেছি মিস্ বেনেট। তাই বইটাকে হঠাৎ করে হাতের ডগায় দেখতে পেয়ে একটু অবাক হয়েছি। ভাবছি না জানি আমার ভাগ্য আজ কত ভাল। বইটাকে খোঁজার জন্য একদম সময় নষ্ট করতে হল না।

ববের কথায় মিস্ বেনেট এগিয়ে গেলেন ববের দিকে। তারপর বইটার ওপর একঝলক চোখ বুলিয়ে বললেন—আশ্চর্য। আজ প্রায় দু'বছর হল এই বইটাকে নিয়ে কেউ একবারও নাড়াচাড়া করেনি, অথচ আজ সকাল থেকে কতজন এল এই বইটার খোঁজে।

বব এবার তাকাল মিস্ বেনেটের দিকে। তারপর বলল—আমার আগে এই বইটা কেউ দেখেছে ?

—হ্যাঁ, এই তো খানিক আগে একজন এসে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বইটা নাড়াচাড়া করে গেছেন।

—লোকটাকে কি রকম দেখতে মনে আছে আপনার মিস্ বেনেট ?

মিস্ বেনেট সে কথায় কোনরকম গুরুত্ব না দিয়ে বললেন—দেখ বব রীডারদের মুখ দেখে বই ইস্যু করা তো আমার কাজ নয়। সকাল থেকে কত রীডার আসছে, সকলের সঙ্গে তো আর কথা বলাও যায় না। তবে যতদূর মনে আছে লোকটার চোখে বড় কাচের চশমা আছে।

—কালো গোঁফ ছিল না ?

বব জানতে চাইল।

—হ্যাঁ ঠিক বলেছ, ভদ্রলোকের বেশ বড় ধরনের কালো গোঁফ ছিল। তুমি কি ওকে চেনো ?

বব বুঝতে পারল কে এসেছিল তার আগে। ওই সেই কালো গোঁফওয়ালা লোক, যার কথা বব মিস্টার ডাইগিলের কাছে শুনেছিল। তবে কি লোকটা 'কায়্যারি অ্যাই' সম্পর্কে জেনে গেছে। তবু মনের প্রতিক্রিয়া মিস্ বেনেটকে কিছু বুঝতে না দিয়ে বব বলল—না আমি

ভদ্রলোককে চিনি না তবে ওর সম্পর্কে শুনেছি।

কথা আর না বাড়িয়ে বব একটা টেবিলে বইটা নিয়ে বসে পড়ল। তার হাতে সময় ভীষণ কম। বইটা থেকে খুঁজে বার করতে হবে 'কায়্যারি অ্যাই' সম্পর্কে কি বলা হয়েছে।

বব দ্রুতহাতে বইয়ের পাতাগুলো ওলটাতে লাগল। নানা ধরনের অদ্ভুত সব পাথরের কথা এই বইটাতে লেখা আছে। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক সময় ববের চোখ আটকে গেল "কায়্যারি অ্যাই" চ্যাপটারে।

দ্রুত চোখে সে পড়তে শুরু করল কি লেখা আছে। দেখল বইতে লেখা হয়েছে—"কায়্যারি অ্যাই" হচ্ছে এক ধরনের মূল্যবান পাথর—যে পাথরের আকৃতি একটি সাধারণ সাইজের রুবির তুলনায় কিছুটা বড় হয়। হঠাৎ করে পাথরটিকে দেখলে একটি পায়রার ডিমের মত মনে হয়। এর ভিতরের অংশটা দেখতে ক্রিম রঙের। কেউ জানে না এই পাথর ঠিক কত সালে কোথায় এবং কে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন! তবে এই পাথর সাধারণত ভারত, চীন এবং তিব্বত অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। রাজা, মহারাজা এবং ধনী মহাজন শ্রেণীর লোকেরা কোন এক সময়ে এই পাথর ব্যবহার করতেন। এই বিরল মূল্যবান পাথরটি বহুবার বহুভাবে চুরি হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই পাথরের মালিকেরা পাথরটিকে নিয়ে বিপদগ্রস্থ হয়েছেন; এমন কি তাদের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। শোনা যায় কমপক্ষে পনেরজন ব্যক্তি এই পাথরটির জন্য মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে "কায়্যারি অ্যাই" পাথরটির গড়ন দেখতে অনেকটা চোখের মত—সেই কারণে এই পাথরকে কায়্যারি অ্যাই বলা হয়। অন্য পাথরের মত এই পাথরটির মূল্য সাধারণের কাছে মোটেই তুচ্ছ নয় বরং অনেক বেশি মূল্যবান। তবে এই পাথর ব্যবহারে বিপদের সম্ভাবনা আছে মনে করেই এই পাথরটিকে সবাই এড়িয়ে চলতে চান। তবে কোন কারণে পাথরটি যদি পঞ্চাশ বছর কোন মানুষের দ্বারা অর্পিত থাকে, তাহলে তার গুণগত দিকটিরও পরিবর্তন ঘটে। বিপদের

তুলনায় সে সৌভাগ্য বহন করে আনে। পবিত্র হয়ে ওঠে।

বব দ্রুত বই থেকে দরকারি লাইনগুলো তার খাতায় টুকে নিল। তারপর সে অন্য আর একটি বই খুলে ভারতের পেশোয়ার অঞ্চল সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য নোট বইতে টুকে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল লাইব্রেরির বাইরে।

প্রথমে তার মনে হল জুপিটারকে টেলিফোন করবে কিনা। খবরটা তাকে পৌঁছে দেওয়া খুবই জরুরী। কিন্তু পরক্ষণে ঠিক করল—না, টেলিফোন না করে সে সরাসরি নিজেই চলে যাবে, তার আগে তার একবার বাড়িতে যাওয়ার প্রয়োজন। ওর জন্য ওর মা ও বাবা অপেক্ষা করছেন। ডিনারের সময়ও হয়ে এসেছে। কাজেই আর কালবিলম্ব না করে বব পা চালাল বাড়ির দিকে।

ডিনার টেবিলে বসে বব অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিল। তার মাথার মধ্যে কেবল একটা কথাই ঘুরছে—ওই কালো গোঁফওয়ালা লোকটি কি সত্যি কায়্যারি অ্যাইয়ের সন্ধান পেয়েছে? সত্যি কি জুপিটারের কথা ঠিক সে ওই অ্যাগাস্টাস্ অফ পোল্যাণ্ডের আবক্ষমূর্তির মধ্যেই রুবিটি লুকানো আছে?

ববের মুখের চেহারা তার বাবার দৃষ্টি এড়াল না। তিনি খেতে খেতে ববকে লক্ষ্য করে বললেন—কি ব্যাপার বব, তোমাকে খুব চিন্তান্বিত বলে মনে হচ্ছে? তোমরা কি আবার কোন প্রবলেমে হাত দিয়েছ?

ববের কাজকর্মের বিষয়ে তার বাবা কিছু কিছু জানে। এই ব্যাপারে তার নিজের উৎসাহ কম নয়। ছেলেকে তিনি বরং নানান তথ্য দিয়ে অনেক সময় সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন। বব নিজেও জানে তার বাবা তার কাজের বিষয়ে কতটা উৎসাহী। তাছাড়া বাবার যে সাংবাদিকতা করবার জন্য যথেষ্ট পড়াশুনা আছে তাও ববের জানা। তাই সে বাবার কথায় একবারে নিজের

মানসিক অবস্থাকে লুকিয়ে গেল না। বরং সহজভাবে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল—না বাবা, সমস্তাটা খুব একটা জটিল নয়। তবে এই মুহূর্তে আমরা একটা আবক্ষমূর্তির খোঁজ করছি। সেই আবক্ষ-মূর্তিটা হচ্ছে অ্যাগাস্টাস্ অব পোল্যাণ্ডের। তুমি কি আমায় এই বিষয়ে কিছু বলতে পারবে ?

ববের কথায় ওর বাবা একটু চিন্তা করে বললেন—না বব, এই মুহূর্তে আমার পক্ষে তোমায় ওই বিষয়ে বিষদভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে অ্যাগাস্টাস্ বলতে যার নাম অনুসারে আমাদের আগস্ট মাস চালু হয়েছে—সেই রোমান সম্রাট সম্পর্কে আমি তোমায় কিছু কথা বলতে পারি।

বব কিন্তু এটা জানত না। তাই তার কাছে তথ্যটা নতুন শোনাল। বলল উৎসাহ মাখা গলায়—বেশ তুমি তাই বল। আমি জানতে চাই কোন্ রোমান অ্যাগাস্টাসের নাম অনুসারে আগস্ট মাস ব্যবহার চালু হয়েছে। মনে হয় এই তথ্য আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান।

ববের উৎসাহ লক্ষ্য করে তার বাবা বলতে শুরু করলেন। বব চুপচাপ কথাগুলো শুনে গেল। তারপর কথাবার্তা শেষ হওয়া মাত্র বব দ্রুত উঠে পড়ল টেবিল থেকে। না—জুপিটারকে এক্ষুণি তার একবার টেলিফোন করার প্রয়োজন। খবরটা তাকে জানান দরকার। দ্রুত হাতে স্যালভেজ ইয়ার্ডের নাম্বারে রিং করল বব। ফোন বাজল। ওপাশে টেলিফোন ধরলেন মিসেস্ জোন্স।

—জোন্স স্যালভেজ ইয়ার্ড। আমি মিসেস্ জোন্স বলছি।

—আমি বব। জুপিটার আছে ?

—না, আধঘণ্টা আগে ওরা হ্যান্সকে নিয়ে একটু বাইরে বেরিয়েছে। মনে হয় ম্যালিবুতে গেছে একটা কাজে।

—আচ্ছা জুপিটার ফিরলে আমার জন্ত অপেক্ষা করতে বলবেন। আমি এখুনি যাচ্ছি।

রিসিভার নামিয়ে রেখে বব পিছন ফিরতেই দেখতে পেল মা

দাড়িয়ে আছেন। চোখে চোখ পড়তেই তিনি ববের কাঁধে হাত রেখে স্নেহমাখা গলায় বললেন—না বব, এই মুহূর্তে তুমি কোথাও যেতে পারবে না। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। আমার সঙ্গে কথা বলে তারপর তুমি জুপিটারের কাছে যাবে। কি কেমন—মনে থাকবে তো?

বব নিরুপায়। মায়ের অনুরোধ। তাই সে অগত্যা নতি স্বীকার করে বলল—ঠিক আছে তাই হবে।

এদিকে ম্যালিবু বীচে গিয়ে মিসেস্ প্যাটারসনের ঠিকানা অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জুপিটার। শহরের এই অঞ্চলে ঠিকানাগুলো ভারি অদ্ভুত ধরনের। তবু খুঁজে বার করতে কোনরকম অসুবিধে হল না।

দরজায় বেল বাজতেই দরজাটা খুলে গেল। দরজা খুললেন মিসেস্ প্যাটারসন নিজেই। দরজার সামনে তিনটি কিশোরকে দেখে তিনি সবিস্ময়ে বললেন—তোমরা কারা।

জুপিটার নিজের পরিচয় দিয়ে বলল—আমি জুপিটার জোন্স, জোন্স স্যালভেজ ইয়ার্ড থেকে আসছি, মূর্তি দুটো ফেরৎ নিয়ে যেতে। আমাদের সঙ্গে গাড়ি আছে।

মিসেস্ প্যাটারসন এবার পরিচয় পেয়ে উৎসাহ বোধ করলেন। বললেন—তোমরা এর মধ্যেই এসে গেছ। আমি মূর্তি দুটো প্যাক্ করে গুছিয়ে রেখেছি।

—কোথায় আছে।

—ওই ঘরের এক কোণে।

মহিলা এবার আঙুল দিয়ে দেখালেন। জুপিটার লক্ষ্য করল। মহিলা এবার নিজে এগিয়ে গেলেন মূর্তি দুটোর দিকে। তারপর বললেন—তোমরা যে অ্যাগাস্টাস্ অফ পোল্যাণ্ডের আবক্ষমূর্তিটি আমার কাছে বিক্রি করেছিলে—ওটা একটু নষ্ট হয়ে গেছে।

কথাটা বলে বাদামী কাগজের মোড়কটা মহিলা খুলে ফেললেন।

বললেন তারপর মূর্তিটি দেখিয়ে—এই দেখ ওর একটা কান আর নাকের কিছুটা অংশ খসে আছে। এত খারাপ মাল হবে কেনার সময় বুঝতে পারিনি। তবে একটা মূর্তি নোংরা হলেও ভাল আছে।

জুপিটার এক ঝলক অ্যাগাস্টাসের আবক্ষমূর্তিটির ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর বলল—এগুলো ঠিক বাগান সাজাবার জন্য নয়—

—কিন্তু তোমরা তো অফিসের বাইরে নোটিশে তাই লিখেছিলে। অন্যায় তো আমার নয়।

জুপিটার হেসে বলল—অন্যায় আমাদের কিছুটা হয়েছে বলেই তো আমরা নিজেরাই মূর্তি দুটো ফেরৎ নিতে এসেছি। তারপর আর কোন কথা না বাড়িয়ে পকেট থেকে দশ ডলার বার করে এগিয়ে দিল মহিলার দিকে।

—এই নিন আপনার টাকা।

মহিলা হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিলেন। জুপিটার নিজে নিল অ্যাগাস্টাসের মূর্তিটি, অন্য মূর্তিটি সে চোখের ইশারায় পীটকে নিতে বলল। তারপর ওরা এগিয়ে গেল একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা হ্যান্সের ট্রাকের দিকে।

দূর থেকে ওদের আসতে দেখে হ্যান্স ট্রাকের দরজা খুলে দিল।

ট্রাকের দিকে হাঁটতে হাঁটতে পীট বলল—ভাবতেই আমার শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে। 'কায়্যারি অ্যাই' এখন আমাদের হাতে।

জুপিটার উত্তর দিল না। পীট আবার বলল—আচ্ছা জুপ, তোমার কি ধারণা ওই কায়্যারি অ্যাই, তোমার হাতের ওই আবক্ষমূর্তির মধ্যে লুকনো আছে?

জুপিটার এবার একটু হাসল। তারপর বলল—সবটাই আমার অনুমান। এই অনুমানকে কার্যকরী করার জন্য উপযুক্ত সময় ও পরীক্ষার প্রয়োজন। এখনই কি করে তোমার উত্তর দিই বল তো?

গ্যাস বলল—ফিরে গিয়েই মূর্তিটা ভাঙব।

জুপিটার দ্রুত জবাব দিল না। একটু সময় নিয়ে গম্ভীর গলায়

বলল—না গ্যাস, আমাদের ববের জন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তাকে বাদ দিয়ে কোন কাজ করা ঠিক হবে না আর উচিতও নয়।

জুপিটারের কথায় ওরা দুজনেই চমকে গেল। গ্যাস তাকাল পীটের দিকে। পীট কেবল চোখের ইশারায় গ্যাসকে গাড়িতে উঠে পড়তে বলল।

মায়ের সঙ্গে কথা সেরে বব যথাসময়ে স্যালভেজ ইয়ার্ডে এসে পৌছল। জুপিটার তখনও ফেরেনি। অগত্যা বব গিয়ে মিসেস্ জোন্সের সঙ্গে অফিস ঘরে বসল। আজ শনিবার—সারাটা দিন ইয়ার্ড বাইরের লোকদের কেনাবেচার জন্য খোলা থাকে। এই দিনটাতে মিসেস জোন্স একটু তৎপর থাকেন বেশি। তার কাছে খদ্দের মানেই লক্ষ্মী।

সন্ধ্যের মুখে খদ্দের বলতে এক দম্পতি এসেছিলেন। তারা কতগুলি পুরনো টেবিল কিনেছেন। মিসেস্ জোন্স এক মনে বসে হিসাব করছিলেন। ববের ব্যস্ত চোখ জোড়া আটকে ছিল গেটের দিকে—হ্যান্সের গাড়ি কখন ফিরে আসবে জুপিটারকে নিয়ে।

এক সময় গেটের সামনে গাড়ি দাঁড়াবার শব্দ হল। মিসেস্ জোন্স ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বব বুঝতে পারল গাড়ির শব্দে—এটা হ্যান্সের ট্রাকের শব্দ নয়, অন্য কোন গাড়ি এসে থেমেছে। তার মানে কোন পয়সাওয়ালা খদ্দের এসেছে। অফিস ঘরের চেয়ারে বসেই বব তাকিয়ে ছিল সামনের দিকে। দেখতে পেল মাঝারি ধরনের উচ্চতার একজন ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন তাদের দিকে। লোকটির মাথায় ঝাকড়া কালো চুল, চোখে মোটা ফ্রেমের রঙিন কাচের চশমা আর সেই সঙ্গে লক্ষণীয় হল তার মোটা কালো গোঁফ।

ভদ্রলোক তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর মিসেস্ জোন্সের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন—গুড্ ইভনিং ম্যাডাম।

—গুড ইভনিং।

মিসেস্ জোন্স কিছুটা অপ্রতিভ অবস্থায় উত্তর দিলেন। তারপর

আগন্তুককে লক্ষ্য করে বললেন—আপনার কি কিছু প্রয়োজন আছে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এসেছি আপনার কাছে কতগুলি মূর্তির খোঁজে। শুনেছি বাগান সাজাবার জন্য নাকি কিছু ভাল মূর্তি আপনারা বিক্রি করছেন।

মিসেস্ জোন্স উৎসাহিত হয়ে বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু মূর্তিগুলি তো প্রায় সবই বিক্রি হয়ে গেছে। মাত্র অল্প কয়েকটা আছে। তাছাড়া ওই মূর্তিগুলো নিয়ে খানিক আগে আমার কাছে একজন খদ্দের অভিযোগ করেছেন। আমার ধারণায় ওই মূর্তিগুলো আপনার বাগান সাজাবার কাজে ঠিক লাগবে না। ওগুলো প্লাস্টার দিয়ে তৈরি, রোদে জলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

মিসেস্ জোন্স কথাগুলো প্রায় একদমে বলে গেলেন। বব কোন কথা বলল না। সে চুপ করে বসে ওদের আলোচনাগুলো শুনছিল। সে বুঝতে পারল এই আগন্তুক লোকটি আর কেউ নয়—সেই ভয়ঙ্কর কালো গোঁফয়ালা লোক যার কথা তারা মিস্টার ভাইগিন্সের কাছে শুনেছিল। তার কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। তবু সে মিসেস্ জোন্সকে কোন কথা বলতে পারল না।

মিসেস্ জোন্সের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে কালো গোঁফয়ালা আগন্তুক লোকটি একবার আলগোছে তাকাল ববের দিকে। তারপর মিসেস্ জোন্সকে বলল—তার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না। মূর্তিগুলো যে অবস্থায় থাকুক না কেন ওগুলো আমার প্রয়োজন।

এবার মিসেস্ জোন্স উৎসাহিত হয়ে উঠে গেলেন নিজের জায়গা ছেড়ে। তারপর দূরে টেবিলের কয়েকটা সাজানো মূর্তির দিকে আঙুল তুলে আগন্তুক লোকটিকে দেখিয়ে বললেন—ওই কটা মূর্তি আপাতত পড়ে আছে।

—বাকি মূর্তিগুলো।

—ওগুলো সব বিক্রি হয়ে গেছে।

—বিক্রি হয়ে গেছে। কিন্তু আমার তো ওগুলোও প্রয়োজন।

মিসেস্ জোন্স বললেন—একজন খদ্দের দুটো মূর্তি ফেরৎ দিয়েছেন, আমার লোক গিয়েছে ওই মূর্তি দুটো ফেরৎ আনতে—যদি ফেরৎ আসে আর আপনার পছন্দ হয় তাহলে ওদুটো মূর্তিও আপনি পেতে পারেন।

বব কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই আগন্তুক লোকটি পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে বলল—আপনাকে আমি মূর্তিগুলোর দাম দিয়ে যাচ্ছি। পরে এসে আমি অন্য মূর্তিগুলো নিয়ে যাব। এই বলে লোকটি পাঁচ ডলার হিসাবে প্রথম পাঁচটি ও পরে দুটো মূর্তির দাম এগিয়ে দিল মিসেস্ জোন্সের হাতে। মিসেস্ জোন্স তো টাকা পেয়ে মহাখুশি। তিনি টাকাগুলো ড্রয়ারে রাখতে রাখতে কালো গোঁফওয়ালা লোকটিকে বললেন—যে মূর্তি দুটো আমার লোকেরা ফেরৎ আনতে গেছে তার মধ্যে শুনেছি একটা মূর্তি নষ্ট হয়ে গেছে।

—তা হোক, মূর্তিটা একেবারে ভেঙ্গে যায়নি তো?

—না তা যায়নি।

—তাহলেই হবে। মূর্তিগুলো আমার চাই। আমি একজন স্ট্যাচু কালেকটার। আপনার কাছে আরও মূর্তি ফেরৎ এলে আপনি আমার জন্য রেখে দেবেন। আমি আবার পরে আসব।

—ঠিক আছে তাই হবে।

এবার কালো গোঁফওয়ালা লোকটি টেবিলের ওপর সাজানো মূর্তিগুলি এক এক করে নিয়ে তার গাড়িতে সাজিয়ে তুলল।

বব অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিল। সে বুঝতে পারল কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু মিসেস্ জোন্সকে যে সে বাধা দেবে এমন সাধ্য তার নেই। তাছাড়া জুপিটার নিজে যখন মূর্তিটি ফেরৎ আনতে হান্সের সঙ্গে গিয়েছে তখন নিশ্চয় ওই ফেরৎ দুটো মূর্তির মধ্যে একটা অ্যাগাস্টাসের মূর্তি হবে! যদি তা না হত তাহলে জুপিটারের মত ছেলে নিশ্চয় মূর্তি খদ্দেরের বাড়ি থেকে ফেরৎ আনতে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত হত না।

মনের মধ্যে তুমুল ঝড় চলছিল ববের। তার মুখের চেহারা

মিসেস্ জোন্সের দৃষ্টি এড়ালো না। তিনি ববের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি কি ভাবছ বব? তোমার কি কিছু হয়েছে?

বব কি বলবে ভাবছিল।

মিসেস্ জোন্স বললেন—সন্ধ্যের পর তুমি আবার ঘুরে এলে জুপিটারের জন্য—কি ব্যাপার বলতো?

এবার বব মুখ খুলতে বাধ্য হল। বলল—আপনার জন্য আমাদের এক বন্ধু মনে হয় খুব ক্ষতিগ্রস্থ হল।

—আমার জন্য—কে সে?

বব বলল—গ্যাস। আজ সকালে তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। ওর একটা মূর্তির প্রয়োজন—সম্ভবত ওর দরকারি মূর্তিটি জুপিটার সংগ্রহ করতে গেছে।

মিসেস্ জোন্স এবার কণ্ঠস্বর দৃঢ় করে বললেন—তাতো আর হয় না বব, আমি এই ভদ্রলোকের কাছে মূর্তি দুটোর জন্য টাকা নিয়ে ফেলেছি, তাতো তুমি নিজেই দেখলে। কাজেই মূর্তি দুটো ফেরৎ আসা মাত্রই আমাকে তা ওই ভদ্রলোককে দিয়ে দিতে হবে। এসব কথা তোমাদের আগে আমায় বলতে হয়। ব্যবসায় ছেলে-মানুষি চলে না।

কালো গোঁফয়ালা আগন্তুক লোকটি মনে হয় ববের শেষ কথা-গুলো শুনেছিল। তাই সে একবার তাকাল। মিসেস্ জোন্স তার দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনার কোন চিন্তা নেই, টাকা যখন আমি নিয়েছি তখন ওই মূর্তি দুটো আপনি পাবেন।

কালো গোঁফয়ালা লোকটি মৃদু হাসল। বলল—আমি কি খানিক পরে আসব?

—তাই আসুন, তবে ওদের ফেরার সময় হয়ে গেছে। তারপর একটু হেসে মিসেস্ জোন্স বললেন—বাকি মূর্তিগুলো আপনি আপনার গাড়িতে তুলে নিয়েছেন?

—হ্যাঁ ম্যাডাম।

মিসেস্ জোন্স কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তার আগেই

হ্যান্সের ট্রাক থামার শব্দ হল। ট্রাকের শব্দ পাওয়া মাত্র মিসেস্ জোন্স বললেন—ওই তো আমার ট্রাক ফিরে এসেছে।

কথাটা কানে যাওয়া মাত্র আগন্তুক লোকটি তাকাল গেটের দিকে। দেখতে পেল একটা ছোট ট্রাক এসে দাঁড়াল গেটের সামনে।

ট্রাক থেকে লাফিয়ে প্রথম নামল পীট। তার হাতে একটা আবক্ষমূর্তি। তার পিছনে নামল গ্যাস। আর সবার শেষে নামল অ্যাগাস্টাসের মূর্তিটি নিয়ে জুপিটার। লোকটি দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। তারপর পীট ও জুপিটারের পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলল—ওগুলো তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ছেলেরা, ওদিকে আর কষ্ট করে তোমাদের নিয়ে যেতে হবে না—মূর্তি দুটো আমার গাড়িতে তুলে দাও।

হতচকিত পীট কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। সে তাকাল জুপিটারের দিকে। জুপিটার কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগে গম্ভীর গলায় লোকটি বলল—এই মূর্তি দুটো আমার। তোমরা এখানে পৌঁছবার আগেই ওদুটো আমার কেনা হয়ে গেছে। অতএব মূর্তি দুটো আমার গাড়িতে তুলে দাও।

জুপিটারের সামনে কালাপাহাড়ের মত পথ আগলে দাঁড়াল লোকটি। অপ্রস্তুত জুপিটার ঠিক কি করবে বুঝে পেল না। সে চিনতে পেরেছিল আগন্তুক লোকটিকে—লোকটি যে কালো গোঁফয়ালা সেই শয়তানটা তাতে কোন সন্দেহ নেই। লোকটা মনে হয় জেনে গেছে অ্যাগাস্টাসের আবক্ষমূর্তির মধ্যে লুকানো সেই মূল্যবান পাথরটি।

জুপিটার একপা পিছিয়ে গেল। লোকটি এবার কড়া গলায় ধমকের সুরে বলল—অযথা তুমি মূর্তিটা আমার হাতে তুলে দিতে দেরি করছ। মূর্তি দুটো যে আমার একথা তোমাকে বলেছি। আমার মনে হয় তোমরা আর অযথা আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করার চেষ্টা করবে না।

জুপিটার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মিসেস্ জোন্স জোরাল গলায় জুপিটারকে লক্ষ্য করে বললেন—জুপ, তোমরা ভদ্রলোককে মূর্তি দুটো দিয়ে দাও। ওদুটো আমি ওর কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। উনি আমাকে টাকাও দিয়ে দিয়েছেন।

মিসেস্ জোন্সের কথায় জুপিটার অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করল। বলল ক্ষীণ স্বরে—কিন্তু কাকী, এই মূর্তিটা আমি আমার বন্ধুকে দেব বলে কথা দিয়েছি।

মিসেস্ জোন্স ওদের দিকে সামান্য কয়েক পা এগিয়ে আসতে আসতে বললেন—আমি দুঃখিত জুপ, তা আর হয় না। মূর্তি দুটোই বিক্রি হয়ে গেছে। তুমি ভদ্রলোককে মূর্তি দুটো নিয়ে যেতে দাও।

জুপিটার তবু নাছোড়বান্দা। সে মিসেস্ জোন্সকে বোঝাবার জন্য শেষ চেষ্টা করার সুরে বলল—গ্যাসের কাছে এই মূর্তিটি খুবই মূল্যবান। এটা ওর কাছে জীবনমৃত্যুর প্রশ্ন, অথচ তুমি বলছ এটা ওকে দিয়ে দিতে।

—হ্যাঁ বলছি। টাকা যখন আমি ওর কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছি তখন ওই মূর্তি দুটো ওর হয়ে গেছে। আর তোমাদের কাছে যদি ওই মূর্তি দুটো এতই জরুরী হয় তো তোমরা আমাকে আগে বললে না কেন। ব্যবসায় ছেলেমানুষি চলে না। জোন্স স্যালভেজ ইয়ার্ডের একটা সুনাম আছে।

অপ্রতিভ জুপিটার কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। আগন্তুক লোকটি তার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর জুপিটারের হাত থেকে মূর্তিটা ছোঁ মেরে নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে বলল—কি ব্যাপার, বলছি না আমার সময় নষ্ট কর না, আমাকে তাড়াতাড়ি ওটা দিয়ে দাও।

এবার জুপিটার ইচ্ছে করেই মূর্তিটা আলগা হাতে ধরল। লোকটি হাত বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে সে হাত থেকে মূর্তিটা এমনভাবে ফেলে দিল, দেখে মনে হল লোকটি কেড়ে নেওয়ার জন্যই তার হাত থেকে মূর্তিটা পড়ে গ্যাছে।

জুপিটারের হাত থেকে জীর্ণ মূর্তিটি মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল। আর সেই মুহূর্তে ওরা দেখতে পেল ভাঙা মূর্তির মাথার দিকে একটা পায়রার ডিমের মত লাল চকচকে পাথর। কি অসম্ভব উজ্জ্বল ওই পাথর। কেউ কোন কথা বলতে পারল না। সবাই প্রায় একই সঙ্গে হতচকিত।

মুহূর্তকাল মাত্র।

চকিতে আগন্তুক লোকটি মাটিতে নিচু হয়ে বসে পাথরটা কুড়িয়ে নিয়ে নিজের পকেটে রেখে উঠে দাঁড়াল। মিসেস্ জোন্স একটু দূরে থাকায় তার দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে গেল গোটা ঘটনাটা। তিনি ঠিক কিছুই বুঝতে পারলেন না। বরং তার মনে হল জুপিটার যেন ইচ্ছাকৃতভাবে মাটিতে ফেলে ভেঙ্গে দিয়েছে। তাই তিনি মাটিতে আছড়ে পড়া ভাঙা মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে জুপিটারকে বললেন—তুমি একি করলে জুপ, হাত থেকে ফেলে দিলে?

এবার কিন্তু আগন্তুক লোকটির মুখ আগের তুলনায় অনেক উজ্জ্বল লাগল। তাড়াতাড়ি মিসেস্ জোন্সকে লক্ষ্য করে বলল—না ম্যাডাম, আপনি ভুল বুঝেছেন, ছেলেটির কোন দোষ নেই। আমার হাত থেকেই মূর্তিটা পড়ে গ্যাছে। ঠিক আছে আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি যাচ্ছি। আমার আর কোন মূর্তির প্রয়োজন নেই।

কথাটা শেষ করে কালো গোঁফয়ালা লোকটি ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে গেল। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল ওর কালো রঙের গাড়ি।

গাড়ির শব্দ বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সম্বিত ফিরে পেল সকলে।

প্রথম কথা বলল পীট। বলল—পাথরটা হাতছাড়া হয়ে গেল। শয়তানটা একদম বুঝতেই দিল না।

জুপিটার কোন কথা বলল না। পীট তাকে নিরুত্তর থাকতে দেখে বলল—এই সেই কালো গোঁফয়ালা শয়তান লোকটা, যার কথা আমরা মিস্টার ভাইগিন্সের কাছ থেকে শুনেছিলাম।

এবার বব পীটের কথা তুলে নিয়ে বলল—তোমার অনুমান ঠিক

পীট—এই সেই কালো গোঁফওয়ালা শয়তান লোকটা যার কথা মিস্টার ডাইগিন্স বলেছিলেন। আজ আমি লাইব্রেরিতে গিয়ে শুনলাম ওই লোকটা ওখানেও নাকি গিয়েছিল। ও যে আমাদের মত "কায়্যারি অ্যাইয়ে"র সন্ধান করছে তাতে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তারপর এখানে এসে দেখলাম লোকটাকে জুপের কাকীমার সঙ্গে কথা বলে মূর্তি দুটোর জন্য টাকা দিতে। আমি তখনই ভেবেছিলাম, এই রকম কিছু একটা ঘটবে।

জুপিটার এবার তাকাল। তারপর ম্লান গলায় বলল—এটা আমার কাছে খুব হতাশাজনক পরিস্থিতি। আমি ঠিক এই মুহূর্তের জন্য তৈরি ছিলাম না। কেবল গ্যাসের কথা ভেবে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, আমি তার হাতে তার পাওনাটা তুলে দিতে পারলাম না।

জুপিটারের কথা শুনে গ্যাস বলল—তার জন্য আমার কোন দুঃখ নেই জুপ। তুমি তো চেষ্টা করেছ। তাছাড়া কায়্যারি অ্যাই হাত ছাড়া হওয়ার জন্য তো তুমি দায়ী নও। কাজেই তুমি নিজেকে দোষারোপ করছ কেন?

জুপিটার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই মিসেস্ জোন্স ডাকলেন তাকে। বললেন—জুপ, মূর্তিটা ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য লোকটা যে তোমার ওপর ক্ষেপে যায়নি এই যথেষ্ট। বরং নিজেই নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়ে চলে গেছে। এরজন্য আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অযথা ভেবে মনকষ্ট বাড়িয়ে কোন লাভ নেই তোমার। বরং জায়গাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা কর—প্লাস্টারের টুকরোগুলো বিশ্রি-ভাবে ছড়িয়ে আছে।

—হ্যাঁ কাকী, আমরা প্লাস্টারের টুকরোগুলো পরিষ্কার করে ফেলছি তুমি ব্যস্ত হও না।

—বারে ব্যস্ত হব না। দরজাটা বন্ধ করে দাও। অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন আর কোন খদ্দের আসবে না।

জুপিটারের ইচ্ছে করছিল না মিসেস্ জোন্সের সঙ্গে কথা বাড়াতে। তাই সে বলল—তুমি নিশ্চিন্ত মনে এখন চলে যেতে পার, আমরা

সব বন্ধ করে দেব।

—তোমরা এখন এখানে কি করবে?

জুপিটার এবার দৃঢ়কণ্ঠে বলল—আমাদের একটা আলোচনা আছে। আর সেই কারণে আমাদের এখন এখানে আরও কিছুক্ষণ থাকতে হবে।

জুপিটারের কথা মিসেস্ জোন্সের খুব একটা মনঃপুত হল না। তিনি যথেষ্ট বিরক্ত বোধ করলেন। তারপর বললেন—কি জানি বাপু, এইসব ছেলের মতিগতি। কি এমন কথা আছে ওদের। তারপর একটু থেমে বললেন—ঠিক আছে তোমবা তোমাদের সময় মত এস আমি এখন যাচ্ছি। তবে হ্যাঁ আবার যেন নতুন বিপদ ডেকে এনো না। তোমাদের সকলকে আমার একসঙ্গে দেখলে বড় ভয় করে।

কথাটা বলে মিসেস্ জোন্স চলে গেলেন। তিনি স্থান ত্যাগ করা মাত্র চাবজন কিশোর ধীব পায়ে এসে বসল অফিস ঘরে। জুপিটারকে দেখে মনে হল সে খুব চিন্তামগ্ন।

—কি ভাবছ জুপ।

জুপিটার সে কথায় কোন উত্তর না দিয়ে পীটকে বলল এক কাজ করত পীট, মূর্তিটার ভাঙ্গা অংশ জোড়া লাগিয়ে একবার টেবিলেব ওপব রাখ তো।

—কি হবে এতে জুপ?

—আহা রাখই না।

পীট অগত্যা অ্যাগাস্টাসের ভাঙ্গা আবক্ষমূর্তির টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে টেবিলে রাখল। তারপর টুকরোগুলো ঠিক ঠিক ভাবে সাজিয়ে মূর্তিটা আবার আগের অবস্থায় দাঁড় করাল।

জুপিটার এবার গভীর চোখে মূর্তিটা পরীক্ষা করে এক সময় মাথার দিক থেকে একটা ভেঙ্গে যাওয়া অংশ তুলে নিয়ে বলল—ঠিক এই জায়গাটায় পাথরটাকে রাখা হয়েছিল।

বব বলল—হ্যাঁ, এখন আর ওটা এখানে নেই, আছে কালো গোঁফয়ালা শয়তান লোকটার পকেটে।

ববের কথাকে সমর্থন করে পীট বলল—তুমি ঠিকই বলেছ, এখন আর চেষ্টা করেও ওই পাথর আমরা হাতে পাব না।

বব ও পীটের বক্তব্য যে একেবারে অলৌকিক ছিল তা নয়। বরং ওদের কথার মধ্যে যথেষ্ট বাস্তবতা আছে। সত্যি তো ওই পাথর আর তারা হাতে পাবে কি করে? জুপিটার সেই কারণে আপত্তি সত্ত্বেও মাথা নাড়ল। তাকে চিন্তান্বিত থাকতে দেখে গ্যাস বলল—কি ভাবছ জুপ।

—ভাবছি, ভাবছি তোমার খুড়োদাদু এত সহজে সমস্যার সমাধান করলেন কি করে? নাকি—তারপর একটু থেমে জুপিটার ববকে বলল—তুমি লাইব্রেরিতে বসে কি তথ্য সংগ্রহ করে এনেছ বব।

—সেগুলো কি আর জানার প্রয়োজন আছে?

—অবশ্যই আছে।

অগত্যা বব তার নোটবই খুলে বসল। বলে গেল সে কি কি তথ্য সংগ্রহ করেছে।

ববের খাতার লেখাগুলো পড়া শেষ হওয়া মাত্র পীট বলল—আশ্চর্য, কায়্যারি অ্যাই এত সাংঘাতিক আর বিপদজনক পাথর। আমি ভেবে পাচ্ছি না এত বিপদ জানা সত্ত্বেও কেন সবাই ওই পাথরটার পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছে। বরং ওই পাথরটাকে প্রত্যেকের উচিত নিজেদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে দূরে সরিয়ে রাখা।

পীটের কথার পাল্টা জবাব দিয়ে বব বলল—তোমার কথা না হয় মানছি, কিন্তু একথাও সত্যি যদি পাথরটা পঞ্চাশ বছর কোন লোকের দ্বারা স্পর্শিত না হয়, যদি কারো দৃষ্টির মধ্যে না থাকে তাহলে সেটা পরম পবিত্র হয়ে উঠবে—এটাও সত্যি?

—হ্যাঁ তা সত্যি, কিন্তু লোকে বুঝবে কি করে যে পঞ্চাশ বছর পাথরটা কারো দ্বারা স্পর্শিত হয়নি। ব্যাপারটা তো বিপদজনক।

জুপিটার কিন্তু কোন কথা বলল না। সে চুপ করে বসে আগের মতই কি ভাবছিল।

গ্যাস বলল—আমার কাছে এখন কিন্তু গোটা ব্যাপারটা জলের

অত পরিষ্কার বলে মনে হচ্ছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি কেন আমার মহান খুড়োদাদু নিজেকে মৃত বলে এতদিন অভিনয় করেছিলেন।

—কেন গ্যাস?

—খুব সহজ, তিনি পাথরটাকে গোপনে লুকিয়ে রাখার জন্যই এই পরিকল্পনা করেছিলেন। তার ধারণা ছিল পঞ্চাশ বছর পার হলে তিনি বিপদমুক্ত হয়ে পাথরটাকে বিক্রি করবেন। আর সেই কারণেই তিনি পঞ্চাশটা বছর অত্যন্ত গোপনে নিজের সমস্ত অস্তিত্বকে লুপ্ত করে অন্য নামে অন্য পরিচয় নিয়ে একা একা দিন কাটাচ্ছিলেন। আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত নিজের মৃত্যু আসন্ন জানতে পেরেই তিনি পাথরটাকে আমার উদ্দেশ্যে রেখে যান। পাথরটা যে পঞ্চাশ বছর অর্পিত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই যে ওটা এখন পবিত্র হয়ে উঠেছে।

গ্যাস তার আবেগ মিশ্রিত বক্তব্য শেষ করা মাত্র জুপিটার বলল—তোমার বক্তব্য সঠিক গ্যাস, তুমি ঠিক ধরেছ। তবে ওই পবিত্র পাথর কালো গোঁফয়ালা লোকটির কবলে। ওর কবল থেকে কি করে ওই পাথর আমরা ছিনিয়ে আনব এখন আমাদের সেই পরিকল্পনাই করা উচিত।

—কিন্তু তা কি করে সম্ভব।

—কি করে সম্ভব তা বলতে পারব না, তবে আমাদের চেষ্টা করতে হবে, ভাবতে হবে।

—তাহলে কি কালো গোঁফয়ালা লোকটির অনুসন্ধান আমরা করব?

—উঁহু এত বড় শহরে তার খোঁজ পাবে কি করে?

—কেন? আমাদের ভুতুড়ে কোন এই খবর এনে দিতে পারবে না।

জুপিটার হেসে বলল—না বব, মনে হয় কারো পক্ষে আর ওই লোকটির সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ আমি আগেও বলেছি লোকটির ওই গোঁফটি তার নিজস্ব নয়—ওটা তার ছদ্মবেশ। যদি

সে তার গোঁফটি খুলে ফেলে তাহলে তাকে সনাক্ত করবে কি করে ?'

—ঠিক কথা, এইরকম ক্ষেত্রে লোকটাকে খুঁজে বার করা অসম্ভব। বব ও পীট দুজনেই নিরুত্তর। তারা তাকিয়েছিল জুপিটারের দিকে। কি বলে সে শোনার জন্য। কিন্তু জুপিটার কোন কথা বলল না। কি বলবে সে—তার মাথায় কোন চিন্তাই কাজ করছে না।

চারজনেই চুপচাপ বসেছিল। ভাবছিল গোটা ব্যাপারটা নিয়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেল পায়ের শব্দ। বোঝা গেল কেউ যেন দ্রুত পায়ে অফিস ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে।

পীট বলল—কেউ যেন আসছে এদিকে।

বব বলল—কোন খদ্দের কি, এত রাত্রে ?

জুপিটার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—তোমরা বস, আমি দেখছি।

জুপিটার কয়েক পা হেঁটে দরজার সামনে পৌঁছনো মাত্র থমকে দাঁড়াল। দেখতে পেল আধো অন্ধকারে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক ছায়ামূর্তি।

—গুড ইভনিং, আমাকে চিনতে পাচ্ছ ?

থতমত অবস্থায় জুপিটার বলল—হ্যাঁ চিনতে পেরেছি।

—ধন্যবাদ, তো আমার খবর কিছু হল।

এবার অফিস ঘরের আলোর সামনে এসে দাঁড়াল লোকটি। বব, পীট, গ্যাস সবাই এবার পরিষ্কার ভাবে লোকটিকে দেখতে পেল। অস্ফুটস্বরে পীট ববকে বলল—এ তো সেই কপালে তিনটি উল্কির দাগয়ালা লোকটা, এ আবার এসেছে কেন ?

বব কোন জবাব দিল না। শুনতে পেল জুপিটার তাকে বলছে—আপনার হাতে তুলে দেওয়ার মত মূর্তিটি খানিক আগে ভেঙ্গে গেছে। আমরা সেই বিষয়েই আলোচনা করছিলাম। আমি জানতাম আপনি আসবেন।

জুপিটারের কথায় লোকটি যেন চটে উঠল। বলল—তোমরা

অ্যাগাস্টাসের আবক্ষমূর্তিটি ভেঙে ফেলেছ ? আশ্চর্য, তোমরা ভাঙলে কি করে ? তোমরা জান না ওর মধ্যে কি ভয়ঙ্কর একটা বস্তু লুকনো ছিল।

—জানি স্যার। একজন খদ্দের মূর্তিটি আমার হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার সময় ওটা মাটিতে পড়ে ভেঙে যায়। মনে হয় মূর্তিটি ভেঙে যেতে ওর ভিতর থেকে কিছু একটা মাটিতে পড়ে যায় এবং লোকটি তা' দ্রুত তুলে নিয়ে পকেটে রাখে। কিন্তু সে কি নিয়েছে বা জিনিসটা দেখতে কেমন তা আমরা ঠিক বলতে পারব না। তবে ওই মূর্তিটার মধ্যে যে কিছু একটা ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জুপিটার কথাগুলো প্রায় একদমে বলে গেল। তার বক্তব্য শুনে বব, পীট ও গ্যাস সবাই অবাক। একি বলছে জুপিটার। তারা তো সবাই দেখেছে। তবু কেউ কোন কথা বলল না।

জুপিটারের বক্তব্য শুনে তিনটি উল্‌কির দাগয়ালা লোকটি এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তারপর ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলল—তোমরা সব কিছু দেখেছ ?

—যা দেখেছি তা তো আপনাকে বললাম স্যার।

—আচ্ছা লোকটাকে দেখতে কেমন ? ওর কি কালো গোঁফ ছিল ?

—হ্যাঁ স্যার।

—চোখে রঙিন কাচের চশমা ছিল ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা ওই লোকটা ভেঙে যাওয়া মূর্তিটা থেকে যে বস্তুটি কুড়িয়ে নিয়েছিল সেটি দেখতে ঠিক এইরকম ? কথাটা বলেই লম্বা চেহারার লোকটি তার হাতের ওপর একটা চকচকে লাল পাথর ধরল।

মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে পড়ল চার কিশোর। ওই লাল পাথর —কপালে তিন উল্‌কির দাগয়ালা লোকটির কাছে এলো কি করে ?

অস্ফুট স্বরে জুপিটার বলল—এতো "কায়্যারি অ্যাই"—সেই ভয়ঙ্কর রুবি।

এবার লোকটি মৃদু হেসে বলল—তোমরা তাহলে ফায়্যারি অ্যাই সম্পর্কে জেনে গেছ দেখছি। আমার ধারণা ছিল তোমরা কিছু জাননা। তারপর একটু হেসে বলল—এই পাথরের ভয়ঙ্কর দিকটার কথাও নিশ্চয় তোমাদের জানা আছে বলে মনে হয়।

জুপিটার শুধু নয়—ওর দলের কোন ছেলেই কোন উত্তর দিল না। গোটা ব্যাপারটাই তাদের কাছে নাটকীয় বলে মনে হচ্ছিল। তারা ভাবতে পাচ্ছিল না কপালে তিনটি উল্‌কির দাগয়ালা লোকটি ওই পাথর পেল কি করে? অন্তত আধ ঘণ্টা আগে ওই পাথর কালো গোঁফয়ালা লোকটি নিয়ে গেছে। তাহলে?

নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে এবার লোকটি বলল—আমার দিকে তাকাও, আমি তোমাদের কিছু নতুন জিনিস দেখাতে চাই। কথা বলে লোকটি তার স্বভাবসিদ্ধ হাতের লম্বা সরু ছড়িটি উঁচুতে তুলে ধরল।

সবাই তাকাল সেদিকে। লোকটি বলল—কি দেখছ এটা একটা লাঠি তাই না? এই দেখ?

এবার সে লাঠির মাথার দিকে আঙ্গুলের চাপ দেওয়া মাত্র একটা লম্বা ধারালো চকচকে ব্লেড বেরিয়ে এল। ভয়ে এবার কয়েক পা পিছিয়ে গেল সকলে।

লোকটি ওদের মুখের চেহারা দেখে মৃদু হাসল। তারপর বলল—আমি কি রকম অন্যমনস্ক দেখ, ব্লেড যে অপরিষ্কার হয়ে আছে সেদিকে আমার একদম নজর নেই। দাঁড়াও আগে ব্লেডটা আমায় পরিষ্কার করে নিতে দাও।

কথাটা বলে এবার লোকটি তার পকেট থেকে পাতলা সাদা কাগজের টুকরো বার করল। তারপর অত্যন্ত যত্ন সহকারে তা ধরল ব্লেডের ওপর।

সবিস্ময়ে চারকিশোর দেখতে পেল এক অদ্ভুত অদৃশ্য!

সাদা কাগজটা মুহূর্তে তাদের চোখের সামনে ভিজে লাল হয়ে গেল। লোকটি এবার আলগোছে ওদের মুখের চেহারা লক্ষ্য করে বলল—রক্ত বেরিয়ে আসা এই ব্লেডের কাছে খুব একটা শুভ চিহ্ন

স্বর। জানি না কার রক্ত চাইছে—ঠিক আছে সে কথা পরে ভাবব, আগে তোমাদের সঙ্গে কথা সেরে নিই।

কথা। কথা যেন হারিয়ে গেছে। সমস্ত শরীর ওদের হিম হয়ে গেছে ওই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে। এবার লোকটি ওদের কাছে আরো কয়েক পা এগিয়ে এল। তারপর নিজেই একহাতে ওই চোখের মত দেখতে তীব্র লাল পাথরটাকে ধরে অন্য হাত দিয়ে ব্লেডের শাণিত দিকটা তার ওপর ঘষতে লাগল। বেশ কয়েকবার ওই ভাবে পাথরটার ওপর ব্লেড ঘষার পর, পাথরটাকে জুপিটারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—ভাল করে পরীক্ষা করে দেখ তো, কিছু কি দেখতে পাচ্ছ?

ভয়ে ভয়ে হাত বাড়াল জুপিটার। তারপর হাতের তালুর ওপর চোখের মত আকৃতির লাল পাথরটাকে নাড়াচাড়া করে দেখতে লাগল। এবার জুপিটারের দিকে এগিয়ে গেল বব, পীট ও গ্যাস। তারাও লক্ষ্য করল পাথরটাকে।

লোকটি বলল—আহা ওভাবে নয়, ভাল করে পাথরটাকে চোখের সামনে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখ—কিছু দেখতে পাও কিনা?

এবার জুপিটার পাথরটাকে চোখের ওপর ভালভাবে ধরল। তারপর বলল—পাথরটার গায়ে এইভাবে ঘষার দাগ পড়ল কি করে। রুবি তো অনেক শক্ত পাথর, একটা নিটল ব্লেড দিয়ে তো তার গায়ে দাগ দেওয়া যায় না।

জুপিটারের বক্তব্য শুনে মনে হয় লোকটি খুশি হল। বলল—ঠিক বলেছ। সত্যিকার রুবি হলে এর আগে কোনরকম দাগ পড়ত না। কাজেই বুঝতে পাচ্ছ, আসল পাথরটা এখনও আমাদের আড়ালেই আছে—ওটাকে আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে।

জুপিটার থমকে গেল।

এবার লোকটি তার হাতের লাঠিটিকে আঙুলের চাপে স্বাভাবিক করে নিয়ে বলল—কালো গোঁফওয়ালা লোকটির কাছ থেকে এটা আমি পেয়েছি। এই পাথরটাই ওই ভেঙ্গে যাওয়া অ্যাগাস্টাসের মূর্তির মধ্যে লুকানো ছিল। আমার মনে হয় আসল পাথরটা অন্য

কোন অ্যাগাস্টাসের আবক্ষের মধ্যে লুকানো আছে।

—কিন্তু অন্য মূর্তিগুলো তো বিক্রি হয়ে গেছে।

—তা জানি, তবু আমি সেই বিক্রি হওয়া মূর্তিটাই চাই। আর এই ব্যাপারে তোমরাই পার আমাকে সাহায্য করতে। তারপর একটু থেমে হাতের ছড়িটা জুপিটারের সামনে নাচাতে নাচাতে বলল —আমি তোমাদের ওপর যথেষ্ট বিশ্বাস রাখি। আমি চাই না এই সামান্য কাজের জন্য তোমাদের কোনরকম হুমকি দিতে। তোমরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান, মনে হয় আমার কথা পরিষ্কার বুঝতে পাচ্ছ।

জুপিটার তাকাল একবার। দেখল লোকটির চোখ জোড়া হিংস্র হায়নার মত জ্বলজ্বল করছে। চোখে চোখ পড়তেই জুপিটার চোখ সরিয়ে নিল। এবার উল্কির দাগয়ালা লোকটি ঠাণ্ডা গলায় বলল— আমার কথাটা মনে রেখ, তোমাদের টেলিফোনের অপেক্ষায় থাকলাম। আশা করি তোমরা ওই মূর্তির সন্ধান পেলেই আমাকে জানাবে।

লোকটি চলে গেল।

তারপরেও বহুক্ষণ চারকিশোর চুপচাপ বসেছিল। কেউ কোন কথা বলতে পারছিল না। মনে হয় গোটা ব্যাপারটা তাদের ধাতস্থ হতে সময় নিচ্ছিল।

প্রথম কথা বলল পীট। বলল—উফ্ কি ভয়ঙ্কর, এখনও আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আছে।

—মনে হয় লোকটা নিশ্চয় কালো গোঁফয়ালা মানুষটাকে মেরে ফেলেছে। ওর কথাবার্তা শুনে তো তাই মনে হল। নিজের স্বার্থের ব্যাপারে লোকটা অসম্ভব নির্দয়।

গ্যাসের কথাকে সমর্থন করে পীট বলল—আমারও তাই অনুমান। কিন্তু একটা কথা, এই লোকটা এত তাড়াতাড়ি কালো গোঁফয়ালা লোকটির সন্ধান পেল কি করে? মাত্র আধ ঘণ্টা আগের ঘটনা— এর মধ্যে জল এতটা গড়াল কি ভাবে।

এবার জুপিটার কথা বলল। সে তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল—আসল রহস্য আরও গভীরে। তবে আমার প্রশ্ন অন্য?

কি প্রশ্ন তোমার ?

জুপিটার বলল—মিস্টার অ্যাগস্ট অথবা কোন একটা নকল রুবি অ্যাগাস্টাসের আবক্ষমূর্তির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন—কি তার উদ্দেশ্য ছিল ? তিনি কি নিজেও জানতেন না, যে রুবিটি তিনি লুকিয়ে রেখেছেন সেটা আসল রুবি নয়। নাকি কোন দুর্বৃত্ত যাতে চট করে আসল রুবিটির সন্ধান করতে না পারে তারজন্য তিনি অ্যাগাস্টাসের মূর্তির মধ্যে ওই নকল রুবিটি লুকিয়ে রেখেছিলেন ?

জুপিটারের মাথার মধ্যে তখন একরাশ প্রশ্ন জট পাকিয়ে ছিল। সে একের পর এক নিজেকে নিজের কাছে প্রশ্ন করতে লাগল। আচ্ছা যদি তাই হয় তাহলে আসল রুবিটা কোথায়। আমরা তো ভাঙ্গা আবক্ষমূর্তি থেকে ওই নকল রুবিটি ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাইনি। মানে অন্য কোন ইনডিকেশন? তাহলে—তাহলে নিশ্চয় আসল রুবিটি অন্য কোন আবক্ষমূর্তির মধ্যে লুকানো আছে ? মানে অন্য কোন অ্যাগাস্টাস্ ? কিন্তু আর কোন্ অ্যাগাস্টাস্···অন্য যে মূর্তিগুলো পাওয়া গিয়েছিল, তার মধ্যে এমন কোন অ্যাগাস্টাসের মূর্তি আছে—আমার তো মনে পড়ছে না কিছুই ?

হঠাৎ জুপিটারকে থামিয়ে দিয়ে বব উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল—আমার মনে পড়েছে জুপ, ওই মূর্তিগুলোর মধ্যে আর একজন অ্যাগাস্টাসের আবক্ষমূর্তি নিশ্চয় আছে। যার পরিচয় আমরা ঠিক জানতাম না।

—কার কথা বব ?

—অ্যাক্টেভিয়্যান।

জুপিটার তাকাল ববের দিকে। বব বলল—আজ আমি ডিনার টেবিলে বসে বাবার কাছ থেকে এই তথ্যটা সংগ্রহ করেছি জুপ। তিনি আমাকে রোমান সম্রাট অ্যাকটেভিয়্যানের কথা বলেছেন। এই মানুষটির আর একটি নাম হল অ্যাগাস্টাস্—আর এই নামানুসারেই অ্যাগাস্টাসের নামকরণ করা হয়েছে।

জুপিটার অপলক চোখে তাকিয়েছিল ববের দিকে। কোনরকম

বাধা না পেয়ে বব ঠিক আগের মত কণ্ঠস্বর গলায় নিয়ে বলল—আমার ধারণা এই তথ্যটি সাধারণ মানুষের জানা না থাকলেও গ্যাসের খুড়োদাছু অবশ্যই জানতেন। আর জানতেন বলেই তিনি অ্যাগাস্টাস্ অফ পোল্যাণ্ডের আবক্ষমূর্তিটার সঙ্গে রেখেছিলেন অ্যাকৃটেভিয়ানের আবক্ষমূর্তিটি। যার মধ্যে আমার ধারণায় সকলকে আড়াল করে তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন অমূল্য সেই পাথরটি। তারপর একটু থেমে বললেন—এখন আমি গ্যাসের খুড়োদাছুর সংকেত চিঠির অর্থ বুঝতে পেরেছি। অ্যাগস্ট তোমার সৌভাগ্য বলতে তিনি অ্যাকৃটেভিয়ানের আবক্ষমূর্তিটিকেই বোঝাতে চেয়েছেন—কি জুপ তোমার কি মনে হয়?

এতক্ষণে জুপিটার কথা বলল। তার চোখ জোড়া অসম্ভব উজ্জল দেখাল। বলল—তোমার অনুমান সঠিক বব, আমি ঠিক এই রকম একটা কিছুই সন্দেহ করছিলাম।

পীট সবিস্ময়ে বলল—আমি কিন্তু ভাল বুঝতে পাচ্ছি না, তোমরা কি বলছ। সব কিছু কেমন যেন গোলমালে লাগছে।

জুপ তাকাল পীটের দিকে। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল—সবে তো গোলমালের শুরু পীট, এখন আরও বড় ধরনের গোলমালের জন্ম আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তবে সবার আগে আমাদের লক্ষ্য হবে ওই অ্যাকৃটেভিয়ানের আবক্ষমূর্তিটি খুঁজে বার করা।

ঘটনা নতুন দিকে মোড় নিল।

আবার নতুন করে শুরু হল ভাবনা-চিন্তা। এবার লক্ষ্য বিক্রি হয়ে যাওয়া অ্যাকৃটেভিয়ানের আবক্ষমূর্তি খুঁজে বার করা। জুপিটার মনে মনে তারিফ করল মিস্টার অ্যাগস্টের বুদ্ধিকে। সত্যি ভদ্রলোক একজন রহস্য প্রিয় মানুষ ছিলেন—তাহলে ব্যাপারটাকে এমন তালগোল পাকালেন কি করে। আসল পাথরটি যে এখন নিখোঁজ তাতে জুপিটারের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তবু সে ববকে উদ্দেশ্য করে বলল—দেখ বব, আমাদের পক্ষে আর সময় নষ্ট করা মনে

হয় ঠিক হবে না, এখুনি আমাদের অ্যাকুটেভিয়্যানের আবক্ষমূর্তির খোঁজে মননিবেশ করতে হবে।

—কিন্তু মূর্তিটি খুঁজে পাবে কি করে জুপ? কার কাছে বিক্রি করা হয়েছে তাতো আমরা জানি না।

জুপিটার এবার কড়া চোখে তাকাল পীটের দিকে। বলল—তুমি মাঝে মাঝে খুব বোকা হয়ে যাও পীট। মাথাটাকে খেলাবার চেষ্টা কর। নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস না থাকলে গোয়েন্দাগিরি করা যায় না।

পীট লজ্জা পেয়ে গেল। সে মাথা নিচু করে বসে থাকল। বুঝল সত্যিই এই জাতীয় মন্তব্য করা সমুচীন হয়নি। এর আগেও তারা এই ধরনের কাজ অনেক করেছে এবং কাজগুলো কিভাবে করা হয় তাও তার জানা।

গ্যাস কিন্তু একেবারে নতুন। সে গোয়েন্দা নয় তাছাড়া এই জাতীয় তদন্তের কাজে সে অভ্যস্ত নয়। কাজেই তার ভীষণ ভয় করছিল। আর ভয়টা তার বেশি হয়েছে ওই কপালে তিনটি উল্কির দাগয়ালা লোকটির ভয়ঙ্কর আচরণ দেখে। কি ভয়ঙ্কর লোকটির চাউনি। তার হাতে রাখা ছড়ির মধ্যে লুকিয়ে রাখা ধারাল ব্লেডটার কথা মনে হতেই শরীর হিম হয়ে এল গ্যাসের। তার মনে হল ওই লোকটি তাদের সহজে ছাড়বে না। ওর হাতের তীক্ষ্ণ ছুরি এক সময় না এক সময় রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠবে। তাই সে কিছুটা ক্ষীণ গলায় জুপিটারকে বলল—আমি কি তোমাদের আলোচনার মধ্যে একটা কথা বলতে পারি জুপ?

—কি বলবে গ্যাস, বলো।

গ্যাস বলল—আমার মনে হয়, এই ব্যাপারে আমাদের আর না এগুনোই ভাল। এতে জীবন সংশয়ের আশঙ্কা আছে।

জুপিটার তাকাল তার দিকে। ছ'চোখে স্থির দৃষ্টি। বলল—তোমার এই চিন্তা কেন মনে এল গ্যাস।

—আমি ওই লোকগুলোকে ভয় পাচ্ছি। মনে হচ্ছে ওই ভয়ঙ্কর

লোকগুলোর দ্বারা আমাদের কোন ক্ষতি হতে পারে।

জুপিটার এবার হাসল। বলল—তুমি নিশ্চয় ওই ভয়ঙ্কর লোকটিকে বেশি ভয় পাচ্ছ। ওর হাতের ওই ম্যাজিক তরবারি তোমাকে খুব ঘাবড়ে দিয়েছে বলে মনে হয়– কি তাই তো?

—ঠিক তাই।

—ওকে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। ওর পক্ষে আমাদের কোন ক্ষতি করা সম্ভব নয়। তারপর একটু থেমে বলল—আর ওর দ্বারা যদি কোন ক্ষতি হয় তো সে ক্ষতি আমার হবে তোমার নয়। লোকটা আমাকেই নজর করেছে বেশি। আমি ওর টার্গেট।

—তা জানি।

—তাহলে আর এসব কথা বলো না। কাজে যখন নেমেছি তখন আমাকে তার শেষ দেখতেই হবে।

—গ্যাস চুপ করে গেল।

এবার জুপিটার ববের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল—আমাদের আর অযথা কথা বলে সময় নষ্ট করার কোন দরকার নেই বব। উচিত হচ্ছে এখনি কাজ শুরু করা।

—কি শুরু করবে, ভুতুড়ে ফোন?

—হ্যাঁ। গোস্ট টু. গোস্ট হুক্‌আপেই একমাত্র সম্ভব হবে অ্যাক্‌টেভিয়্যানের সন্ধান পাওয়া।

—তাহলে তুমিই শুরু কর।

জুপিটার বলল—তোমরা তোমাদের বন্ধুদের বলবে আগামীকাল বেলা দশটার পর তোমাদের ঠিকানায় ফোন করে খবরটা জানাতে।

বব ও পীট ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

প্রথম টেলিফোন করল জুপিটার তার প্রিয় পাঁচ বন্ধুকে। তাদের নির্দেশ দিল আরও পাঁচজনকে খবর জানাতে। জুপিটারের পর ফোন করল একে একে বব ও পীট।

গ্যাস অবাক হয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। এই ব্যাপারে তার কোন চাক্ষুস অভিজ্ঞতা ছিল না—এই প্রথম। মনে মনে ভাবছিল

কি দারুণ ব্যাপারই ঘটতে চলেছে—কিছুক্ষণের মধ্যে এই পনেরজন ছেলের মাধ্যমে খবরটা গোটা শহরের পনের হাজার কিশোর কিশোরীর মধ্যে পৌঁছে যাবে।

জুপিটার এক সময় কব্জি উল্টে হাতঘড়িটা দেখল। তারপর বলল গ্যাসকে লক্ষ্য করে—এখন অনেক রাত হয়ে গেছে। এত রাত্রে হলিউডের হোটেলে তোমার ফিরে যাওয়ার দরকার নেই গ্যাস। আজকের রাতটা তুমি আমাদের কাছেই থেকে যাও।

পীট গ্যাসের দিকে তাকিয়ে বলল—খুব ভাল প্রস্তাব। তুমি জুপিটারের সঙ্গে আজকের রাতটা কাটিয়ে দাও। এত রাত্রে তোমার হোটেলে ফেরা ঠিক হবে না।

গ্যাস আপত্তি করল না।

বলল—বেশ তাই হবে, আমি জুপিটারের কাছে থাকছি। আর তোমরা !

—আমাদের বাড়িতে ফিরতেই হবে। তাছাড়া আমরা দুজনেই কাছাকাছি থাকি। আর আমাদের দুজনেরই বাইক আছে কোন অসুবিধে হবে না।

কথাটা বলে প্রথমে বব ও পরে পীট উঠে দাঁড়াল। জুপিটার বলল—কাল সকালে যে যত তাড়াতাড়ি পারবে অফিসে চলে আসবে। মনে রেখ সকাল দশটার পর থেকে আমাদের দপ্তরে ভূতেরা খবর পৌঁছে দিতে শুরু করবে।

—জানি জুপ, তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। এই ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব কম নয়। এখন চলি।

—বিদায়।

—বিদায়।

বব ও পীট মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

টেলিফোনে ভুতুড়ে ফোনের খেলা যে শুরু হয়ে গেছে তা বাড়িতে পৌছেই বুঝতে পারল বব। ড্রইংরুমে ঢুকে দেখতে পেল বাবাকে টেলিফোনের সামনে উদ্বিগ্ন অবস্থায় বসে থাকতে। ঘন ঘন ডায়েল করছেন তিনি। তার মুখচোখে অসম্ভব বিরক্তি। বব বুঝতে পারল, তার বাবা মনে হয় কোন নাম্বারে ফোন করার চেষ্টা করে বার বার ব্যর্থ হচ্ছেন। লাইন এ্যনগেজ আছে নিশ্চয়।

বব এবার ধীর পায়ে বাবার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর কাছে পৌছে প্রশ্ন করল—কি ব্যাপার বাবা, মনে হয় টেলিফোনে কোন গোলমাল হয়েছে।

ববের বাবা তাকালেন ববের দিকে। তারপর বললেন—কি ব্যাপার বুঝতে পাচ্ছি না। আমার একটু কাগজের অফিসে টেলিফোন করার দরকার, খুব জরুরী একটা ইনফরমেশন আছে। অথচ আধ ঘণ্টা হয়ে গেল লাইন পাচ্ছি না।

—সেকি। বব সবিনয়ে বলল।

—হ্যাঁ। আধ ঘণ্টার মত সময় ধরে রকিবীচের গোটা সারকিট এ্যনগেজ হয়ে আছে। এমন তো হওয়ার কথা নয়। টেলিফোনের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এখন যেন রকিবীচে যুদ্ধকালিন পরিস্থিতি চলেছে।

বব হাসল। এবার তার বুঝতে বাকি থাকল না ব্যাপারটা আদপে কি ঘটেছে। নিশ্চয় তাদের ভুতুড়ে বাবুরা টেলিফোনে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। মনে মনে তাই সে হাসল। তারপর বলল—এখন চট করে লাইন ক্লিয়ার পাবে বলে মনে হয় না। আর কিছুক্ষণ বাদে চেষ্টা করে দেখ, লাইন পাও কিনা। কথাটা বলে বব বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে। তারপর নিজের ঘরে প্রবেশ করে কোনরকমে জুতো-জোড়া পায়ের থেকে খুলে সটাঙ শুয়ে পড়ল বিছানায়। শরীর যেন তার চলছে না। ঘুমে চোখ জুড়ে আসছে। সারাদিন ধকল গিয়েছে। দু'চোখ বন্ধ করে সারাদিনের ঘটনাগুলো মনে মনে বিশ্লেষণ করতে করতে কখন যে বব ঘুমিয়ে পড়েছিল কে জানে।

ঘুমের মধ্যে সে দেখতে পেল এক আশ্চর্য স্বপ্ন।

স্বপ্নে দেখল সে যেন ভারতবর্ষে গিয়েছে। বিরাট এক জঙ্গলের মধ্যে সে একা দাঁড়িয়ে। তার সামনে একজন ভারতীয় আদিবাসী। লোকটি ঘোড়ার ওপর বসে আছে। হাতে লকলকে সরু ছড়ির মত একটা ধারাল তরবারি।

স্বপ্নটা কতক্ষণ ধরে দেখছিল তার খেয়াল ছিল না। একসময় ওই লকলকে তরবারি তার বুক লক্ষ্য করে এগিয়ে আসতেই ভয় পেয়ে গেল বব। ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। তারপর দু'হাত ধরে ভাল করে চোখ জোড়া রগড়ে নিল। বুঝল সে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল।

বাইরে তখন সূর্য উঠে গেছে।

ভোর যে অনেকক্ষণ হয়েছে বুঝতে পারল বব। দ্রুত উঠে পড়ল বিছানা থেকে। মনে পড়ল জুপিটার তাদের খুব সকালে অফিসে পৌঁছতে বলেছিল।

দ্রুত মুখ হাত ধুয়ে বেরিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হয়ে নিল বব। কিন্তু মায়ের সামনে পড়ে যেতেই তার আর দ্রুত যাওয়া হল না। মা তাকে ব্রেকফাস্ট খেয়ে যেতে বললেন। বব কথা না বাড়িয়ে বাধ্য ছেলের মত বসে পড়ল খাওয়ার টেবিলে।

— কি ব্যাপার বব, তুমি এত তাড়াহুড়ো করছ কেন, ভালভাবে খাও।—কি এমন রাজকার্যে যাচ্ছ শুনি, যাবে তো ওই জুপিটারের বাড়িতে।

বব খেতে খেতেই বলল— হ্যাঁ, আজ আমাদের জরুরী একটা মিটিং আছে।

মা বললেন—তোমরা সব এতটুকু ছেলে, কি এমন তোমাদের রোজ রোজ মিটিং থাকে জানি না। আমাকে বলবে কিসের বিষয়ে তোমাদের মিটিং আছে।

বব হেসে বলল—আমরা জোন্স ইয়ার্ড থেকে বিক্রি হয়ে যাওয়া একটা মূর্তির খোঁজ করছি। ওই মূর্তিটা আমাদের বন্ধু গ্যাসের। ও

ওই মূর্তিটার জন্য ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছে।

—তা না হয় বুঝলাম, এর জন্য এত ব্যস্ততা যে ভালভাবে খাওয়ার পর্যন্ত সময় দিতে পাচ্ছ না। মূর্তিটা কোথাও না কোথাও আছে, ওটা তো আর হেঁটে অন্য কোথাও চলে যেতে পারবে না।

বব আর কথা বাড়াল না। সে বুঝল মায়ের কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা তার পক্ষে সমুচীন হবে না। বিস্তারিত বিবরণ শুনলে মা হয়ত ভয় পেতে পারেন। তাকে হয়ত আর বাড়ির বাইরে যেতে দেবেন না। তাই সে চুপ করে ভাল ছেলের মত খেতে শুরু করল।

খেতে বেশি সময় নিল না বব। খাওয়া শেষ হতেই সে ঝড়ের মত বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল জোন্স স্যালভেজ ইয়ার্ডের উদ্দেশ্যে।

ববের বাড়ি থেকে জোন্স স্যালভেজ ইয়ার্ডের দূরত্ব মাত্র তিন কিলোমিটার। কাজেই বাইকে রাস্তাটুকু পার হতে বব বেশি সময় নিল না। ইয়ার্ডে পৌঁছে সে বাইক থেকে নামল। দেখল মিসেস্ জোন্স অফিস ঘরে একাই বসে আছেন। হান্স আর কোনার্ড—ওরা দুজনে সামান্য একটু দূরে বসে কি যেন করছে।

ববকে লক্ষ্য করে মিসেস্ জোন্স ডাকলেন। বব এগিয়ে গেল অফিস ঘরের দিকে। কাছে যেতেই মিসেস্ জোন্স বললেন—তোমার জন্য একটা খবর আছে।

বব তাকাল।

মিসেস্ জোন্স বললেন—আধ ঘণ্টা হল জুপিটার, পীট আর ওই নতুন ছেলেটি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে। জুপিটার যাওয়ার আগে আমায় বলে গেছে আমি যেন তোমাকে খবরটা দিয়ে দিই। ও আসা পর্যন্ত তোমাকে তোমাদের আস্তানায় অপেক্ষা করতে বলেছে। আমি এতক্ষণ তোমার জন্যই বসেছিলাম। কথাটা বলে মিসেস্ জোন্স উঠে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার আগে আবার বললেন ববকে—দেখ বাপু তুমি অন্য কোথাও চলে যেও না, তাহলে জুপিটার ফিরে এসে আমার ওপর রাগারাগি করবে।

বব কোন উত্তর দিল না। তার মাথায় তখন অন্য চিন্তা। সে

ভাবছিল এই সাত সকালে দুই সঙ্গী নিয়ে জুপিটার কোথায় গেল। ফোনে খবর আসার কথা বেলা দশটার পর। সে তো এখনও অনেক সময় বাকি—তার আগে জুপিটার গেল কোথায়? তাহলে কি সে অন্য কোন ক্লু খুঁজে পেয়েছে। বব এবার আস্তে আস্তে ইয়ার্ডের পিছনে পরিত্যক্ত জঞ্জালগুলোর দিকে পা বাড়াল। ওদিকেই ওদের সেই আস্তানা।

নিজেদের আস্তানায় পৌঁছে বব এবার ছোট্ট টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। তার অনুমান মিথ্যে নয়। জুপিটার তার জন্য একটা নোট রেখে গেছে। টেবিলে চাপা দেওয়া কাগজটা হাতে তুলে নিল বব। চোখ বোলাল। দেখল কাগজে লেখা আছে—টেলিফোনের দিকে নজর রাখবে। আমাদের হঠাৎ করে অভিযানে যেতে হল। মাথা ঠাণ্ডা রাখবে। ইতি প্রথম তদন্তকারী গোয়েন্দা জে. জোন্স।

বব চিরকুটটা অনেকবার পড়ল। তার মাথায় এল না জুপিটার ঠিক কোথায় যেতে পারে। তবে টেলিফোনে যে ভূতেরা কোন খবর তাকে দেয়নি তা বুঝতে ববের কোনরকম অসুবিধে হল না। তাহলে?

মনের মধ্যে অনেক চিন্তা এলোমেলো এসে ভিড় করল। তবু বব কোনরকম স্থির ধারণা করতে পারল না জুপিটারের অভিযান সম্পর্কে। একসময় সে চমকে উঠল টেলিফোনের শব্দে। হাতঘড়িটা দেখল। আরে এখন যে দশটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়েছে।

দ্রুত হাতে টেলিফোনের রিসিভারটা হাতে নিল বব।

—হ্যালো, থ্রি ইনভেস্টিগেটরস্। আমি বব এ্যানড্রুস কথা বলছি।

—হ্যালো, আমি টমি কারেল কথা বলছি সানি বীচ থেকে। তোমাদের জন্য একটা খবর আছে। আমার এক দিদি জোন্স স্যালভেজ ইয়ার্ড থেকে বাগান সাজাবার জন্য একটা মূর্তি কিনে এনেছেন।

—কার মূর্তি বলতে পার? ওটা কি অ্যকুটেভিয়্যানের মূর্তি? বব জানতে চাইল।

ও পাশ থেকে টম নামের ছেলেটি বলল—তাতো ঠিক্ বলতে পারব না। ঠিক আছে তুমি একটু ফোনটা ধর, আমি জেনে নিয়ে তোমাকে বলছি।

বব রিসিভারটা ধরে রাখল। একটু বাদে ছেলেটি ঘুরে এসে ববকে জানাল—না যে মূর্তিটির খবর সে জানাচ্ছে সেটি মহামান্ত বিসমার্কের।

বব হতাশ হয়ে বলল—দুঃখিত, তাহলে তো তোমার খবরে আমাদের কোন কাজ হবে না। তবু ভাই তোমাকে ধন্তবাদ যে তুমি আমাদের জন্ত চেষ্টা করেছ।

টেলিফোন নামিয়ে রাখল বব। তারপর টেবিলে ফিরে এসে দ্রুত একটা কাগজ বার করে সমস্ত কেস রিপোর্টটা গুছিয়ে লিখতে শুরু করল। ববের কাজ হচ্ছে তদন্তের যাবতীয় তথ্য গুছিয়ে রাখা এবং সংগ্রহ করা। সেই কারণে রিপোর্ট লেখার দায়িত্বটি তার। সে জানে জুপিটার যে কোন সময় তার কাছ থেকে এই রিপোর্ট চাইতে পারে। কাজেই সময় যখন হাতে রয়েছে তখন রিপোর্টটি গুছিয়ে রাখাই ভাল।

বেশ কিছুটা সময় গেল ববের এই রিপোর্ট লেখার কাজে। সে ভেবেছিল ইতিমধ্যে সে হয়ত আরও কয়েকটা টেলিফোন পাবে। কিন্তু ওই একটি খবর ছাড়া আর কোন খবর তার হাতে এল না। বব এবার সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়ল। তবে কি এবার "গোস্ট টু গোস্ট হুক্-আপ" ব্যর্থ হল। ভূতুড়ে ফোনের দ্বারা আসল খবরটা জানা সম্ভব হল না! ভাবতে গিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল ববের। তারপর হাত ঘড়িটার দিকে তাকাল। এখন ঠিক দুপুর বারোটা। জুপিটারই বা কোথায় গেল পীট ও গ্যাসকে নিয়ে—তারাই বা এতক্ষণে ফিরে আসছে না কেন! মনে মনে অধৈর্য হয়ে উঠল বব। পায়চারি শুরু করল ছোট্ট ঘরটার মধ্যে।

হঠাৎ আবার শোনা গেল টেলিফোনের ঝনঝন শব্দ। বব একরকম দৌড়ে গিয়ে রিসিভার হাতে তুলে নিল।

—হ্যালো, থ্রি ইনভেস্‌টিগেটরস্‌। আমি বব এ্যাণ্ড্রুস বলছি।

—হ্যালো, আচ্ছা আপনারা কি অ্যাক্‌টেভিয়্যানের মূর্তিটির খোঁজ করছেন? এই মূর্তিটি আমার মা জোন্স স্যালভেজ ইয়ার্ড থেকে কিনেছিলেন বাগান সাজাবার জন্য। কিন্তু মূর্তিটির অবস্থা এত খারাপ যে বাগানে রাখা যায় না। তাই ওটা তিনি আমাদের পাশের বাড়ির একটা বাচ্চাকে উপহার দেবেন বলে ঠিক করেছেন।

বব দ্রুত জবাব দিয়ে বলল—না, না এমন কাজ করবেন না। আমরা চাই না আমাদের বিক্রিত কোন জিনিস কিনে কোন খদ্দের অসুবিধের মধ্যে পড়েন। আপনারা ওটা আপনাদের কাছেই রাখুন। আমরা গিয়ে আপনাদের টাকা ফেরৎ দিয়ে মূর্তিটা নিয়ে আসব।

—খুব ভাল কথা, আমি মাকে বলে রাখব আপনাদের কথা। ওপাশ থেকে মেয়েলি কণ্ঠে উত্তর ভেসে এল।

বব এবার জানতে চাইল মেয়েটির কাছে তার নাম-ঠিকানা।

সুরেলা কণ্ঠে মেয়েটি টেলিফোনে তার নাম ও ঠিকানা জানাল।

বব দ্রুত হাতে টুকে নিল নাম-ঠিকানা। তারপর স্মিতকণ্ঠে মেয়েটিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে নামিয়ে রাখল রিসিভার।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে বব এবার হাতের ঠিকানায় চোখ বোলাল। ঠিকানা দেখে সে আন্দাজ করল জায়গাটা ঠিক কোথায় হতে পারে। মনে হয় জায়গাটা হলিউডের দক্ষিণ দিকে হবে। এখান থেকে জায়গাটা বেশ কিছুটা দূরে।

তারপর ঠিকানা লেখা কাগজটা অতি যত্নে ভাঁজ করে রাখল পকেটে।

এখন জানা দরকার জুপিটার তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে কোথায় গেল?

তারা তো অনেকক্ষণ স্যালভেজ ইয়ার্ড ছেড়ে গেছে—

কোথায় গেল তারা?

এবার ওই তিন কিশোরের দিকে নজর করা যাক—তারা কোথায় এবং কি করছে।

হলিউডের উত্তর পশ্চিম দিকে জায়গাটা অসম্ভব নির্জন। এখানে পাহাড়ি রাস্তা ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। সামনে একটা গভীর গিরিখাত। এই অঞ্চলটা ডায়াল ক্যানিয়ান নামে বিখ্যাত। বড় একটা কোন মানুষজন এদিকে আসে না। আগে তবু কিছু লোকজন এদিকে বাস করত, এখন কেউ থাকে না বললেই চলে। জুপিটার ও পীটের বাইক ধীরে ধীরে সরু গিরিখাতের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। রাস্তাটা সামনের দিকে ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। সামনের দিকে কেবলমাত্র একটি রাস্তা— সে রাস্তাটা গিয়ে মিশেছে পাঁচিল ঘেরা একটা বড় বাড়ির সামনে।

দূর থেকে পাঁচিল ঘেরা বাড়িটাকে লক্ষ্য করে জুপিটার বলল— এই সেই বাড়ি। এখানেই জীবনের শেষদিনগুলো কাটিয়েছেন মিস্টার হেরোটিও অ্যাগস্ট।

জুপিটারের বাইকে বসেছিল গ্যাস। কথাটা কানে যেতেই সে তাকাল। বলল—উফ্ এখানে উনি একা একা থাকতেন কি করে, আমি তো একবেলাও এখানে কাটাতে পারব না।

জুপিটার বাইকটা থামিয়ে নেমে পড়ল। তারপর গ্যাসকে লক্ষ্য করে বলল—গ্যাস তাড়াতাড়ি নেমে পড়, আমরা কিন্তু এই বাড়িতে কেউ থাকতে আসিনি কেবল দেখতে এসেছি তিনি কেমন করে এখানে একা একা থাকতেন। অতএব সময় নষ্ট না করে চল আমরা বাড়িটার কাছে যাই।

ইতিমধ্যে পীটও নেমে পড়েছে বাইক থেকে। এবার পীট ও জুপিটার দুজনে তাদের বাইক দুটোকে সামনের লনে দাঁড় করিয়ে এগিয়ে গেল বাড়িটার দিকে। পরিত্যক্ত বাড়িটাকে দেখে অভিশপ্ত প্রাসাদ বলে মনে হচ্ছিল জুপিটারের। কোথাও কোনদিকে জীবনের চিহ্ন নেই। মনে হচ্ছে এক মৃত্যুপুরীর সামনে এসে তারা দাঁড়িয়েছে। সামনেই একটা বড় দরজা। জুপিটার দরজাটার সামনে এসে দাঁড়াল। পীট বলল—ভিতরে যাবে কি করে জুপ, আমরা তো চাবি নিয়ে আসিনি।

গ্যাস বলল—এখানে আসার আগে মিস্টার ডাইগিলের কাছ থেকে আমাদের চাবিটা চেয়ে নিয়ে আসলে ভাল হত।

জুপিটার কিন্তু কোন জবাব দিল না। সে গভীর চোখে বাড়িটাকে লক্ষ্য করছিল। পীট স্বভাব দোষে একটু চঞ্চল প্রকৃতির। তার পক্ষে ধৈর্য ধরে কিছু করা বা দেখা কোনটাই সম্ভব নয়। সেই কারণেই সে অধৈর্যতা প্রকাশ করে বলল—এক কাজ করলে হয় আমরা জানলা ভেঙ্গে চল ভিতরে ঢুকি। তাছাড়া মিস্টার ডাইগিলকে তো আমাদের মৌখিকভাবে বলা আছে।

জুপিটার এবার তাকাল পীটের দিকে। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল—অধৈর্য হয়ো না পীট, কোন জিনিস ভাঙ্গা ঠিক নয়।

—কিন্তু বাড়িটা তো ভাঙ্গা পড়বে।

—তা পড়বে, কিন্তু এখনও তো ভাঙ্গা হয়নি। তারপর একটু থেমে জুপিটার তার পকেট থেকে এক গোছা চাবি বার করে বলল—আমার কাছে বেশ কিছু চাবি আছে, এগুলো আমার নিজস্ব কালেকশন, মনে হয় এর যে কোন একটা দিয়ে আমরা অনায়াসে তালা খুলে ফেলতে পারব। কথাটা বলে জুপিটার চাবির গোছাটা হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তার পিছনে গ্যাস ও পীট অনুসরণ করল।

দরজায় হাত দিয়ে অবাক হয়ে গেল জুপিটার। আরে একি—দরজাটা-তো খোলাই আছে।

সে সামান্য ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। পীট বলল মনে হয় মিস্টার ডাইগিল এর মধ্যে আবার একবার এসেছিলেন। আসলে বাড়ির ভিতরে মূল্যবান কোন জিনিস নেই বলেই দরজাটা এইভাবে খোলা আছে।

—কি জানি হয়ত তাই হবে।

জুপিটার নিরুত্তাপ কণ্ঠে কথাটা বলল। তারপর ওরা তিনজনেই প্রবেশ করল বাড়িটার মধ্যে।

বিরাট বড় বাড়িটার ভিতরে দুদিকে বড় বড় ছটো করে ঘর।

ঘরগুলো যথেষ্ট বড় । চারদিকে ধুলো আর ঝুল জমে আছে । কোথাও কিছু নেই । মাটিতে ইতস্ততঃ পড়ে আছে কিছু দলা মুচড়ানো কাগজের টুকরো । জুপিটার একটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল । তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি বলে দিল এটা একটা বেডরুম । ঘরে ঢুকে জুপিটার চারদিকে গভীর দৃষ্টি বোলাল । তার চোখে এমন কিছু আকর্ষণীয় বস্তু নজরে এল না । ঘরের মধ্যে কিছু দেখতে না পেয়ে জুপিটার এবার সামনের ছোট্ট একটা লবি পার হয়ে উল্টোদিকের লাইব্রেরি রুমের মধ্যে প্রবেশ করল । ঘরটার চারদিক নানান ধরনের বই রাখার তাক দিয়ে সাজানো । দেয়াল পর্যন্ত দেখা যায় না । দেখে মনে হচ্ছিল ঘরটা যেন বই দিয়ে তৈরি । অথচ এমন একটা ঘরে এই মুহূর্তে একটিও বই নেই । তাকগুলো খালি পড়ে আছে ।

ঘরের মধ্যে ভাল আলো না থাকায় স্পষ্ট করে কিছু দেখা যাচ্ছিল না । এবারে জুপিটার ঠিক ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাকগুলোর দিকে তাকাল । তারপর বলল—দেখত পীট ওই যে দূরে তাকের ওপর একটা মোটা বই পড়ে আছে মনে হয়—

তুমি কি অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছ, তোমার সত্যি ক্ষমতা আছে জুপ । আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না ।

—আরে ভাল করে তাকাও না । তুমি তো আমার চাইতে লম্বা । পীট অগত্যা জুপিটারের নির্দেশ মত চোখ রাখার চেষ্টা করল । তার চোখে সত্যি কিছু পড়ল না । জুপিটার কিন্তু এবার আর কোন কথা বলল না । সে অবাক হয়ে অন্য কিছু যেন দেখতে লাগল ।

—কি দেখছ জুপ ?

জুপিটার আস্তে আস্তে বলল—একবারে শেষদিকে তাকাও—কিছু নজরে পড়ছে ?

—হ্যাঁ, মনে হচ্ছে একটা বুককেস ।

—ঠিক বলেছ, তবে সম্ভবতঃ ওটা বুককেস নয় ।

—তাহলে ।

—চল কাছে যাই তাহলে বুঝতে পারবে ।

এবার ওরা ওই দিকে হেঁটে গেল। এসে দাঁড়াল ঠিক সেই জায়গায়। দেখতে পেল একটা দরজা।

জুপিটার ওদিকে তাকিয়ে বলল আপাতদৃষ্টিতে এটাকে দেখলে একটা বই রাখার আলমারির দরজা বলে মনে হলেও—এটা কিন্তু তা নয় পীট।

—তাহলে কি বলে মনে হচ্ছে তোমার।

—মনে হয় এর ভিতর দিয়ে অন্য কোথাও যাওয়ার একটা রাস্তা আছে। মানে এর আড়ালে কোন গুপ্তকক্ষ আছে।

—বলো কি জুপ ?

—ঠিকই বলছি, বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখ।

এই বলে জুপিটার দরজাটা খুলে ফেলল। তারপর তারা অন্ধকারে আর কিছুই দেখতে পেল না।

পীট বলল—মনে হয় আমরা এই ঘর থেকে কোন গুপ্তধনের সন্ধান পেতে পারি।

জুপিটার এবার ফিসফিস স্বরে বলল—সঙ্গে নিশ্চয় টর্চ আননি।

—না।

—আমারই ভুল হয়েছে। আমার নিজেরই এটা খেয়াল করা উচিত ছিল। তো এক কাজ কর। এখুনি গিয়ে তুমি তোমার বাইক থেকে ইলেকট্রিক হেড লাইটটা খুলে নিয়ে এস।

জুপিটারের নির্দেশ পাওয়া মাত্র পীট ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল, বাইরে দাঁড় করানো বাইক থেকে হেড লাইট খুলে আনতে। খানিক সময়ের মধ্যে সে ফিরে এল। বাইকের হেড লাইটটা এগিয়ে দিল জুপিটারকে।

এবার জুপিটার আগে এগিয়ে গেল। ওর পিছনে পীট তার পিছনে গ্যাস। পীট বলল—তুমি কি আগে আগে থাকবে জুপ।

জুপিটার বলল—কোন ভয়ের মত ব্যাপার আছে বলে তো আমার মনে হয় না, যদি সত্যিই কোন গুপ্তধন থাকত তাহলে বাড়িটা এই ভাবে খোলা অবস্থায় পড়ে থাকত না।

পীট কিন্তু একেবারে সন্দেহ মুক্ত হতে পারল না। তবু সে কোন কথা বলল না। জুপিটার এবার আলো হাতে এগিয়ে গেল। অন্য ঘরগুলোর তুলনায় এই ঘরটা সামান্য ছোট। এই গুপ্তঘরের দেয়ালেও বইয়ের কিছু সেলফ তারা দেখতে পেল। সেইসঙ্গে নজরে পড়ল বেশ কিছু কঙ্কাল। জুপিটার কিন্তু কোনরকম ভয় পেল না। এবার তারা আর একটা ছোট ঘরে এসে প্রবেশ করল। এখানেও কিছু নেই। দেখে মনে হল এই ঘর থেকে অনেক আগেই সব কিছু সরানো হয়ে গেছে।

এবার ছোট ঘরটার চারদিকে চোখ রেখে পীট ঠোঁট উল্টে বলল —না, কিছু নেই ঘরটার মধ্যে।

—কিছু নেই? জুপিটার তাকাল পীটের দিকে। তারপর বলল—ভালভাবে নজর করে দেখত কিছু দেখতে পাও কিনা।

পীট বলল—আমার চোখে তো কিছুই পড়ল না।

এবার জুপিটার তার দিকে তাকিয়ে কিছুটা রূঢ় গলায় বলল— গোয়েন্দার কাজ করতে গেলে চোখ দুটোকে সব সময় সতর্ক রাখতে হয় পীট। আসলে তোমার চোখ জোড়া ভুল কোন জিনিস খোঁজার চেষ্টা করছে বলে, আমি যা বলছি তুমি দেখতে পাচ্ছ না।

পীট এবার সত্যি অস্বস্তি বোধ করল। তাকাল ছোট ঘরটার চারদিকে। কই কিছু তো তার চোখে পড়ছে না। এবার গ্যাস বলল —আমার মনে হয় জুপ, ওই সামনের দিকে সেলফের আড়ালে থাকা ছোট্ট দরজাটার কথা তুমি বলছ। ওই দরজাটাই এই ঘরের একমাত্র বৈশিষ্ট্য।

জুপিটার গ্যাসের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমার অনুমান ঠিক গ্যাস, বলতো এই রকম একটা ঘরে ওরকম একটা দরজার পাল্লা দেয়ালে আটকান থাকবে কেন? নিশ্চয় কোন কারণ আছে?

—তা তো নিশ্চয়, গ্যাস বলল।

জুপিটার বলল—খুব ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখবে ভারি অদ্ভুত কায়দায় দরজার পাল্লাটা দেয়ালের সঙ্গে জোড়া হয়েছে। আমার

ধারণা এটাই হল আসল গুপ্তকক্ষের দরজা। কথাটা বলে জুপিটার দরজার নিচটা ঘোরাল।

দরজাটা খুলে গেল। এবার হাতের আলোটা সামনে এগিয়ে ধরতেই তারা দেখতে পেল নিচে নামার কাঠের সিঁড়ি।

জুপিটার ভালভাবে চারদিক লক্ষ্য করে বলল—নিচে নিশ্চয় কোন গোপন ঘর আছে! চল আমরা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে দেখি কি আছে।

পীটের মনে হয় ঠিক ইচ্ছে ছিল না। সে কিছুটা ইতস্তত করে বলল—আমাদের তিনজনের একসঙ্গে নিচে নামা কি ঠিক হবে জুপ।

জুপিটার কোন কথার জবাব দিল না। একাই নামতে শুরু করল। জুপিটারের দেখাদেখি দেয়াল ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করল গ্যাস এবং পরে পীট।

এক সময় জুপিটার থামল। তার সামনে আবার একটা ছোট দরজা। এই দরজাটা খুলতে জুপিটারের কোন অসুবিধে হল না। এবার তারা ওই দরজাটা ডিঙিয়ে আর একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। ঘরের দেয়ালটা সম্পূর্ণ পাথরের। দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করা মাত্র এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস তারা অনুভব করল।

জুপিটার বলল—আমরা এখন পাতাল ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। তারপর গ্যাসের দিকে তাকিয়ে বলল—এই জাতীয় ঘরকে কি বলা হয় বলতে পার গ্যাস?

গ্যাস দ্রুত জবাব দিয়ে বলল—আমার মনে হয় এটি হল ভূ-গর্ভস্থ মদ্যভাণ্ডার। ঘরের মধ্যে যে রকমারি ঝোলান সেলফগুলো আছে সেগুলো দেখলেই বোঝা যায় এই ঘরটি মদ রাখার জন্য ব্যবহার করা হত।

—ঠিক বলেছ। এটি হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে একটি মদ্যভাণ্ডার। মদের বোতল সাজিয়ে রাখার জন্য ঘরের চারদিকে বেশ ভাল ব্যবস্থা করা আছে। মিস্টার অ্যাগস্ট যে কতটা গোপনীয়ভাবে দিন যাপন করতেন তা আমরা ভালভাবে বুঝতে পাচ্ছি। এরপর জুপিটার হাতের

আলোটা চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে বাগল। একসময় সে দ্রুত আলো নিভিয়ে সরে এল পীটের পাশে। তার ভঙ্গিমা দেখে বোঝা গেল সে যেন খুব ভয় পেয়েছে। পীট জুপিটারকে লক্ষ্য করে বলল
—কি হল জুপ, মনে হয় তুমি কিছু দেখে ভয় পেয়েছ?

—হ্যাঁ পীট, তুমিও একটু নজর করে পিছনের দরজাটার দিকে তাকিয়ে দেখ তাহলেই বুঝতে পারবে কেন আমি ভয় পেয়েছি। পীট জুপিটারের কথায় ছোট দরজাটার দিকে তাকাল। তার নজরে পড়ল ছোট্ট একটা আলোর রেখা। আলোটা ধীরে ধীরে যেন তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

পীট ফিসফিস করে বলল মনে হয় কেউ আসছে এদিকে।

—ঠিকই ধরেছ!

—তাহলে উপায়, আমরা এখন পালাব কি করে?

জুপিটার বলল, এক কাজ কর আমরা তিনজনে এস খোলা আলমারিগুলোর পিছনে আত্মগোপন করে থাকি।

ওরা দ্রুত এগিয়ে গেল তারপর একে একে তিনজনে আলমারির পিছনে গুটিসুটি মেরে দাঁড়াল। জুপিটার বলল ওদের দুজনকে, খুব সাবধান নড়াচড়া কর না, একটু নড়াচড়া করলেই কিন্তু আমরা ধরা পড়ে যাব।

গ্যাস ও পীট কোন জবাব দিল না। ভয়ে তখন ওদের শরীরটা হিম হয়ে গেছে।

এক সময় সেই ছোট্ট আলোর রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল। শুনতে পেল পায়ের শব্দ।

কারা যেন সেই পাতাল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। একজন বলল এই ছোট্ট মদ্যভাণ্ডার আমরা ইতিমধ্যে তল্লাস করে গেছি। আমাদের চোখে কিছুই পড়েনি। মনে হয় এই ঘরে অযথা খোঁজাখুঁজি করে কোন লাভ হবে না।

এবার অন্যজন কথা বলল। লোকটির কণ্ঠস্বর বেশ কর্কশ ধরনের। বলল—আমরা তো গোটা বাড়িটাই তন্নতন্ন করে খুঁজলাম।

আর এই ঘরটায় আধঘণ্টা ধরে আমরা এর আগে তল্লাসি করে গেছি। যদি সত্যি কিছু গোপনে লুকানো থাকত তাহলে নিশ্চয় আমাদের চোখে পড়ত। কি জ্যাকসন—তুমি কি কিছু বলবে।

জ্যাকসন পাশের লোকটিকে বলল—আমার আর কিছু বলার নেই। আমি যা জানতাম তা আমি সবই তোমাদের বলেছি। তবে আমার ধারণায় এই বাড়ির মধ্যে এমন কোন গোপন জায়গা আমার জানা নেই, যেখানে মিস্টার অ্যাগস্ট সেই মূল্যবান পাথরটি লুকিয়ে রাখতে পারেন। হাজার হোক আমি কুড়ি বছর ধরে তার কাছে ছিলাম।

কথাগুলো ওরা তিনজনেই আড়ালে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। জ্যাকসন নামটা কানে যেতেই পীট তাকাল জুপিটারের দিকে। এই নামটা তাদের শোনা বলে মনে হল। এই নামটাই তারা যেন শুনেছিল ডাইগিন্সের কাছে। যতদূর মনে আছে মিস্টার ডাইগিন্স বলেছিলেন মিস্টার অ্যাগস্টকে দেখাশুনো করার জন্য দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে তার একজন চাকর ছিল—তার নাম জ্যাকসন। জুপিটারের স্পষ্ট মনে পড়ল।

এবার শোনা গেল প্রথম মানুষটির কণ্ঠস্বর। বেশ জোরাল গলায় জ্যাকসন নামক লোকটিকে ধমক দিয়ে বললেন—দেখ জ্যাকসন, তুমি আমাদের সঙ্গে চালাকি করার চেষ্টা করো না। আমাদের হাতে সময় খুব কম। আমরা নিছক একটা পাথর নিয়ে খেলা করার জন্য এতদূর আসিনি—এর সঙ্গে অনেক টাকার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। আমরা আসল পাথরটা পেয়ে গেলেই তুমিও তোমার প্রাপ্য আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবে। তুমি কি টাকা চাও না?

এবার জ্যাকসন নামের লোকটি ম্লান গলায় বলল—আমার পক্ষে আর কিছু বলা সম্ভব নয়, আমি যা জানতাম সবই আপনাদের বলেছি। আমার মনে হয় ওই পাথর অন্য কোথাও লুকানো আছে যা আমি বা আমার স্ত্রী কেউ জানি না।

কর্কশকণ্ঠের লোকটি এবার চড়া গলায় বলল—অসম্ভব আমি

তোমার কথা বিশ্বাস করি না। কুড়ি বছর তুমি ওই ধুরন্ধর লোকটির কাছে ছিলে অথচ কিছুই তুমি জান না তা কি করে হয়। মাথা ঠাণ্ডা করে এখন সত্যি কথাটা বলার চেষ্টা কর।

—বললাম তো আমি জানি না।

এবার অন্য লোকটি বলল—মনে হয় সত্যি এই বুড়োটা কিছু জানে না। মিস্টার ওয়াটসন কাউকে বিশ্বাস করতেন না। তিনি যে এই বুড়োটাকে বিশ্বাস করে তাকে দেখিয়ে মূল্যবান পাথরটা লুকিয়ে রাখবেন এমন কথা মনে হয় না।

কর্কশকণ্ঠের লোকটি বলল—তা আমিও জানি। ওয়াটসন এমন মানুষ, যিনি নিজেকেও ভাল মত বিশ্বাস করতেন না। আমার মনে হয় যে মূল্যবান রুবিটা তার কাছে ছিল, সেটিকেও তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন ওই পাথরটাকে—যে করেই হোক ওই পাথরটার সন্ধান আমাদের পেতেই হবে। নকল একটা পাথর অ্যাগাস্টাসের আবক্ষমূর্তির মধ্যে লুকিয়ে রাখার পিছনে নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য ছিল।

—সেই উদ্দেশ্য হল যাতে নকল পাথরকে পেয়ে আমরা আর আসল পাথরটির সন্ধান না করি।

—তাহলে নিশ্চয় আসল পাথরটি কোথাও লুকানো আছে।

আলমারির আড়াল থেকে জুপিটার ওদের কথাগুলো মন দিয়ে শুনল। সে পরিষ্কার বুঝতে পারল এই লোকগুলো এখানে এসেছে মূল্যবান "ক্রায়্যারি অ্যাই"য়ের সন্ধানে। লোকগুলো মনে হয় কালো গোঁফওয়ালা লোকটির নয়ত বা কপালে তিন উল্কির দাগওয়ালা লোকটির দলের মনে হবে। তা যদি না হয় তাহলে তারা নকল পাথরটার কথা জানল কি করে?

এবার জুপিটার শুনতে পেল কর্কশ লোকটির কণ্ঠস্বর। সে তার সঙ্গীকে বলছে—দেখ হুগো, সময় নষ্ট কর না। আমাদের হাতে কিন্তু একদম বেশি সময় নেই। পাথরটা খুঁজে না পেলে আমাদের কি অবস্থা হবে বুঝতে পাচ্ছ। তারপর লোকটি জ্যাকসনের উদ্দেশ্য

বলল—দেখ জ্যাক, আর আমাদের সময় নষ্ট করার চেষ্টা কর না। আমার ধারণায় এই বাড়ির মধ্যে কোথাও না কোথাও ওই পাথরটি অবশ্যই লুকানো আছে। কিন্তু কোথায় থাকতে পারে—তাড়াতাড়ি বলে ফেল।

এবার ওয়াটসন কাঁদো কাঁদো কণ্ঠস্বরে বলল—আমাকে আপনারা বিশ্বাস করুন, আমি যা কিছু জানতাম সবই আপনাদের বলেছি। ঈশ্বরের নামে দিব্যি দিয়ে বলছি আমি এর বেশি আর কিছু জানি না। আমার মাথাতেও আসছে না এই বাড়ির মধ্যে আর কোথায় তিনি ওই পাথরটা লুকিয়ে রাখতে পারেন। তারপর একটু হেসে অনুনয়ের সুরে ওয়াটসন বলল—আমাকে দয়া করে আপনারা এখান থেকে চলে যেতে দিন। আমার স্ত্রী আমার জন্য সানফ্রান্সিসকোতে অস্থির চিত্তে অপেক্ষা করে আছে। তার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

কর্কশকণ্ঠের লোকটি এবার হেসে উঠল ওই হাসির শব্দ ঘরের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কি বিচিত্র ওই শব্দ —শিউরে উঠল পীট। তার শিরদাঁড়া বেয়ে তখন হিমস্রোত বয়ে চলেছে। তাকাল সে জুপিটারের দিকে।

এবার তারা শুনতে পেল অন্য লোকটি বলছে আমার মনে হয় এই বুড়ো গর্দভটা সত্যিই কিছু জানে না। ওকে অযথা আমাদের সঙ্গে রেখে কোন লাভ নেই।

— তা নেই, কিন্তু···। তারপর একটু থেমে কর্কশকণ্ঠের লোকটি বলল —আমাদের এই মুহূর্তে আর একজনকে দরকার।

—কার কথা বলছ হুগো।

—আমার মনে হয় জোন্স ইয়ার্ডের ওই মোটা ছেলেটা আমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে। আমি শহরে অনেকের কাছ থেকে খবর নিয়ে জেনেছি ওই ছেলেটিকে দেখতে মোটা বোকা শূয়রের মত মনে হলেও, আসলে ওর বুদ্ধিটা নাকি খুবই ধারাল। যে কোন জটিল সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা ওই ছেলেটি রাখে।

— তা নয় বুঝলাম, কিন্তু তাকে তুমি পাবে কোথায় ?

কর্কশকণ্ঠের লোকটি বলল—তাকে যে করেই হোক আমাদের পেতে হবে। আমি যতদূর খোঁজখবর নিয়েছি, তাতে জেনেছি ওর দলের ছেলেরাও ওই রুবির সন্ধান করছে। মনে হয় ওরা ভাবনা চিন্তায় আমাদের চাইতে এগিয়ে আছে অনেকটা। কাজেই ওকে বা ওর দলের কোন ছেলেকে আমরা পেলে আমাদের পক্ষে কাজটা করা সহজ হয়ে যাবে।

—তাহলে।

—এখানে দাঁড়িয়ে অযথা সময় নষ্ট না করে আমরা ওপরে গিয়ে আলোচনা করি আমাদের পরবর্তী কাজের বিষয়ে।

—বেশ তাই চল।

—অন্যজন সম্মতি জানাল।

আলমারির পিছনে দাঁড়িয়ে ওরা তিনজনই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল আগন্তুকদের কথাবার্তা। ওদের শেষ কথাগুলো শুনে এবার যথেষ্ট ভয় পেল পীট। জুপিটার যে ভয় পায়নি তা নয়—সেও যথেষ্ট ভয় পেয়েছিল। তবু সে তার আত্মবিশ্বাস হারাল না। নিজেকে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল। এক সময় ছোট্ট ঘরটা থেকে আলোর রেশটা মিলিয়ে গেল। একটু একটু করে অস্পষ্ট হয়ে গেল ছায়ামূর্তিগুলো। পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না। বোঝা গেল ওরা চলে গেছে।

এবার আলমারির পিছন থেকে ঘর্মাক্ত অবস্থায় বেরিয়ে এল তিনকিশোর। মুখগুলো অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না। নিস্তব্ধতা ভেঙে প্রথম কথা বলল গ্যাস—ওদের কথাগুলো শুনলে তো জুপিটার!

—শুনলাম।

— আমার ভীষণ ভয় করছে জুপ, মনে হচ্ছে আমরা কোন বিপদের মধ্যে পড়েছি। কথাটা বলে তাকাল জুপিটারের দিকে।

জুপিটার ঠাণ্ডা গলায় বলল—বিপদে এখনও পড়িনি, তবে আমরা বড় কোন বিপদের মধ্যে পড়তে চলেছি।

—তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালিয়ে যাই চল।

—সে ইচ্ছে আমারও আছে, তবে মনে হয় আমাদের পক্ষে পালানো খুব সহজ হবে না।

জুপিটারের কথায় চমকে তাকাল পীট। বলল—কেন পালানো সহজ নয় জুপ।

—মনে হয় যাওয়ার সময় ওরা ঘরের দরজাটা ওপাশ থেকে লক করে দিয়েছে।

—বলো কি—তাই?

জুপিটার স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল—আমার তো তাই অনুমান। একবার দেখ পরীক্ষা করে আমার কথাটা ঠিক কিনা।

—কথাটা বলে জুপিটার তার হাতের আলোটা জ্বালাল। আলোয় এবার তিনজন তিনজনকে স্পষ্ট দেখতে পেল। ওদের প্রত্যেকের মুখ চোখে আতঙ্কিত ভাব ছড়ানো। পীট এগিয়ে গেল দরজার দিকে। ছোট্ট দরজার নব ধরে ঘোরাল। তারপর হতাশ সুরে বলল তুমি ঠিকই বলেছ জুপ, ওরা দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা এখন এই ছোট্ট ঘরটার মধ্যে বন্দী।

—বন্দী।

গ্যাস সবিস্ময়ে বলল।

এই ছোট্ট ঘরে বন্দী থাকার অর্থ কি দাঁড়ায়। এই মুহূর্তে তারা লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন। কেউ তাদের খোঁজ রাখবে না। কেউ জানবে না তারা কোথায় আছে। কেউ এই ঘরে আর যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ আমাদের আটক থাকতে হবে। আটকে থাকতে হবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা···হয়ত বা যতক্ষণ না পর্যন্ত এই বাড়িটি ভাঙ্গা পড়ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই পাতাল ঘরে তাদের বন্দী থাকতে হবে···গোটা পরিস্থিতি চিন্তা করতে গিয়ে শিউরে উঠল গ্যাস।

সে বলল আমার তো এখুনি দমবন্ধ হয়ে আসছে জুপ।

জুপিটার হেসে বলল—দমবন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

তবে কতক্ষণ এই ঘরে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে বলে দাও।

এবার পীট বলল ওই লোকগুলো সম্পর্কে তুমি কিছু অনুমান করতে পার জুপ।

জুপিটার বলল—আমার মনে হয় লোক দুটো মিস্টার জ্যাকসনের কাছ থেকে ফায়্যারি অ্যাই সম্পর্কে শুনেছে। তার সাহায্যেই ওরা ওই পাথরকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে।

—ওরা কি কপালে উল্কির দাগয়ালা দলের লোক, জুপ।

—না, আমার ধারণা এদের সঙ্গে অন্য কারো সম্পর্ক নেই। তবে এদের উদ্দেশ্য হল সকলের আগে ওই পাথরটাকে খুঁজে পাওয়া এবং তা চড়া দামে বাজারে বিক্রি করা।

—তার মানে এরা স্মাগলার বলতে চাইছে।

—হয়ত। তারপর একটু থেমে জুপিটার তাকাল পীটের দিকে। বলল—এই লোকগুলোর এখন টার্গেট হলাম আমরা। ওরা যে কোনভাবেই হোক আমাদের সন্ধান পেয়েছে। এবং ওদের ধারণা আমরাই ওদের সমস্যার সমাধান করে দিতে পারব।

গ্যাস বলল—অনুমান তো একেবারে মিথ্যে নয় জুপ, এইজন্য আমি তোমাকে এই কাজে এগুতে বার বার বারণ করেছিলাম। ওই পাথরটা যে বিপদজনক তা আমরা সবাই জানি।

হেসে জুপিটার বলল—হ্যাঁ অন্তত পনেরজন লোক ওই পাথরটায় সন্য প্রাণ দিয়েছে। তারপর একটু হেসে বলল—হয়ত আমি হব ষোল নম্বর।

এবার গ্যাস জুপিটারের হাতটা ধরে বলল—এমন কথা উচ্চারণ কর না ভাই, আমার ভীষণ ভয় করছে।

জুপিটার এবার হাসল। বলল—তোমরা বড্ড ভিতু, এত ভয় পেলে এ্যাডভেনচার করা যায় না। একটু সাহস রাখতে হয়। তারপর একটু থেমে জুপিটার তার দুই সঙ্গীকে বলল—আমার ধারণা এই সময় আমাদের কোন ব্যাপারে ছটফট না করে ধীর স্থিরভাবে সময়ের জন্য অপেক্ষা করা। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি ওরা যতক্ষণ না পর্যন্ত এই স্থান ত্যাগ করছে, ততক্ষণ আমাদের এইখানে অপেক্ষা

করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। তবে এই সময় তো আর আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না, কিছু একটা আমাদের করতে হবে।

— তুমি কি করতে চাইছ জুপ?

পীট জানতে চাইল। জুপিটার বলল—এখান থেকে যাতে আমরা সুযোগ আসামাত্র পালাতে পারি তার ব্যবস্থা করে রাখা। অর্থাৎ দরজার লক কিভাবে খোলা যায় সেই চিন্তাটাই করছি।

—কিন্তু দরজাটা তো ওরা ওপাশ থেকে বন্ধ করে দিয়েছে।

—তা জানি। তারপর জুপিটার নিজের মনে কি যেন ভাবল তারপর বলল—পীট দরজার লকটা ভাঙতে পারবে।

—না ভাই আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

জুপিটার হেসে বলল—তাহলে তো আমাকে চেষ্টা করতে হয়। কথাটা বলে সে এবার বন্ধ দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর পীটকে বলল—আলোটা ভালভাবে ধর পীট।

পীট আলোটা দরজার ওপর ফেলল। এবার জুপিটার তার পকেট থেকে চকচকে ছোট্ট একটা ছুরি বার করল যার অন্য দিকে ছিল একটা ছোট্ট স্ক্রু-ড্রাইভার।

পীট আর গ্যাস অবাক চোখে লক্ষ্য করল জুপিটারকে। জুপিটার ঠিক আগের মত সহজ গলায় বলল—যখন কোন একটা সাধারণ দরজার নব হারিয়ে যায়, বা ভেঙ্গে যায় তখন তার ল্যাচ খোলার জন্য এই জাতীয় একটা স্ক্রু-ড্রাইভারই যথেষ্ট। এটা আমি সেই কারণে সব সময় কাছে রাখি পীট। এবার জুপ তার হাতের স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে কাজ শুরু করল। খানিক সময়ের মধ্যে তার পক্ষে দরজার পাল্লাটা খুলে ফেলতে খুব একটা সময় নিল না।

জুপিটার হেসে বলল—এটা কিন্তু খুব একটা শক্ত কাজ নয়। কেবল প্রয়োজন মাথা ঠাণ্ডা রেখে ঠিকভাবে কাজটা করতে হয়। এবার তারা আলো নিভিয়ে দরজা খুলে বাইরে পা দেওয়া মাত্র দেখতে পেল সেই কাঠের সিঁড়ি—যে সিঁড়ি ধরে তারা নিচে নেমেছিল।

জুপিটার বলল—তোমরা নিচে একটু অপেক্ষা কর, আমি একবার

ওপরে উঠে দেখি ওদের দেখা যায় কিনা।

পীট বা গ্যাস কেউ অপত্তি করল না। জুপিটার কাঠের সিঁড়ি ধরে দু'এক পা ওপরে উঠতেই সিঁড়ির মুখের দরজাটা খুলে গেল। তীব্র আলো এসে পড়ল তার মুখে। চোখ ধাঁধিয়ে গেল। শুনতে পেল কর্কশ কণ্ঠস্বর—এস ছোকরা, উঠে এস। তোমার খোঁজ করতেই আমরা এখুনি নিচে নামছিলাম।

জুপিটার থমকে গেল। তাকিয়ে থাকল লোকটির দিকে। লোকটি বলল—তোমরা যে এখানে এসেছ এইমাত্র তোমাদের দুটো বাইক দেখে বুঝতে পারলাম। ভয় নেই সময় নষ্ট না করে উঠে এস। আমার কথা শুনলে তোমাদের ভালই হবে। জুপিটার জানে ওই কর্কশকণ্ঠের হুকুম মানল না। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। ইতিমধ্যে দুজন লোক নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। জুপিটার জানে এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করা বৃথা। তবু সে ইচ্ছে করে পিছু হটার চেষ্টা করল। এবার কর্কশকণ্ঠের লোকটি সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বলল—ওকে ধরে নিয়ে এস, দেখ যেন পালাতে না পারে। লোকটির আদেশ পাওয়া মাত্র তার দুইসঙ্গী ঝাঁপিয়ে পড়ল জুপিটারের ওপর তারপর তাকে একরকম প্রায় পাঁজাকোল করে ওপরে নিয়ে গেল।

নিচে রয়ে গেল পীট আর গ্যাস। তারা বুঝতে পারল জুপিটার ধরা পড়ে গেছে।

পীট বলল—এখন আমরা কি করি বলতো গ্যাস, এখন তো আমাদের পালা।

—চল আমরা গিয়ে কোথায় লুকিয়ে পড়ি।

এই সময় তারা শুনতে পেল অন্ধকারে কে যেন চিৎকার করে বলছে—শোন ছেলেরা, যারা এখনও আমাদের কাছে ধরা দাওনি, তারা আর আত্মগোপন না করে ধরা দাও, তোমাদের ভালই হবে।

কিন্তু কোন উত্তর এল না।

এবার সেই লোকটি বলল—বেশ ঠিক আছে তোমরা তাহলে নিচেই বন্দী থাক। তোমাদের বন্ধুকে আমরা ওপরে বেঁধে রেখেছি। ওকে দিয়েই আমাদের কাজ হয়ে যাবে।

মনে হল লোকটি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। চারদিক নিস্তব্ধ। পীট ফিসফিস করে বলল—আমরা এখন সম্পূর্ণভাবে বন্দী গ্যাস। জুপিটার ওপরের ঘরে বন্দী আর আমরা নিচের ঘরে।

গ্যাস বলল—আর আমাদের মুক্তি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সিঁড়ির মুখের দরজাটাও ওরা বন্ধ করে দিয়েছে।

পীট বলল—সে চিন্তা আমি করি না, জুপিটার যখন আছে তখন সে নিশ্চয় কিছু একটা ব্যবস্থা করবে তবে তার আগে ওর কি অবস্থা ওরা করবে, সেইটাই হল লক্ষণীয়।

মোটা একটা দড়ি দিয়ে ইতিমধ্যে ওরা জুপিটারকে একটা চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে। নড়াচড়া করার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই তার। হাত দুটো শক্ত করে চেয়ারের দুটো হাতলের সঙ্গে বাঁধা। পা দুটো বাঁধা চেয়ারের সঙ্গে।

জুপিটার বুঝতে পেরেছিল এদের সঙ্গে গায়ের জোর দেখিয়ে কোন লাভ হবে না। বরং এরা যা বলে তা চুপচাপ শোনাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

এবার তার সামনে একটা চেয়ার টেনে একজন বসল। বুঝতে পারল জুপিটার এই লোকটি হচ্ছে সেই কর্কশ কণ্ঠস্বরের লোকটি—যে তাকে ধরে আনার জন্য আদেশ করেছিল।

লোকটি জুপিটারকে বলল—দেখ ছোকরা, আমার সঙ্গে কোনরকম চালাকি করার চেষ্টা কর না, খুব সুবিধে হবে না। বরং যা বলি তার উত্তর দাও।

জুপিটার তাকাল। ভাবটা যেন কি বলছেন বলুন আমি যা জানি তাই বলছি। জুপিটারের সহজ আত্মসমর্পণে যেন লোকটি

খুশি হল। বলল—আমরা যে মূল্যবান রুবির সন্ধান করছি, সেটি কোথায় আছে বলো?

জুপিটার দৃঢ়কণ্ঠে বলল—তা আমি কি করে বলব, ওই রুবির সন্ধান তো আমরাও করছি। আর সেই কারণেই তো আমরা এখানে এসেছিলাম।

এবার অন্য একজন পাশ থেকে খিঁচিয়ে বলে উঠল—ওর কথা একদম বিশ্বাস কর না জো, ছোকরা খুব ধূর্ত। ও আমাদের সঙ্গে কোনরকম সহযোগিতা করবে না বলে মনে হচ্ছে। তারপর লোকটি জুপিটারের ছোট্ট ছুরিটা হাতে নিয়ে বলল—দেখ বন্ধু, ওই ছোকরা আমাকে এই অস্ত্র দিয়ে ঘায়েল করার চেষ্টায় ছিল। এবার ওকে আমার কাছে ছেড়ে দাও, আমি ওকে ঘায়েল করছি। ও ঠিক উত্তর দেবে না মানে—ওকে সত্যি কথা বলতেই হবে।

ওই লোকটিকে এবার চেয়ারে বসা লোকটি থামিয়ে দিল। বলল—এত উত্তেজনা প্রকাশ করার মত কিছু হয়নি। ছোকরা মনে হয় মিথ্যে কিছু বলছে না। সত্যি তো, ওরাও ওই রুবির সন্ধানে এখানে এসেছে। যদি সঠিকভাবে ওদের পক্ষে কিছু জানা সম্ভব হত তাহলে নিশ্চয় ওরা আমাদের হাতে ধরা পড়ত না। তবে হয়ত চেষ্টা করলে বলতে পারে ওই রুবি কোথায় লুকিয়ে রাখা সম্ভব। এরপর লোকটি জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বলল—আচ্ছা তুমি কি বলতে পার, একটা নকল পাথর মিস্টার ওয়াটসন কেন অ্যাগাস্টাসের মূর্তির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন? কি উদ্দেশ্য ছিল তার?

জুপিটার ইতিমধ্যে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল যে সহজভাবে উত্তর দেবে। যদি সে ওদের মনে বিশ্বাস জন্মে দিতে পারে তাহলে তারা তাকে মুক্ত করে দিতে পারে। তাই সে বলল—খুব সহজ, যাতে নকল পাথরটিকে নিয়ে আপনারা সন্তুষ্ট হয়ে আর আসল পাথরটির সন্ধান না করেন।

—রাইট। কিন্তু পাথরটি কোথায় থাকতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

—অন্য কোন আবক্ষমূর্তির মধ্যে।

—অন্য কোন আবক্ষমূর্তি।

—হ্যাঁ, যার বিষয়ে সাধারণ মানুষের কোন ধারণা নেই সেই রকম একজন—আর সেই আবক্ষমূর্তিটি অক্‌টেভিয়ানের।

—অক্‌টেভিয়ান। সে আবার কে? আর ওর আবক্ষের মধ্যেই বা কেন রাখা আছে বলে তোমার মনে হল।

জুপিটার উত্তরে বলল—অক্‌টেভিয়ান ছিলেন একজন রোমান সম্রাট। তাকে রোমের লোকেরা অ্যাগাস্টাস্ বলে ডাকতেন। তার নামানুসারে অ্যাগাস্টাসের সূত্রপাত। সাধারণ মানুষের কাছে এই তথ্য ভাল জানা নেই বলেই মিস্টার অ্যাগস্ট তার নামের সঙ্গে সমতা বজায় রেখেই অক্‌টেভিয়ানের মূর্তির মধ্যে পাথরটি লুকিয়ে রেখেছেন, যাতে সাধারণ ভাবে এই পাথরটির সন্ধান কেউ না পায়।

জুপিটারের কথা শুনে এবার চেয়ারে বসা লোকটি ঘাড় নাড়ল। বলল—তোমার কথার যুক্তি না হয় আমি মানছি। কিন্তু মূর্তি কোথায় আছে বলতে পার।

—তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আমার কাকীমা সমস্ত মূর্তিগুলি বিক্রি করে দিয়েছেন। কে এই মূর্তি কিনেছেন সে কথা আমি কি করে বলি বলুন। তবে মনে হয় ওই মূর্তি লসএঞ্জেলস অথবা এই শহরের কাছাকাছি কোথাও আছে।

এবার লোকটি তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল—ওর কথাবার্তা শুনে বুঝলাম, ছোকরা তোমাদের সত্যি কথাই বলেছে। তবে ওর কাছে আমার আর একটা প্রশ্ন আছে?

কথাটা বলে লোকটি আবার জুপিটারের দিকে তাকাল। তারপর বলল—যদি তুমি জানই যে অক্‌টেভিয়ানের মূর্তির মধ্যে আসল রুবি লুকানো আছে, তাহলে তোমরা ওই মূর্তির সন্ধান না করে এই বাড়িতে এলে কিসের জন্য?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া জুপিটারের পক্ষে সম্ভব নয়। আসলে সে এসেছিল মিস্টার অ্যাগস্ট কোন্ পরিবেশের মধ্যে বাস করতেন

তা দেখার জন্ত। কিন্তু সে কথা বললে তো ওরা বিশ্বাস করবে না। তাই সে বলল—অক্‌টেভিয়ানের মূর্তিটি দ্রুত খুঁজে বার করা সম্ভব নয় সে কথা আমরা জানি। সেই কারণেই আমরা এই বাড়িতে এসেছিলাম যদি কোন কিছুর সন্ধান করতে পারি—এমনও তো হতে পারে আমার অনুমান সম্পূর্ণ ভুল।

এবার লোকটি বলল—না অনুমান তোমার ভুল নয়, এই বাড়িতে ওই পাথর লুকিয়ে রাখার মত অন্ত জায়গা তো আমাদের দেখা হয়ে গেছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল অক্‌টেভিয়ানের আবক্ষ আমরা পাব কোথায়? ওই মূর্তি আমাদের প্রয়োজন। অন্ত কারো হাতে ওই পাথর যাওয়ার আগে আমাদের তা বার করে নিতে হবে অক্‌টেভিয়ানের মূর্তি থেকে। কি চার্লি, তুমি কিছু বল?

এবার লোকটি তাকাল চার্লি নামে লোকটির দিকে। এতক্ষণ চার্লি নামে লোকটি চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। এবার সে বলল কি করে ওই আবক্ষ আমরা খুঁজে বার করব এতবড় শহর থেকে। এর জন্ত হয়ত আমাদের আজীবন সময় নিয়ে নেবে।

এবার জো নামে লোকটি হেসে বলল—তা জানি, তবে কি জান সমস্তাটা তো আর আমাদের নয় সমস্তা হল ওই ক্ষুদে ছেলেটির। ও যদি নিজেকে এই চেয়ার থেকে মুক্ত করতে চায় তাহলে ওকেই খুঁজে বার করে দিতে হবে ওই আবক্ষ মূর্তির সন্ধান। যতক্ষণ না ও এর সন্ধান দিতে পাচ্ছে, ততক্ষণ এই চেয়ারেই ওই ভাবে হাত পা বাধা অবস্থায় পড়ে থাকবে। কি কিছু বলবে তুমি?

জুপিটার মাথা নেড়ে বলল—না আমার কিছু বলার নেই। তবে আমি ভাবতে পারি এই পর্যন্ত।

এই মুহূর্তে জুপিটারকে ভীষণ স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। তার উত্তর শুনে চার্লি নামে লোকটি বলল—বেশ তাহলে তুমি ভাব। তোমার জন্ত আমরা প্রয়োজন হলে সারাদিন এখানে অপেক্ষা করব।

জুপিটার মনে মনে আন্দাজ করে নিয়েছিল—বব নিশ্চয় তাদের খোঁজ করতে এই বাড়িতে আসবে। এখানে আসার পরিকল্পনা তার

কিছুটা জানা। ইয়ার্ডে তাদের ফিরতে দেরি হলে নিশ্চয় সে সন্ধান চালাবে। হয়ত খানিক সময়ের মধ্যে সে এসে পড়বে হেন্স বা কোনার্ডকে সঙ্গে করে নিয়ে। কাজেই এই অবস্থায় তার অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া কোন উপায় নেই।

ঠিক সেই মুহূর্তে সামনের দরজাটা খুলে বেটে খাটো একটা লোক প্রবেশ করল। বলল—চার্লি নামে লোকটির দিকে তাকিয়ে—আপনাদের একটা খবর আছে।

চার্লি ও জো দুজনেই তাকাল তার দিকে। তারপর বলল —কি খবর জ্যাকসন।

জ্যাকসন নামে লোকটি বলল—আপনাদের যে যন্ত্রটা বাইরে রেখেছেন, সেই যন্ত্রটাতে একজন কথা বলছেন। তার মনে হয় চার্লিকে প্রয়োজন।

—ও তুমি মনে হয় ওয়াকিটকির কথা বলছ। ওটার কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে হয় হুগো কিছু বলতে চাইছে। দেখতো কি বলছে হুগো, সে কি কিছুর সন্ধান পেয়েছে?

এবার জো নামে লোকটি উঠে গেল। ফিরে এল হাতে একটা বড় আকারের ওয়াকিটকি নিয়ে। জুপিটার ওয়াকিটকি চেনে—সে নিজেও এই ওয়াকিটকি তৈরি করেছে তাদের তিনজনের জন্যে। তবে সেগুলি খুব ছোট ওয়াকিটকি। এই বড় ওয়াকিটকি দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত কথা বলা যায়। আর এইগুলি ব্যবহার করার জন্য লাইসেন্স লাগে।

জো-র হাত থেকে ওয়াকিটকি নিয়ে আঙুল দিয়ে পটপট করে কয়েকটা বোতাম টিপল চার্লি নামে লোকটা। তারপর বলল—কে হুগো। আমি চার্লি। কোন সন্ধান পেলে।

—চার্লি কি ব্যাপার, আমি দশমিনিট ধরে তোমার খোঁজ করছি।

—আমরা একটু ব্যস্ত ছিলাম। কোন খবর আছে তোমার?

—হ্যাঁ আছে। একটু আগে স্যালভেজ ইয়ার্ড থেকে একটা ছেলে ট্রাক নিয়ে বেরিয়েছে। সঙ্গে একজন হেলপার আছে। তারা

হলিউডের দিকে চলেছে। আমরা ওদের অনুসরণ করছি।

জুপিটার কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিল। সে বুঝল ওই ছেলেটা নিশ্চয় বব। মনে হয় সে তাদের খোঁজেই বেরিয়েছে?

এবার চার্লি বলল—ওরা কি এদিকে আসছে?

—না, ওরা শহরের ভিতরে চলেছে। তবে ঠিক কোথায় যাচ্ছে বুঝতে পাচ্ছি না। এখনও ওরা আমাদের দৃষ্টির মধ্যেই আছে।

—ঠিক আছে তুমি ওদের অনুসরণ কর।

এবার পাশ থেকে জো বলল চার্লিকে—হুগোকে বলে দাও, যদি সে কোন মূর্তির সন্ধান পায় তাহলে যেন যে করেই হোক ওই মূর্তি নিয়ে আসে। ওটা অক্টেভিয়ানের মূর্তি।

ঠিক বলেছ, ওকে ব্যাপারটা খোলাখুলি ভাবে জানিয়ে দেওয়ার দরকার যাতে সে অক্টেভিয়ানের মূর্তিটি যে করেই হোক কব্জা করতে পারে। কথাটা বলে চার্লি আবার ওয়াকিটকিতে কথা বলা শুরু করল।

হুগো—হুগো—শুনতে পাচ্ছ—আমি চার্লি বলছি। শোন আমার মনে হয় ওই ছেলেটি কোন মূর্তির সন্ধানে বেরিয়েছে। যদি তুমি ওর সঙ্গে কোন মূর্তি দেখতে পাও তবে জানবে ওটি আমাদের কাছে খুব জরুরী। ওই মূর্তিটি হল অক্টেভিয়ানের। যে করেই হোক ওই মূর্তি তুমি কব্জা করবে। মনে থাকবে। আচ্ছা…হ্যাঁ আমি সজাগ থাকব।

এরপর কথা বলা শেষ করে চার্লি তাকাল জোয়ের দিকে। বলল সত্যি তো তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। এমন একটা যন্ত্র সঙ্গে না থাকলে আমাদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব হত না। কতদূর থেকে আমরা পরস্পরের সঙ্গে এই যন্ত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রেখে চলেছি। তোমার দূরদর্শিতাকে সত্যি প্রশংসা করতে হয়।

—থাক চার্লি খুব হয়েছে, অযথা বাক্য ব্যয় করে আমার প্রশংসা করার কোন প্রয়োজন নেই তোমার। এখন আমাদের পরবর্তী কাজ নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন।

চার্লি হেসে বলল—এখন তো অপেক্ষার পালা বন্ধু, দেখা যাক আসল খবরটা কখন এসে পৌঁছয়।

জুপিটারের জন্য অপেক্ষা করতে করতে এদিকে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল বব। তার মাথায় আসছিল না জুপিটার এই সাত সকালে কোথায় যেতে পারে। আচ্ছা সে মিস্টার অ্যাগস্টের পোড়ো বাড়িটা পরিদর্শন করতে যায় নি তো? কিন্তু তাও যদি যায় তাহলে সে এতটা সময় নেবে কেন। ওর কি ভুতুড়ে ফোনের কথা মনে নেই? মনে নেই বেলা দশটার পর থেকে ভূতেরা সব খবর পাঠাতে শুরু করবে?

খবর একটা বব পেয়েছে। অক্‌টেভিয়ানের আবক্ষ মূর্তির সন্ধান এখন তার হাতের মুঠোয়। মূর্তিটা তাড়াতাড়ি হস্তগত করারও প্রয়োজন—শেষে যদি বেহাত হয়ে যায়। কতক্ষণ সে আর জুপিটারের জন্য অপেক্ষা করবে?

শেষ পর্যন্ত বব ঠিক করল সে একাই বেরিয়ে পড়বে। অক্‌টেভিয়ানের সন্ধান যখন সে পেয়েছে, তখন তাকে দ্রুত হস্তগত করা তার প্রয়োজন। সেই কারণে সে মিসেস জোন্সকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজি করালো। হালকা ট্রাক সহ হেন্সের সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দিলেন মিসেস জোন্স। কাজটা অবশ্য সহজে হয়নি। এরজন্য ববকে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে মিসেস জোন্সকে রাজি করাতে হয়েছে। শেষে বব বলেছে, একজন খদ্দেরের বাড়িতে সে যাচ্ছে একটা মূর্তির জন্য। মূর্তিটা নাকি তার পছন্দ হয়নি। তিনি ওই মূর্তির বদলে যদি অন্য কোন মূর্তি থাকে তা একবার দেখতে চান অগত্যা তা না হলে দাম তাকে ফেরত দিতে হবে।

ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ বলেই মিসেস জোন্স রাজি হয়েছিলেন। ববের হাতে টাকা দিয়ে বলেছিলেন—এই টাকা আমি তোমাকে দিচ্ছি, পরে বাপু তুমি ইয়ার্ডে কাজ করে শোধ করে দিও।

—তা আপনার ভাবতে হবে না, আমি অবশ্যই আমার শ্রম দিয়ে আপনার টাকা শোধ করে দেব। এখন আমাদের যাওয়ার

অনুমতি দিন।

তারপর মিসেস জোন্স হেন্সকে ডেকে বলে দিলেন ববকে নিয়ে যাওয়ার, সঙ্গে এও বললেন—বেশি দেরি করো না বাপু, অনেক কাজ আছে ইয়ার্ডে।

বব এবার বেরিয়ে পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। সে সঙ্গে নিল ফ্রান্সিস বেকনের আবক্ষ মূর্তি সেই সঙ্গে নিল মোটা এক ফালি চটের টুকরো, কাঠের শক্ত বাক্স, আর বেশ কিছু খবরের কাগজ আর দড়ি। এই সমস্ত সরঞ্জাম সে নিল ফেরার পথে অক্‌টেভিয়ানের মূর্তিটি প্যাক করে আনার জন্য।

ছোট ট্রাকে বসে হেন্সকে নির্দেশ দিল বব। জনবহুল রাস্তা দিয়ে একে বেঁকে ছুটল ট্রাক। বব জানলার দিকে তাকিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিল। ট্রাফিক বহুল রাস্তায় তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব হল না একটু তফাতে একটা নীল রঙের গাড়ি তাদের অনুসরণ করে চলেছে। গাড়িতে বসে আছে দুজন দোহারা চেহারার কালো গোঁফয়ালা লোক যাদের চোখে বড় কাচের রঙিন চশমা আছে।

বব ও হেন্স কেউ বুঝতে পারেনি তাদের গাড়ির পিছনে গা ঢাকা দিয়ে অনুসরণ করা গাড়িটার কথা। সেই কারণেই ববকে যথেষ্ট হালকা মেজাজে থাকতে দেখা গেল।

এবার নির্দিষ্ট রাস্তায় এসে ঠিকানা দেখে গাড়ি দাঁড় করালো বব। হেন্স ট্রাক থামাল। বব বলল—হেন্স তুমি বেকনের আবক্ষ মূর্তিটা সঙ্গে নিয়ে আমাকে অনুসরণ করো। যদি মহিলা এক্সচেঞ্জে রাজি হন তো তাকে এই মূর্তি আমাদের দিয়ে আসতে হবে।

হেন্স ববের কথা মত তাই করল। বেকনের মূর্তি ধরে নিয়ে সে অনুসরণ করল ববকে। ওরা কেউ ঘুনাক্ষরে টের পেল না কুড়ি তিরিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে একটা নীল রঙের গাড়ি থেকে দুজন লোক তাদের গতিবিধি,লক্ষ্য করছে।

বব একটু আগে আগে হাঁটছিল। এবার সে এসে দাঁড়াল একটা দরজার সামনে। তারপর ঠিকানাটা মিলিয়ে নিয়ে দরজায়

বেল করল রিংয়ের শব্দ ঘরের ভিতরে ঝনঝনিয়ে উঠল।

দরজা খুলল এক কিশোরী।

ববের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল—মনে হয় তুমি তিন গোয়েন্দাদের একজন?

—হ্যাঁ।

এবার কিশোরীটি ববকে ঘরে নিয়ে বসাল। তারপর বলল আমার মনে হয়, আমার মায়ের সংগ্রহ করা মূর্তিটি তোমাদের কাছে খুবই জরুরী। হয়ত ওই মূর্তির পিছনে কোন রহস্য আছে। তা থাক —তবে তোমাদের জন্য আমাকে খানিক সময় অকারণে ব্যয় করতে হয়েছে।

বব এবার স্পষ্ট চোখে তাকাল কিশোরীটির দিকে।

বড় বড় চোখে কিশোরীটি ববের দিকে তাকিয়ে বলল—মাকে সহজ ভাবে বললে মা হয়ত মূর্তিটি তোমাদের হাতে ফেরত দিতে চাইতেন না, তাই আমি ওকে বলেছি ওই মূর্তিটি রেডিও এ্যাকটিভ প্ল্যাসটার দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। ওই জাতীয় প্ল্যাসটার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। সেই কারণে সিকিউরিটি এজেন্টের লোকেরা আসবে ওই প্লাসটার মূর্তি পরীক্ষা করে দেখতে, যদি তারা দেখে ওই প্লাসটার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর তাহলে তারা ওটা নিয়ে যাবে। এই পর্যন্ত বলে কিশোরীটি সামান্য থামল। তারপর ববের দিকে তাকিয়ে বলল—এর পরের কাজটুকু তোমার বুদ্ধির ওপর নির্ভর করছে।

বব হেসে বলল—ধন্যবাদ তোমাকে।

এবার মেয়েটি তাকে মায়ের কাছে নিয়ে গেল। তার মা বাগানে কাজ করছিল। গোলাপের বাগান। বব দেখতে পেল সুন্দর গোলাপ বাগানের এককোণে অক্টেভিয়ানের আবক্ষ মূর্তিটা শোভা পাচ্ছে। চোখে দেখতে খুব খারাপ লাগছিল। সত্যি এই জাতীয় আবক্ষ মূর্তি বাগান সাজাবার কাজে লাগে না।

সুন্দর গোলাপ ফুলের মধ্যে আবক্ষ মূর্তিটাকে ববের কাছে খুব কুৎসিত বলে মনে হচ্ছিল।

মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে তার মাকে ডাকল। বাগানের কাজ করতে করতে তার মা ববের দিকে এগিয়ে এলেন। তারপর ববকে কোন কথা বলতে না দিয়ে বললেন—শোন বাছা, আমার মেয়ে একটা অদ্ভুত ধরনের—ক্রাইম আর থ্রিলার পড়ে পড়ে ওর মাথাটা একেবারে গোলমাল হয়ে গেছে। ও সমস্ত কিছুর মধ্যেই রহস্য খুঁজে বেড়ায়। আমি অবশ্য ওর কথা বিশ্বাস করিনি। ও বলছে রেডিও অ্যাকটিভ প্লাসটার দিয়ে নাকি মূর্তিটা তৈরি। তবে আমার কাছে মূর্তি এখন একদম ভাল লাগছে না। এই সুন্দর বাগানের পক্ষে এটা খুব বেমানান। তাই আমি মনে মনে ঠিকই করেছিলাম মূর্তিটা কাউকে দিয়ে দেব। তা তোমরা যখন ফিরে এসেছ, তা নিয়ে যাও। তারপর একটু থেমে কিশোরীটিকে লক্ষ্য করে বললেন —লিজ, এক কাজ কর, মূর্তিটা ওকে ফেরত দিয়ে দাও।

বব খুব খুশি হল। সে তো ফেরত নিতেই এসেছে। তবু বলল—আপনি যদি ইচ্ছে করেন এর এক্সচেঞ্জে আর একটা মূর্তি নিতে পারেন আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

—না, না বাছা আর কোন মূর্তি আমি নেব না।

—তাহলে আপনার টাকাটা আপনি ফেরত নিন।

—তা দিতে পার।

বব এবার পাঁচ ডলার ব্যাগ থেকে বার করে মহিলার দিকে এগিয়ে দিল। তারপর একটু তফাতে দাঁড়ানো হেন্সকে ডেকে বলল—হেন্স তুমি মূর্তি দুটো নিয়ে যাও। আর শোন এই মূর্তিটাকে আলাদা করে প্যাক করবে। কথাটা বলে অগাস্টেভিয়ানের মূর্তিটাকে আঙুল দিয়ে দেখাল বব।

হেন্স ঘাড় নেড়ে বলল—ঠিক আছে।

—তুমি দুটো মূর্তি একসঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে তো?

—কেন পারব না আমার তো দুটো হাত। এক একটা হাতে এক একটা করে নিলেই কাজ মিটে যাবে।

বব হাসল।

হেন্স এবার দু'হাতে দুটো মূর্তি ধরল। ওর কাছে মূর্তির গুরুত্ব না থাকলেও ববের কাছে মূর্তির গুরুত্ব অনেক অনেক বেশি। বিশেষ করে অক্‌টেভিয়ানের মূর্তি। তাই সে বলল—একটু সাবধানে নিয়ে যেও হেন্স, যেন মূর্তি দুটোর কোন ক্ষতি না হয়।

আচ্ছা, আচ্ছা।

হেন্স পা চালালো দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের দিকে। বব দরজার সামনে পৌঁছনো মাত্র কিশোরীটি তাকে ডাকল। তারপর নানান প্রশ্ন করতে লাগল ববকে।

নীল রঙের গাড়িতে বসে লোক দুটো ওদের লক্ষ্য করছিল। হেন্সকে দু'হাতে দুটো মূর্তি নিয়ে ট্রাকের দিকে ফিরে আসতে দেখা মাত্র হুগো নামে লোকটি ওয়াকিটকিতে তখন কথা বলা শুরু করল মিঃ অ্যাগষ্টের বাড়িতে অপেক্ষমান চার্লির সঙ্গে।

—চার্লি, ওই ছেলেটির সঙ্গের লোকটি এইমাত্র দুটো মূর্তি নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। লোকটি এখন ট্রাকের দিকে এগিয়ে আসছে। ছেলেটি এখন আসেনি। মনে হয় ভিতরে কথা বলছে···চার্লি তুমি শুনতে পাচ্ছ তো···ওই লোকটি এইমাত্র ট্রাকের পিছনে উঠেছে মূর্তি দুটো নিয়ে। আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি একটা মূর্তিকে লোকটি বেশ ভাল কাঠের বাক্সে প্যাক করেছে।

চেয়ারের সঙ্গে আটকে থাকা জুপিটার ওয়াকিটকির সব কথাই শুনতে পাচ্ছিল।

এবার জুপিটারের সামনে বসা লোকটি ওয়াকিটকির মাধ্যমে উত্তর দিল—ওই প্যাকিং বাক্সটাই আমাদের দরকার। যে করেই হোক ওই বাক্সটা তোমাদের কব্জা করতে হবে। শোন প্রয়োজন হলে, তোমরা কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে কাজটা হাসিল করতে কুন্ঠিত হবে না। মনে রেখ ওই প্যাকিং বাক্সের মধ্যে অক্‌টেভিয়ানের আবক্ষ মূর্তিটি আছে।

ওপাশ থেকে হুগো নামে লোকটি বলল—ঠিক আছে চার্লি

তুমি লাইনটা ধরে রাখ, দেখি না কি ভাবে কি করা যায়।

জুপিটার চুপচাপ কথাগুলো শুনছিল। তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। সে জানে ববের সঙ্গে ওই মূর্তি লোকগুলোর হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। পেয়েও আবার হারাতে হল অক্টেভিয়ানের মূর্তিটি।

আবার ওয়াকিটকিতে কক্-কক্ শব্দ হল। বোঝা গেল খবর আসছে।

—হ্যালো জো, আমি চার্লি। কি খবর?

—শোন, চার্লি আমাদের ভাগ্য ভাল, লোকটা আবার ওই বাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছে। ছেলেটাও নেই। ট্রাকটা এখন সম্পূর্ণ অরক্ষিত। আমরা দুজনে আছি কাজেই এই সহজ অবস্থায় কাজ হাসিল করতে আমাদের কোন অসুবিধে হবে না।

আবার ওয়াকিটকি থেমে গেল।

জুপিটারের আপশোষ হচ্ছিল। ইস্ অক্টেভিয়ান আবার হাতছাড়া হয়ে গেল। বব এতক্ষণ সময় নিচ্ছে কেন?

বব সত্যি একটু বেশি সময় নিয়েছিল লিজা নামে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে। যদি সে হেন্সের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে আসত তাহলে হয়ত এত চট করে ওদের পক্ষে অক্টেভিয়ানের মূর্তিটা চুরি করা সম্ভব হত না।

ববের দেরি দেখে হেন্স আবার ফিরে গেল। দেখল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বব কিশোরীটির সঙ্গে কথা বলছে। আসলে মেয়েটি নাছোড়বান্দা। সে ববকে বলছিল, তাকে তাদের দলে নিতে। তার গোয়েন্দাগিরি করতে ভাল লাগে। তাছাড়া মেয়েটি তাকে বলল—জানো আমি ভাল অভিনয় করতে পারি, প্রয়োজনে পারি গলার স্বর বদল করতে। আমার মনে হল এসব কাজ গোয়েন্দাগিরি করার পক্ষে খুবই দরকারি। তাছাড়া এসমস্ত কাজে মেয়েরা অনেক সময় কাজে লাগে। কাজেই তাদের যদি দরকার হয় কোন মেয়েকে

তাহলে তারা যেন ফোন করে।

বব বলল—আপাতত আমাদের দলে কোন মেয়ের প্রয়োজন নেই। তবে তোমার কথা আমি অবশ্যই আমার লিডার জুপিটারকে বলব।

—আমার নাম লিজা মনে থাকবে তো।

ঠিক সেই মুহূর্তে ওদের সামনে এসে পৌঁছেছিল হেন্স। বলল, ববকে লক্ষ্য করে—বব, তুমি কিন্তু অনেক দেরি করে ফেলছ। ফিরে গিয়ে মিসেস জোন্সের কাছে বকুনি খেতে হবে। তাড়াতাড়ি চল।

বব বুঝতে পারল সত্যি সে অনেক দেরি করে ফেলেছে। তাই সে অপরাধীর মত হেন্সের দিকে তাকিয়ে বলল—সত্যি আমি দুঃখিত হেন্স। চল এক্ষুণি যাচ্ছি। তারপর সে কিশোরীটিকে লক্ষ্য করে বলল—এখন চলি। তোমার কথা আমার মনে থাকবে। যদি তোমাকে কোন প্রয়োজন হয় আমি নিশ্চয় জানাব।

কিশোরীটি হেসে বলল—কি করে জানাবে তুমি, আমার নাম ঠিকানা কিছুই নিলে না। এই নাও, এই কাগজে আমার নাম ঠিকানা লেখা আছে। এই বলে সে নাম ঠিকানা লেখা কাগজটা এগিয়ে দিল ববের দিকে। বলল—মনে রেখ কিন্তু আমার কথা। আমার নাম লিজা।

বব দ্রুত হাতে কাগজটা নিজের পকেটে রাখতে রাখতে বলল—থাকবে মনে।

কথাটা বলেই সে দ্রুত পায়ে হাঁটতে আরম্ভ করল। হেন্স একটু আগে এসে গাড়িতে বসেছিল। বব এগিয়ে এসে তার পাশে বসল। গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে দিল হেন্স। আশ্চর্য গাড়িতে ওঠার সময় বব লক্ষ্য পর্যন্ত করল না মূর্তি দুটো ঠিক আছে কিনা।

খবরটা যথারীতি ওয়াকিটকির মাধ্যমে জো-র মারফৎ চার্লির কাছে পৌঁছলো।

—চার্লি, আমরা পেয়ে গেছি। এইমাত্র গাড়ির লোকটা চলে যেতেই—আমি আর ফ্রাঙ্ক গিয়ে ওদের ট্রাক থেকে প্যাকিং বাক্সটা

নামিয়ে এনেছি। কেউ আমাদের দেখতে পাইনি।

চার্লি উত্তেজনায় চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—দারুণ একটা কাজ করেছ। তোমরা তাড়াতাড়ি এখন ওখান থেকে সরে পড়। আস্তানায় চলে যাও—অপেক্ষা করো আমাদের জন্য। আমরা এক্ষুণি যাচ্ছি।

ওয়াকিটকির বোতাম বন্ধ করে চার্লি উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল জো নামে লোকটির দিকে তাকিয়ে—এই ছেলেটাকে নিয়ে আমরা কি করব? ওকে কি ছেড়ে দেব।

জো বলল—না চার্লি এক্ষুণি ওকে মুক্ত করার দরকার নেই। আগে আমরা পাথরটা হাতে পাই তারপর ওকে ছেড়ে দেওয়া যাবে।

চার্লি বলল—কথাটা একবারে নেহাত মন্দ বলোনি তো। তারপর সে জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বলল—শোন হে ছোকরা আমরা এখন পাথরটার সন্ধানে চলেছি। মনে হয় আর আমাদের তোমাকে কোন প্রশ্ন করে বিরক্ত করার দরকার হবে না। তবে আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে তোমাকে আমরা এক্ষুণি মুক্তি দিচ্ছি না। তবে তোমাদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই—পাথরটা আমরা হাতে পেলেই তোমাকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করব। তোমাদের স্যালভেজ ইয়ার্ডের টেলিফোন নাম্বার আমাদের জানা। ওখানে ফোন করলে তারা তোমাকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করবেন।

জুপিটার কোন কথা বলল না। এরপর ওরা দুজনে দ্রুত নিজেদের জিনিসগুলো গুছিয়ে নিয়ে পালাবার জন্য তৈরি হল। যাওয়ার আগে ডাকল জ্যাকসনকে।

বুড়ো লোকটা কাচুমাচু মুখ নিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। ওরা দুজনে তাকে বলল—জ্যাক তাড়াতাড়ি আমাদের অনুসরণ কর। এখান থেকে আমাদের চলে যেতে হবে। আমরা পাথরটা পেয়ে গেছি।

বুড়ো জ্যাকসন যাওয়ার আগে একবার তাকাল জুপিটারের দিকে। তার চোখের চাউনি বুঝিয়ে দিল, সে খুব অসহায়। তাকে মুক্ত করার ইচ্ছে তার থাকলেও কোন উপায় নেই।

ওরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জুপিটার বুঝল তাদের এখান থেকে দ্রুত মুক্তি পাওয়া জরুরী। কিন্তু কি করে সম্ভব? তার হাত পা পৃথক ভাবে চেয়ারটার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা আছে।

সে প্রথম তার দুই বন্ধু কেমন আছে জানার চেষ্টা করল। উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে ডাকল—পীট—গ্যাস—তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ।

সিঁড়ির মুখের দরজাটা বন্ধ থাকলেও জুপিটারের তীব্র কণ্ঠস্বর ক্ষীণভাবে সেখানে পৌঁছলো।

এবার পীট আর গ্যাস দুজনেই প্রায় বন্ধ দরজার কাছে এগিয়ে এল। তারপর তারা দুজনে চিৎকার করে উত্তর দিল।

—জুপ, আমাদের মুক্ত করার ব্যবস্থা করো। অন্ধকারে আর কতক্ষণ এই পাতালে আমরা বন্দী থাকব।

—দুঃখিত বন্ধু, আমি নিজেই বন্দী। আমার হাত-পা বন্ধ অবস্থায় আছে। যদি আমি নিজেকে মুক্ত করতে পারি তবেই তোমরা মুক্ত হবে। তা নাহলে কখন আমরা এখান থেকে মুক্তি পাব বলা শক্ত।

—লোকগুলো কি সবাই চলে গেছে।

—হ্যাঁ। আমি একা। এবার আমাকে একটু ভাবতে দাও, কি করে মুক্ত হওয়া যায়।

এবার জুপিটার নিজেকে সর্বপ্রথম মুক্ত করার চেষ্টা করল। অনেকক্ষণ একভাবে বাঁধা হাতগুলো এবার সে গায়ের জোরে নাড়াচাড়া করার চেষ্টা করল। যদি নাড়াচাড়া করায় বাঁধন কিছুটা আলগা হয়। এরপর তার মনে পড়ল ছুরিটার কথা। তার ছুরিটা জো নামে লোকটা কুড়িয়ে পেয়েছিল। জুপিটার দেখল জো ছুরিটাকে জানলায় রেখে গেছে। তারপক্ষে এই জায়গা থেকে হাত বাড়িয়ে জানলার কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। আর ছুরি হাতে পেয়েও তার কোন লাভ হবে না এর কারণ তার হাত দুটো চেয়ারের দুই হাতলের সঙ্গে পৃথক ভাবে শক্ত করে বাঁধা আছে। অন্তত যে কোন একটা হাত মুক্ত না করা পর্যন্ত তার পক্ষে মুক্তির ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সে

এত বড় একটা চেয়ার নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যাবে কি করে।

ভাবতে গিয়ে নিজেকে অসম্ভব অসহায় বলে মনে হল। মৃত্যুকে ভয় পায় না। সে জানে মৃত্যু এত সহজ নয়। তাছাড়া জন্মালে জীবনের কাছে মৃত্যু অনিবার্য অতএব তার অত ভয় পেয়ে কোন লাভ নেই। বরং তার চিন্তা হচ্ছিল সময় নষ্ট হওয়ার জন্য। এই মুহূর্তে প্রতিটি মিনিট তার কাছে মূল্যবান।

—জুপ, কিছু ভেবে পেলে?

পীটের ক্ষীণ স্বর কানে এল জুপিটারের।

জুপিটার জবাব দিয়ে বলল—না ভাই এখনও ভেবে উঠতে পারিনি, আমাকে আর একটু সময় দাও।

—বড় অন্ধকার জুপ, ভীষণ ভয় করছে আমাদের।

—কোন ভয় নেই, ব্যবস্থা একটা ঠিক হয়ে যাবে। আর একটু অপেক্ষা করো।

—বেশ আমরা অপেক্ষা করছি।

এবার জুপিটার তাকাল সামনের দিকে। রান্নাঘরের জানলা দিয়ে সে দেখতে পেল আলোর রেখায় সময় চলে যাচ্ছে। জানলা দিয়ে যে একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে সেদিকে তাকিয়ে জুপিটার সময়কে যেন পরিষ্কার বুঝতে পাচ্ছিল। লম্বা পশ্চিম শৃঙ্গের ছায়া এসে পড়েছে সামনে বিছানো সবুজ লনের ওপর। ছায়াটা ক্রমশ বড় হতে হতে আরো বড় হয়ে যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে সূর্য চলছে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্তে।

শরীরটা সামান্য আনমনা ভাবে নাড়াতেই চেয়ারটায় মৃদু শব্দ হল। চমকে উঠল জুপিটার। শব্দ হল কেন? তবে কি পুরনো চেয়ার। চেয়ারটা কি ভাঙা আছে? ভাবতে গিয়ে মাথায় বুদ্ধির তরঙ্গ খেলে গেল। সে জানে অন্য আর দশজনের তুলনায় বয়স আন্দাজে তার শরীরটা ভারি। কাজেই এই চেয়ারটাকে ভাঙার জন্য সে তার ভারি শরীরটাকে কাজে লাগাতে পারে। যা ভাবা তাই কাজ।

এবার সে তার ভারি শরীরটাকে দিয়ে প্রাণপন শক্তিতে চাপ

দিতে লাগল চেয়ারটার ওপর। এতে তার নিজের কষ্ট হলেও সে বুঝতে পাচ্ছিল চেয়ারটার শক্তি কমে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে শরীরের নানা জায়গা দিয়ে চেয়ারটার ওপর চাপ দেওয়ায় একসময় সে অনুভব করল তার পায়ের বাঁধন আগের তুলনায় কিছুটা আলগা হয়ে গেছে। এবার সে প্রাণপন শক্তিতে চেয়ারটাকে লাথি মারতে লাগল।

বহুক্ষণ চেষ্টা করার পর চেয়ারের একটা পা সত্যি ভেঙে গেল। এবার জুপিটার প্রাণপনে বসে বসে লাফাতে লাগল চেয়ারের উপর। তার লাফানর ফলে চেয়ারটা বিশ্রীভাবে শব্দ করে উঠছিল। নিচ থেকে পীট আর গ্যাসের পক্ষে অনুমান করা সহজ হল না—ওপরে জুপিটার কি করছে? তাই তারা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল—কি হল, কিসের শব্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে ওপরে যেন তুমি কারো সঙ্গে যুদ্ধ করছ।

—যুদ্ধই বটে। আমি একটা আধভাঙা চেয়ারের সঙ্গে যুদ্ধ করছি। আমার মনে হচ্ছে এই যুদ্ধে আমি জিতে যাব। আমাকে আর একটু সময় দাও।

সত্যি শেষ পর্যন্ত জুপিটারের জয় হল। বশ্যতা স্বীকার করল তার কাছে ওই চেয়ার। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর চেয়ারটা একেবারে অকেজ হয়ে ভেঙে গেল। আগের তুলনায় জুপিটার অনেক স্বাভাবিক। এবার সে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে জানলার কাছে গেল। তারপর কোনরকমে জানলার ওপর থেকে তুলে নিল তার নিজের ছুরিটা। হাতের বাঁধন তখনও আলগা হয়নি। জুপিটার দাঁত দিয়ে ছুরিটা খুলল। তারপরে দাঁত দিয়ে ধারাল ব্লেডটা চেপে ধরে দড়ির ওপর ঘষতে লাগল বেশ। কিছুক্ষণ ঘষার পর এবার সে জোরে চাপ দিতেই একটা হাতের বাঁধন খুলে গেল। জুপিটার আর কালবিলম্ব না করে ছুরি দিয়ে অন্য হাতের বাঁধন কেটে ফেলল। তারপর পা ছুটো বন্ধন মুক্ত করে উঠে দাঁড়াল মাটি থেকে। সে বুঝতে পারল এখান থেকে তাদের এক্ষুণি পালাতে হবে। এবার সে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ির মুখের দরজার লকটা খুলে চিৎকার করে

ডাকল—পীট, গ্যাস, তোমরা চলে এস, আমরা মুক্ত।

মুহূর্ত কাল মাত্র।

পীট আর গ্যাস ওপরে উঠে এল।

জুপিটার এবার তাদের বলল—শোন বন্ধুরা এখান থেকে আমাদের এক্ষুণি পালাতে হবে। যদিও জানি জো বা চার্লি নামে লোকটা এক্ষুণি এখানে আসবে তবু আমাদের অপেক্ষা করা উচিত হবে না। আর একটা জরুরী খবর হল, বব অক্টেভিয়ানের মূর্তিটির সন্ধান পেয়েছে।

পীট খুশি মাখা গলায় বলল—এতো দারুণ খবর।

গ্যাস বলল—সত্যি জুপ, আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না, আমাদের বন্ধু বব, মূর্তিটার সন্ধান পেয়েছে।

জুপিটার এবার ওদের দিকে তাকাল। ওদের দুজনের উচ্ছ্বাস আবেগ ভরা মন্তব্য শেষ হওয়ার পর ঠাণ্ডা গলায় বলল—কিন্তু মূর্তিটা এখন আমার ধারণায় কালো গোঁফয়ালা শয়তানগুলোর দখলে।

—আ্যাঃ বলো কি জুপ! কি করে ওরা ওই মূর্তি হাতে পেল? আর তুমিই বা এসব খবর সংগ্রহ করলে কি করে?

জুপিটার বলল—সে অনেক কথা? এসব আমি ওদের ওয়াকি-টকির মাধ্যমে শুনেছি। রাস্তায় যেতে যেতে তোমাদের সব বলব। এখন এখান থেকে আগে পালাই চলো।

পীট আর গ্যাসকে নিয়ে জুপিটার ইয়ার্ডে ফিরে এল। ইয়ার্ডের গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে করতে তারা দেখল বব একাই দাঁড়িয়ে আছে। বব পিছন ফিরে থাকায় ওদের দেখতে পায়নি।

বাইক থেকে নেমে জুপিটার আর পীট তাদের বাইক দুটোকে একপাশে সরিয়ে রাখতে রাখতে বলল—দেখ জুপ, বব আমাদের দেখতে পায়নি। মনে হয় বেচারা খুব আপসেট হয়ে আছে।

—আপসেট হওয়ারই কথা। তবু ওকে এখন কিছু বলো না। আমরা যে সমস্ত ঘটনাটা জানি তা যেন ও না বুঝতে পারে। ওকে

যা বলার আমি বলব।

—ঠিক আছে।

এবার ওরা ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর পিছন থেকে ওর কাঁধের ওপর হাত রাখল জুপিটার। চমকে ঘুরে তাকাল বব।

কে!

—আমি জুপ। কি ব্যাপার তোমার, একা একা কি ভাবছ?

বব ওদের দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে এক গাল হাসল। সে হাসিতে প্রাণ ছিল না। তারপর অভিযোগের সুরে বলল—তোমার কি ব্যাপার, সেই সকালে বেরিয়েছ আর এখন ফিরলে? কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?

—গ্যাসের খুড়োদাদুর বাড়িটা দেখতে! না—ওখানে অনেক খোঁজাখুজি আমরা করলাম কিন্তু "ফায়্যারি আই"য়ের কোন সন্ধান আমরা পেলাম না। তা, তোমার দিককার কোন খবর আছে।

—আমার দিককার খবর। মুহূর্তে যেন থমকে গেল বব। কি বলবে মনে হয় সেই কথাই সে ভাবছিল। তাকে ইতস্তত করতে দেখে জুপিটার হালকা মেজাজে বলল—থাক তোমার কিছু বলতে হবে না। আমি দেখি তোমার কপাল দেখে কিছু বলতে পারি কিনা? তোমরা তো জানো না এই শাস্ত্রটাও আমি ভাল আয়ত্ব করেছি। এই বলে জুপিটার ববকে আর কিছু বলতে না দিয়ে তাকে দু'হাত দিয়ে ধরে নিজের সামনে দাঁড় করাল। তারপর বলল—তুমি কিছু বলবে না বব। কেবল তুমি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাক, দেখ আমি পারি কিনা বলতে। পীট আর গ্যাস একটু তফাতে দাঁড়িয়ে জুপিটারের কাণ্ড দেখে হাসছিল। বব অসহায়। সে বোকার মত তাকিয়েছিল জুপিটারের দিকে। জুপিটার বলতে শুরু করল—"আমি তোমার কপালের দিকে তাকিয়ে যে ছবি দেখতে পাচ্ছি তা হল—তুমি সকালে ইয়ার্ডে এসে প্রথম ভূতের ফোন পেয়েছিলে। সেই ভূতই তোমায় সন্ধান দিয়েছিল অক্টেভিয়ানের। তারপর তুমি হেন্সকে নিয়ে ছোট ট্রাকে করে বেরিয়ে পড়েছিলে।

যতদূর মনে হচ্ছে তুমি হলিউডের দিকে গিয়েছিলে—কি বব, তাই তো? আমি ঠিক বলছি তো?

—হ্যাঁ তুমি ঠিক বলছ? সত্যি আমি—

—থাক বব, বলছি তো তোমাকে কিছু বলতে হবে না, আমি সব বলে দিতে পারব। তারপর একটু থেমে চোখ বন্ধ করে জুপিটার কিছু যেন একটা ভাববার চেষ্টা করল। তারপর বলল—তোমরা একটা বাড়ির সামনে ট্রাকটা দাঁড় করালে। সম্ভবত হেন্স আর তুমি দুজনেই একসঙ্গে বাড়িটায় গিয়েছিলে। হেন্সের হাতে ছিল একটা মূর্তি। কি এই পর্যন্ত ঠিক আছে।

—হ্যাঁ জুপ।

—দাঁড়াও। আরও ছবি আমার চোখের সামনে আসছে। এরপর জুপিটার বলে চলল—খানিকবাদে হেন্স ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। এবার তার দুই হাতে দুটো মূর্তি। সম্ভবতঃ তার মধ্যে একটা হল অক্টেভিয়ানের মূর্তি। হেন্স ট্রাকে ফিরে এসে অক্টেভিয়ানের মূর্তিটাকে প্যাক করেছিল। তুমি তখনও ওই বাড়িটার থেকে বেরওনি। তোমার দেরি দেখে মনে হয় সে আবার ওই বাড়িটায় ফিরে যায়। তোমাকে ডেকে নিয়ে আসে। তারপর তোমরা দুজনে এসে ট্রাকে বসলে। বাড়িতে ফিরে দেখতে পেলে আশ্চর্যজনক ভাবে তোমাদের ট্রাক থেকে প্যাক করা অক্টেভিয়ানের মূর্তিটা নিখোঁজ হয়েছে—কি তাই তো?

এবার বব আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। অপরাধীর মত বলল—তুমি সমস্ত কথাই ঠিক বলেছ। বিশ্বাস কর আমি ভাবতে পাচ্ছি না আমাদের ট্রাক থেকে প্যাক করা মূর্তিটা খোওয়া গেল কি করে? অথচ হেন্স শক্ত করেই বেঁধেছিল। ট্রাক থেকে পড়ে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু তুমি এত কথা বললে কি করে জুপ?

—আরে বাবা জানতে হয়।

বব কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগে হেন্স এসে দাঁড়াল ববের সামনে। বলল—ট্রাকে আর একটা মূর্তি আছে, ওটা কোথায়।

রাখব। আমাকে ট্রাকটাকে গ্যারেজে নিয়ে যেতে হবে।

—যেখানে খুশি রেখে দাও। তারপর একটু থেমে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল—সামনে যে বেঞ্চ পাতা আছে তার ওপরেই রাখ।

ছেলে তাই রাখল।

একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ওরা কথা বলছিল। বব বলল—আমি ওই মূর্তিটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম যদি মহিলা এক্সচেঞ্জে রাজি হন সেই কারণে। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। তারপর থেমে বব প্রশ্ন করল জুপিটারকে—আচ্ছা জুপ তুমি যখন এত সব কথা ঠিকঠাক বললে তখন বলত ওই প্যাক করা মূর্তিটা কি ভাবে ট্রাক থেকে নিখোঁজ হল?

—কি করে আবার, ওর তো আর হাত পা গজায়নি যে নিজে নিজে পালাবে। স্রেফ ছিনতাই হয়েছে।

—ছিনতাই হয়েছে। কে করল?

—কালো গোঁফওয়ালা দলের লোকেরা। তোমরা ট্রাকে ওঠার আগেই ওরা ওটা সরিয়ে নিয়েছিল, ট্রাকে ওঠার সময় কেউ তা লক্ষ্য করনি।

—তা করিনি কিন্তু—বব কথা শেষ করতে পারল না তার আগেই পীট সবাইকে অবাক করে দিয়ে চিৎকার করে বলল—জুপ মূর্তিটা ভাল করে লক্ষ্য করে দেখ তো আমি ঠিক দেখছি কি না। আমার চোখের ভুল নয়ত।

এই বলে পীট আঙুল দিয়ে দূরে বেঞ্চিতে রাখা মূর্তিটা দেখাল। এবার ওরা পীটের নির্দেশ মত তাকাল। মূর্তিটা পিছন ফিরে দাঁড় করানো ছিল বেঞ্চির ওপর। ফলে পিছন থেকে দেখা যাচ্ছিল না। ওরা দেখতে পেল মূর্তিটার পিছনে ছোট্ট করে কি যেন লেখা আছে। এবার ওরা এগিয়ে গেল ওদিকে। দেখতে পেল মূর্তিটার পিছনে লেখা আছে—অক্‌টেভিয়ানের আবক্ষ মূর্তি।

চমকে উঠল জুপিটার। বব উত্তেজিত কণ্ঠে বলল—হেল তাহলে ভুল মূর্তি প্যাক করেছিল। ইস্—আমি এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি।

আসলে প্যাক করা মূর্তি হারিয়ে যাওয়ায় ভাবছিলাম আমি বুঝি অক্টেভিয়ানের মূর্তি হারিয়ে ফেলেছি। আসল কারসাজি তাহলে হেন্স করেছে।

পীট বলল—ভালই করেছে হেন্স, ভুল মাল প্যাক করার জন্য শয়তানগুলো আসল মূর্তিটি হাতে পায়নি।

জুপিটার আর কালবিলম্ব করল না। সে মূর্তিটা দু'হাতে তুলে নিয়ে বলল—চল আর সময় নষ্ট কর না, আমরা আমাদের আস্তানায় যাই। দেখ ভাল করে কেউ আমাদের ফলো করছে কিনা ?

না—চারদিকে কেউ নেই। এবার ওরা নিঃশব্দে চারজনে গা ঢাকা দিল। সুড়ঙ্গ পথ ধরে চলে এল সোজা নিজেদের আস্তানায়।

নিজেদের সদর দপ্তরে বসে এবার মূর্তিটিকে নিয়ে পর্যালোচনা শুরু হল তিন গোয়েন্দার। তারা ঠিক করল মূর্তিটি ভাঙতে হবে। মূর্তিটিকে ভাঙার দায়িত্ব পড়ল পীটের ওপর। ওর হাতে একটা লোহার ছেনি আর হাতুড়ি। কিন্তু মূর্তিটিকে কি ভাবে ভাঙ্গা হবে। এমন ভাবে মূর্তিটিকে ভাঙ্গা উচিত যাতে তার মধ্যে লুকনো পাথরটার কোন ক্ষতি না হয়। জুপিটার মূর্তিটিকে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল তারপর মূর্তিটির মাথার ঠিক মাঝখানে একটা জায়গায় আঙুল রেখে বলল—মূর্তিটির ঠিক এই জায়গায় কেউ একজন গর্ত করেছিল। মনে হয় এই গর্ত করেই মূর্তিটির মধ্যে পাথরটাকে রাখা হয়েছিল। যাতে কেউ কিছু বুঝতে না পারে সেই কারণে পরে হালকা প্লাসটার দিয়ে জায়গাটাকে মেরামত করা হয়েছে। এই মেরামতের কাজটি এত নিখুঁত ভাবে করা হয়েছে যাতে আপত চোখে কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু খুব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলে একটা ক্ষীণ দাগ অবশ্যই নজরে পড়ে। তোমরা সবাই এবার জায়গাটা লক্ষ্য কর—দেখ আমি ঠিক বলছি কিনা ?

এবার অন্য তিন কিশোর জুপিটারের কথা মত ওই দিকে চোখ রাখল। দেখল সত্যি জুপিটারের কথাই ঠিক। পীট বলল—আমার আর ধৈর্য থাকছে না, তোমরা কাজের চাইতে কথা বেশি বলে সময়

নষ্ট করছ। এরপর আবার যদি কোন অঘটন ঘটে। তাই বলছি কোন কিছু ঘটার আগেই পাথরটা আমাদের এই মূর্তি থেকে বার করে নেওয়া দরকার।

জুপিটার হাসল। তারপর বলল—আমাদের তৃতীয় গোয়েন্দা বড় চঞ্চল, এতটুকু ধৈর্য নেই। বেশ ঠিক আছে তুমি শুরু কর পীট।

পীট এবার উৎসাহ নিয়ে কাজ শুরু করল। জুপিটার ঠিক যে জায়গায় ইঙ্গিত করেছিল সেই জায়গায় বেশ কয়েকবার হাতুড়ির ঘা মারার পরেই মূর্তিটি দু'টুকরো হয়ে খসে গেল আর তার মধ্যে থেকে ছিটকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ল ছোট একটা সুন্দর কাঠের বাক্স।

পীট চিৎকার করে উঠল—এই তো পেয়েছি সেই পাথর—'ফায়্যারি আই' এখন আমাদের।

জুপিটার কিন্তু কোনরকম উত্তেজনা প্রকাশ না করে মাটি থেকে বাক্সটা কুড়িয়ে নিল। তারপর বাক্সটা খোলার চেষ্টা করল।

এবার বব বলল—তাড়াতাড়ি খোল জুপ, সত্যি এবার আর আমারও ধৈর্য থাকছে না।

জুপিটার নির্লিপ্ত ভঙ্গিমায় ঠিক আগের মত হাসতে হাসতে বলল—ধীরে বন্ধু ধীরে। 'ফায়্যারি আই'য়ের সন্ধান পাওয়া কি সহজ মনে করেছ। এই বাক্সে আর যাই থাক ওই পাথরটা নেই।

—বল কি জুপ, তাহলে এই বাক্সের মধ্যে কি আছে?

—সে কথা বলা শক্ত, দেখাই যাক না খুলে প্যাসের খুড়োদাদু কি রসিকতা করেছেন।

কথাটা বলতে বলতে জুপিটার বাক্সটা খুলে ফেলল। এবার বেরিয়ে এল ছোট এক টুকরো কাগজ। ওই কাগজে লেখা :—

"সঠিক সময় হিসাব কর
ঘড়ির কাটা লক্ষ্য কর
ছায়া যেথায় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে
সেথায় তুমি গভীর ক্ষতের মাঝে
আমায় খুঁজে পাবে।"

জুপিটার লেখাটা পড়ল। পড়া শেষ হলে তাকাল সঙ্গীদের দিকে। তাদের নির্বোধ মুখগুলো দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল, তারা কেউই এর অর্থ বোঝেনি।

জুপিটার এবার কাগজ টেবিলের ওপর বিছিয়ে রাখল। তারপর বলল—এটা হল একটা নির্দেশ। মিস্টার অ্যাগস্ট মনে হয় পাথরটির নিরাপত্তা সম্পর্কে খুবই সন্ধিহান ছিলেন?

—কি করে বুঝলে।

জুপিটার বলল—আমার ধারণা মিস্টার অ্যাগস্ট প্রথমে অকৃটে-ভিয়ানের মূর্তির মধ্যে পাথরটাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। পরে তিনি বুঝেছিলেন এই প্লাসটার আবক্ষ মূর্তিটি আদৌ নিরাপদ নয়। পরে তিনি পাথরটিকে এই মূর্তিটি থেকে বার করে নিয়ে অন্য কোথাও পুঁতে রেখেছেন আর তার নির্দেশ তিনি দিয়ে গেছেন এই কাগজটির মধ্যে।

জুপিটারের বক্তব্যকে একমাত্র বব কিছুটা সমর্থন করল। তারপর বলল—তোমার কথা না হয় মানছি জুপ, কিন্তু বস্তুটাকে কোথাও তিনি পুঁতে রেখেছেন, এমন কথা তোমার মনে হল কেন?

জুপিটার বলল—এই কাগজে লেখা মিস্টার অ্যাগস্টের নির্দেশ পড়ে—শেষ লাইনে তিনি লিখছেন সেথায় তুমি গভীর ক্ষতের মাঝে—ক্ষত বলতে এখানে তিনি গভীর গর্তের কথা বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ এমন কোথাও পাথরটা লুকনো আছে সেখানে গভীর ভাবে আমাদের খুঁড়তে হবে।

এখন প্রশ্ন আমরা কোথায় খুঁড়ব?

—আমার কাছে তো গোটা ব্যাপারটাই ধাঁধা বলে মনে হচ্ছে। আমি বুঝতে পাচ্ছি না মিস্টার অ্যাগস্ট এই জাতীয় রসিকতা কেন করেছেন?

জুপিটার হেসে বলল—মিস্টার অ্যাগস্ট চাননি, তার লুকনো পাথরটা তার নাতি ছাড়া আর কেউ পায়। সেই কারণে তিনি মূর্তি দুটোকে নিয়ে স্রেফ রসিকতা করে সবাইকে বোকা বানাবার চেষ্টা করেছেন। তার ধারণা, তার ভাষার সঠিক অর্থ গ্যাস হয়ত উদ্ধার

করতে পারবে। মূল চিঠিটা তার গ্যাসকেই লেখা।

—কিন্তু ভাই আমি একেবারে অপারক। আমার মনে হয় খুড়োদাদুর ধারণা ছিল আমার বাবা সঙ্গে থাকবেন। তিনি আমাকে তার ভাষা বুঝিয়ে দিতে সাহায্য করবেন। কিন্তু তা সম্ভব নয়। আমার বাবা সঙ্গে আসতে পারেননি, এত খরচ করে ইংল্যাণ্ড থেকে আমাদের দুজনের পক্ষে আমেরিকায় আসা সম্ভব নয়। তাই মনে হয় শেষ পর্যন্ত হয়ত আমাকে ব্যর্থ হয়েই ফিরে যেতে হবে।

এবার জুপিটার তেজি চোখে তাকাল তার দিকে। বলল—এমন ধারণা তুমি করছ কেন গ্যাস। দোষটা তো তোমার খুড়োদাদুর নয়—তোমার এবং আমাদের সকলের। তিনি তো সবকিছু জানিয়ে দিয়েছেন, এখন আমাদের তা খুঁজে নিতে হবে। তারপর একটু থেমে বলল—হতাশ না হয়ে, এসো না আমরা মিস্টার অ্যাগস্টের ম্যাসেজ দুটো আবার ভালভাবে সবাই মিলে পড়ি। আমার মনে হয় ম্যাসেজ দুটো পৃথকভাবে একটু বুঝে পড়লেই আমরা আসল জায়গার হদিস করতে পারব। এতটা এগিয়ে এসে হাল ছেড়ে দেওয়ার ছেলে আমি নই।

জুপিটারের আত্মবিশ্বাস আবার নতুন করে উদ্বুদ্ধ করল তিন কিশোরকে। গ্যাস তার পকেট থেকে সঙ্গে রাখা প্রথম চিঠিটা বার করে এগিয়ে দিল জুপিটারের হাতে। জুপিটার চিঠিটা হাতে নিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসল। এবার ওর সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল বব, পীট আর গ্যাস।

জুপিটার প্রথম চিঠিটা পড়ে গেল। একবার নয় দুবার। তারপর তাকাল বন্ধুদের দিকে।

পীট বলল—আমার মাথায় সত্যি কিছু এল না। প্রথমবার চিঠিটা পড়ে যেমন নিজেকে বোকা বলে মনে হয়েছিল, এখনও সেইরকমই মনে হচ্ছে।

জুপিটার এবার তাকাল গ্যাসের দিকে। গ্যাস সহজ গলায় বলল—আগের মত এবারও আমার কাছে চিঠিটা দুর্বোধ্য। কেবল একটা কথা বলতে পারি, মনে হয় তিনি "অ্যাগস্ট আমার সৌভাগ্য"

কথাটা বলতে চেয়েছেন এই কারণে যে আমার আগস্ট মাসের ছয় তারিখে বেলা আড়াইটের সময় জন্ম। আর আগামীকাল হচ্ছে আমার জন্ম দিন—সেই ছয়ই আগস্ট। বাবার কাছে শুনেছি আমি বেলা আড়াইটের সময় জন্মেছি। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না আগস্ট মাস আমার কোন্ সৌভাগ্যের সূচনা করবে।

গ্যাস কথাগুলো বলে গেল নিজের মনে। তার কোন কথার যথার্থ উত্তর জুপিটার দিল না। বরং তাকে অত্যন্ত চিন্তিত বলে মনে হল। দেখা গেল সে তার দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটের কোণ কামড়ে ধরেছে। জুপিটার যখন কিছু চিন্তা করে তখন সে এইভাবে চিন্তা করে। বব তাকাল জুপিটারের দিকে। জুপিটারেব এই ভাবটা তার চেনা। তাই সে বলল—জুপ, চুপ করে কি ভাবছ?

জুপিটারের যেন সম্বিত ফিরল। সে এবার বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল—কোন চিন্তা নয় বন্ধু, এখন একমাত্র চিন্তা ভীষণ খিদে পেয়েছে। সারাদিন আমাদের ওপর দিয়ে ভীষণ ধকল গিয়েছে আমার ধারণায় তোমরাও সকলে ক্ষুধার্ত—এখন আমাদের খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রামের প্রয়োজন।

পীট সমর্থন করল জুপিটারের কথা। বলল—ঠিক বলেছ জুপ, ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।

জুপিটার হেসে বলল—পেটে ক্ষিদে থাকলে কোন চিন্তাই আমার আসে না—। অতএব তোমরা এখন যে যার মত চলে যাও, কাল সকালে আবার আমাদের দেখা হবে।

জুপিটারের কথা মত বব ও পীট গাড়িতে ফেরার জন্য তৈরি হল। জুপিটার মাটি থেকে প্লাসটার মূর্তির ভাঙা অংশগুলো কুড়িয়ে নিয়ে টেবিলে গুছিয়ে রাখতে বলল—দেখি এই ভাঙা মূর্তি টুকরোগুলো পরীক্ষা করে, কোন ক্লু খুঁজে পাই কিনা।

বব আর পীট দুজনেই বাড়ি ফিরে গেল। বাড়ি ফিরেও ববের নিস্তার নেই। সে তার পড়ার ঘরের টেবিলে বসে সারাদিনের

'বিবরণ লিখে রাখছিল। প্রতিটি ঘটনাই লিখে রাখা তার কাজ। সে আসলে রেকর্ড কীপার অর্থাৎ তথ্য বিশারদ। কোনদিন কখন কি ঘটেছিল তার কাছ থেকেই মাঝে মাঝে জুপিটার জেনে নেয়। কাজেই সমস্ত দৈনিক বিবরণ নিখুঁত ভাবে লিখতে হয় ববকে।

এক মনে নিজের ঘরের আলো জ্বালিয়ে বব লিখছিল। বাইরে ঠিক কত রাত হয়েছে তার খেয়াল ছিল না। এক সময় তার ঘরে বাবার প্রবেশ ঘটল।

ববকে এত রাত পর্যন্ত গভীর মনোযোগে কাজ করতে দেখে প্রশ্ন করলেন—কি ব্যাপার বব, কি লিখছ তুমি ?

বব হেসে বলল—দরকারি কিছু তথ্য। তারপর একটু থেমে বলল।

—আচ্ছা বাপী, তুমি কি আমাকে একটা ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারবে ?

—কি বল।

—আচ্ছা, উত্তর হলিউড অঞ্চলে ডায়াস ক্যানিয়ান বলে কোন নাম শুনেছ ? মনে হয় জায়গাটা অনেক পুরনো।

ছেলের প্রশ্নে মিস্টার এণ্ড্রুস যেন একটু থমকে গেলেন। তারপর বললেন—ডায়াল ক্যানিয়ান—তাই না ? দাঁড়াও আমায় একটু মনে করতে দাও। মনে হল তিনি যেন কিছু ভাবতে চেষ্টা করলেন। তারপর ববের উদ্দেশ্যে বললেন—দাঁড়াও রেফারেন্স বইটা একটু নিয়ে আসি, মনে হয় বইতে ওই জায়গার বিষয়ে সবিস্তারে বলা আছে।

কথাটা বলে তিনি তার নিজের ঘরে চলে গেলেন। ফিরে এলেন মিনিট দুয়েকের মধ্যে। হাতে একটা বই।

—ডায়াল ক্যানিয়ান—ডায়াল ক্যানিয়ান—বেশ কয়েকবার নামটা নিজের জিহ্বায় উচ্চারণ করতে করতে বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন মিস্টার এণ্ড্রুস। তারপর একটা পাতায় তার চোখ আটকে গেল। বললেন ববকে—হ্যাঁ পেয়েছি। এই যে—ডায়াল ক্যানিয়ান অবস্থিত হল হলিউডের উত্তরাঞ্চলে। এটি একটি অতি প্রাচীন গিরিখাদ অঞ্চল। বর্তমানে জায়গাটি পরিত্যক্ত ও লোকালয়হীন।

এক সময় এই অঞ্চল সানডায়াল ক্যানিয়ান নামে বিখ্যাত ছিল। এর কারণ এই অঞ্চল ঘিরে যে পাহাড়গুলি আছে, তার মধ্যে একটি পাহাড়-শৃঙ্গের ছায়া-সূর্য একটা বিশেষ কোণে অবস্থান করলে সূর্য ঘড়ির কাটার মত দেখায়। তবে বর্তমানে লোকে এই জায়গাটাকে শুধুমাত্র ডায়াল ক্যানিয়ান বলে থাকে।

বাবার কথাগুলো মন দিয়ে শুনল বব। এবার মিস্টার এণ্ড্রুস হাতের বইটা বন্ধ করে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি—আমি তোমাকে তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পেরেছি তো ?

—হ্যাঁ বাপী।

মিস্টার এণ্ড্রুস বললেন—অনেক রাত হয়ে গেছে, আমার মনে হয় এখন তোমার শুয়ে পড়া উচিত।

—হ্যাঁ শুতে যাব, তার আগে এখুনি একবার আমাকে জুপিটারকে ফোন করার প্রয়োজন।

—এত রাত্রে ফোন করবে জুপিটারকে ?

—হ্যাঁ, ডায়াল ক্যানিয়ানের তথ্যটা তাকে আমার অবশ্যই জানাতে হবে।

মিস্টার এণ্ড্রুস ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমরা কি আবার কোন মিস্ট্রিতে হাত দিয়েছ নাকি ?

—হ্যাঁ বাপী।

মিস্টার এণ্ড্রুস আর কথা বাড়ালেন না। এক ঝলক ববের দিকে চোখ রেখে তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন ঘরের বাইরে।

বব এবার উঠে গেল টেলিফোনের দিকে। জুপিটারকে বাবার কাছ থেকে শোনা কথাগুলো এক্ষুণি একবার জানানো দরকার। হয়ত এই তথ্যের থেকে সে কোন ক্লু খুঁজে পেতে পারে।

হ্যালো জুপ, আমি বব বলছি ?

—কি ব্যাপার বব, এখনও ঘুমতে যাওনি।

—না জুপ, এতক্ষণ বসে আমি রিপোর্ট তৈরি করছিলাম। এই-মাত্র একটা তথ্য সংগ্রহ করলাম। মনে হল তোমাকে খবরটা

আমার জানানো দরকার—তাই টেলিফোন করতে বাধ্য হলাম।

—কি তথ্য বব?

—ভায়াল ক্যানিয়ানের বিষয়ে। এরপর বব টেলিফোনে জানাল ভায়াল ক্যানিয়ানের আসল নাম, আর কেনই বা ক্যানিয়নকে সকলে সান ভায়াল ক্যানিয়ান বলতো।

ববের কাছ থেকে কথাগুলো শুনে জুপিটার কি যেন ভাবল। তারপর বলল—তোমাকে তথ্যটা জানানোর জন্য ধন্যবাদ বব। তুমি বরং কাল সকালে লাইব্রেরি থেকে সোজা হেডকোয়ার্টারে চলে আসবে। খুব জরুরী দরকার। বেশি দেরি করবে না। আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

—ঠিক আছে জুপ।

টেলিফোন নামিয়ে রাখল বব। তারপর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

পরের দিন সকালে নিজের লাইব্রেরির কাজ সেরে বব এসে দাঁড়াল ইয়ার্ডে। দেখতে পেল তার জন্য অধীর চিত্তে অপেক্ষা করছে জুপিটার, পীট আর গ্যাস। তাকে দেখামাত্র জুপিটার সচকিত কণ্ঠে বলল—এসে পড়েছ বব, আমি এতক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলাম। চল আমাদের হাতে আর বেশি সময় নেই। আলগোছে কব্জি উল্টে ঘড়িটা দেখে নিল জুপিটার। দু'পা এগিয়ে জুপিটার এবার ব্যস্ত কণ্ঠে ডাক দিল হেন্সকে।

হেন্স এগিয়ে এল। জুপিটার বলল—তোমরা ট্রাক বার কর, আমার হাতে আর কিন্তু বেশি সময় নেই।

—ওকে জুপিটার। হেন্স গ্যারেজের দিকে চলে গেল ট্রাক বার করতে। জুপিটারের ব্যস্ততা লক্ষ্য করে তিন কিশোর যথেষ্ট অবাক হল। কি ব্যাপার? কোথায় বলেছে জুপিটার? এত ব্যস্তই বা কিসের জন্য। তাছাড়া আজ সে কাঁধে একটা ক্যামেরা ঝুলিয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে আউটিংয়ে চলেছে। তবু কেউ কোন কথা বলল

না। অপেক্ষা করছিল জুপিটার কিছু বলে কি না তা শোনার জন্য। কিন্তু জুপিটার নিজে থেকে ওদের কোন কথা বলল না। হেন্স আর কোনার্ড ট্রাক নিয়ে এসে গেটের সামনে দাঁড়াল। ট্রাকটা দাঁড়াতেই তাতে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল জুপিটার। ওর দেখাদেখি বাকি তিনজনও উঠে পড়ল। বড় একটা চট পাতা ছিল ট্রাকে। ওই চটের ওপর ওরা বসল। জুপিটার ট্রাক ছাড়ার নির্দেশ দিল। ট্রাকের চাকা গড়াল।

এবার নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বব প্রশ্ন করল—কি ব্যাপার জুপ আমরা এখন কোথায় চলেছি?

জুপিটার উত্তর দিল না কোন। তাকে নিরুত্তর থাকতে দেখে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পীট বলল—এটা তোমার খুব খারাপ অভ্যাস জুপ, তুমি আমাদের কোন কথা বলতে চাও না। এটা ঠিক নয় আমরা তোমার সহকর্মী—প্রতিটি মুভমেন্টের বিষয়ে আমাদেরও জানা দরকার।

পীটের কথায় জুপিটার তাকাল। মৃদু হেসে বলল—বেশ শুনতে যখন চাইছ তখন শোন, আমি এখন চলেছি গ্যাসের খুড়োদাদুর বাগানবাড়িতে, তিনি যা লিখে গেছেন তার সত্যতা প্রমাণের জন্য।

—আবার ওখানে কেন যাবে জুপ।

পীট জানতে চাইল। জুপিটার বলল—ওই যে বললাম তার লেখার সত্যতা প্রমাণের জন্য। তবে তোমার কোন ভয় নেই, এখন আমাদের সঙ্গে হেন্স আর কোনার্ড আছে—ওরা আমাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে সজাগ থাকবে। পীট এবার যেন মনে মনে একটু ভরসা পেল। বলল—তুমি কি কোন ক্লু খুঁজে পেয়েছ?

—হ্যাঁ। গতকাল রাত্রে ববের টেলিফোন আমাকে একটু নতুন ক্লুর সন্ধান দিয়েছে। ওর কাছেই শুনলাম ডায়াল ক্যানিয়ানের আসল নাম ছিল সানডায়াল ক্যানিয়ান। ওই পাহাড়ের এমন একটা কোণ আছে, যেখানে সূর্য গিয়ে পড়লে পাহাড়ের ছায়াটা সূর্য-ঘড়ির কাটার মত দেখায়। গতকাল আমি যখন ওই বাড়িতে বন্দী ছিলাম, তখন আমি ওই ছায়া লক্ষ্য করেছি। বাড়ির সামনে

লনের ওপর ছায়াটা সূর্যঘড়ির কাটার মত দেখাচ্ছিল। এই পর্যন্ত বলে জুপিটার তাকাল গ্যাসের দিকে, বলল—তোমার খুড়োদাদু মনে করেছিলেন এই ডায়াল ক্যানিয়ানের আসল নাম তুমি বা তোমার বাবা অবশ্যই উদ্ধার করতে পারবে।

—আমার মাথায় কিছু আসছে না জুপ, তুমি কি বলছ।

গ্যাস অসহায় ভাবে জবাব দিল।

এবার বব বলল—আচ্ছা জুপ, মিস্টার অ্যাগস্ট কি ওই পাহাড়ের ছায়াটার কথা বলেছেন?

—অবশ্যই।

—তার মানে ঠিক যে সময় ছায়াটা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে, সেই জায়গায় আমাদের মাটি খুঁড়ে পাথরটাকে বার করতে হবে।

জুপিটার মৃদু হেসে বলল—ঠিক ধরেছ বব।

—কিন্তু সে সময়টা কখন?

এবার জুপিটার বলল—এখানে আবার আমাদের বুদ্ধির পরীক্ষা করেছেন মিস্টার অ্যাগস্ট। তিনি লিখছেন—"ঠিক সময় হিসাব কর, ঘড়ির কাটা লক্ষ্য কর।" ঘড়ির কাটা বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন তা বোঝা গেলেও সঠিক সময় বলতে কি বুঝিয়েছেন তা নিশ্চয় তোমাদের মাথায় আসেনি।

—না জুপিটার?

জুপিটার এবার ববের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি কিছু অনুমান করতে পাচ্ছ?

—না জুপ।

এবার জুপিটার প্রশ্ন করল—চিঠিটা কার উদ্দেশ্যে লিখতে চেয়েছেন মিস্টার অ্যাগস্ট?

—গ্যাসের উদ্দেশ্যে?

জুপিটার বলল—অতএব একমাত্র ওই বলতে পারবে সঠিক সময়টা ঠিক কত?

গ্যাস তাকাল। জুপিটার বলল—প্রশ্নটা খুব সহজ গ্যাস, আমি

জানতে চেয়েছি তোমার জন্ম সময়টা ঠিক কখন? মিস্টার অ্যাগস্ট তোমার জন্ম সময়টার কথা এখানে বোঝাতে চেয়েছেন। আর এই সময়টা তো তুমি ছাড়া আর কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

গ্যাস বলল—আজ আমার জন্মদিন—৬ই আগস্ট।

আমি জন্মেছি বেলা আড়াইটের সময়।

—দ্যাটস রাইট। বেলা আড়াইটের সময় আমাদের ওই লনে পৌঁছে দেখতে হবে পাহাড়ের ছায়াটা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে ঠিক কোথায় পড়ছে। আর সেটাই লক্ষ্য করার জন্য আমরা চলেছি মিস্টার অ্যাগস্টের বাগানবাড়ির দিকে।

এবার ওরা তিনজনই যেন অনেকটা স্বস্তি বোধ করল। ওদের কাছে ধাঁধাটা অনেকখানি পরিষ্কার বলে মনে হল। পীট বলল—হাতে তো আমাদের বেশি সময় নেই। দ্রুত নিজের হাত ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে বলল, মাত্র চল্লিশ মিনিট সময় আছে।

—যথেষ্ট সময়। আমাদের পৌঁছতে আর বড়জোর মিনিট কুড়ি সময় নেবে।

জুপিটারের অনুমান একবারে মিথ্যে ছিল না। সত্যিই তারা বেলা ছটোর আগেই গিয়ে পৌঁছে গেল। দূর থেকে ওরা বাড়িটা দেখতে পেল। এবং তৎপর হয়ে উঠল।

কাছে আসতেই দেখতে পেল বড় বড় কয়েকটা ট্রাক লনের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে।

পীট বলল—আরে, আমাদের আগেই মনে হয় কারা যেন চলে এসেছে।

জুপিটার বলল—আমার মনে হয় যারা এই বাড়িটা কিনেছে, এরা তাদের লোক। আজ থেকেই মনে হয় বাড়িটার ভাঙার কাজ ওরা শুরু করেছে।

—যদি ওরা বাড়িটা সত্যি ভেঙে ফেলে।

—তাতো ফেলবেই।

—এর যদি ওরা ইতিমধ্যে মাটি খুঁড়ে ওই পাথরটার সন্ধান পেয়ে

যায় তাহলে—

এতক্ষণে গ্যাস যেন আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। আস্থা এসেছে খুদে গোয়েন্দা জুপের বুদ্ধির ওপর। বলল—তা কিছুতেই সম্ভব নয়। মনে রেখ ওদের কারো দলে জুপিটার নেই।

জুপিটার কিন্তু সে কথায় লক্ষ্য করল না। তার চোখ জোড়া অন্য কিছু খুঁজছিল। এবার সে বলল—বন্ধুরা তোমরা লক্ষ্য করে দেখ পূর্ব দিক থেকে সূর্যঘড়ির কাটার মত একটা ছায়া ক্রমশ ধীরে ধীরে লনের ওপর এসে পড়েছে।

এবার সকলে সেদিকে তাকাল। জুপিটার বলল—এস আমরা নেমে পড়ি। হেন্স ট্রাকটা ঠিক এই জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখ।

হেন্স ট্রাক দাঁড় করাল। ওরা ট্রাক থেকে নেমে পড়ল একে একে। লনের দিকে এগিয়ে যেতেই তারা দেখতে পেল বাড়িটার ভাঙ্গার কাজ শুরু হয়ে গেছে। তাদের বাড়িটার কাছাকাছি আসতে দেখে একজন বেটেখাটো লোক এগিয়ে এল। বলল—তোমাদের এখানে কি চাই ছেলেরা, এখুনি এখান থেকে চলে যাও। বাড়ি ভাঙ্গা হচ্ছে দেখছ না।

জুপিটার কিছুই যেন জানে না, তাই সে বলল—কি ব্যাপার এত সুন্দর একটা বাড়ি আপনারা ভাঙছেন কেন?

লোকটি বলল—এই বাড়িটা ভেঙ্গে এখানে অত্যাধুনিক ফ্লাট বাড়ি তৈরি করা হবে। দুদিনের মধ্যে গোটা বাড়িটা আমাদের ভেঙ্গে ফেলতে হবে। তোমরা এখন এখান থেকে সরে যাও। এখানে সাধারণের এখন প্রবেশাধিকার নেই।

জুপিটার বুঝল লোকটির মেজাজ বেশ চড়া সুরে বাধা। তাছাড়া হাতেও কিছুটা সময় আছে, এক্ষুণি তার পক্ষে এখান থেকে চলে যাওয়া সম্ভব নয়। যে করেই হোক তাকে বেলা আড়াইটে পর্যন্ত এই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, দেখতে হবে ঠিক কোন্ জায়গায় শৃঙ্গের ছায়াটা সূর্যঘড়ির কাটার মত এসে ওই সময়ে পড়েছে। তাই সে বলল—দেখুন আমি এখানে এসেছি জরুরী

প্রয়োজনে। আমার কাকা এই বাড়ি থেকে পুরনো কিছু ফার্নিচার কিনেছিলেন। ওর ধারণায় এখনও কিছু মাল হয়ত এখানে পড়ে আছে —তাই আমরা দেখতে এসেছি তিনি সত্যি কিছু ফেলে গেছেন কিনা।

লোকটি এবার চড়া সুরে বলল—না, না কোন কিছু এখানে পড়ে নেই। তোমরা এখান থেকে চলে যাও তো। আর কথা বাড়িও না।

জুপিটার দেখল বেগতিক। এখন পনের মিনিটের মত সময় তাকে অপেক্ষা করতে হবে। এবার সে সহজ গলায় বলল—আহা এত সুন্দর একটা বাড়ি আপনারা ভেঙ্গে ফেলবেন। আমার খুব খারাপ লাগছে কাল সকাল থেকে এই বাড়িটাকে আমরা আর দেখতে পাব না। আচ্ছা স্যার আপনাকে একটা কথা বলব।

—কি কথা।

—দয়া করে একটা ছবি তুলতে দেবেন। আমি এই বাড়িটার একটা ছবি আমার ক্যামেরায় ধরে রাখতে চাই। কথাটা বলে জুপিটার কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে সোজা এগিয়ে গেল সামনের দিকে। তারপর কাঁধ থেকে ক্যামেরা নামিয়ে ছায়াটা লক্ষ্য করে ক্যামেরা ঠিক করে নিল।

বেটেখাটো লোকটি প্রথমে চিৎকার করে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করল জুপিটারকে। পরে কি ভেবে বলল—ঠিক আছে ছবিটা তুলে নিয়েই কিন্তু চলে যাবে।

—আচ্ছা স্যার।

লোকটি বলল—যাক কাল থেকে তো চারদিক ঘিরে দেওয়া হবে। আজ যখন জায়গাটা ঘেরা যায়নি তখন আর বাঁধা দিই কি করে। কিন্তু ছেলেরা ছবি তোলা হয়ে গেলে আর দাঁড়াবে না একদম —মনে থাকবে তো ?

—থাকবে স্যার।

জুপিটার ঘড়ির কাঁটা লক্ষ্য করতে লাগল। ছায়াটা ক্রমশ বড় হচ্ছে। এগিয়ে আসছে। ঠিক আড়াইটে বাজা মাত্র জুপিটার ক্যামেরার

লেজে চোখ রাখল। তারপর ছায়াটা লক্ষ্য করে সার্টার টিপল।

পীট চিৎকার করে বলল—কি জুপ হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ।

কথাটা বলে জুপিটার নিচু হয়ে কি যেন দেখল মাটিতে তারপর দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে এল বন্ধুদের কাছে।

তারপর হেসে বলল—চল আর অপেক্ষা নয় দ্রুত ট্রাকে ফিরে যাই।

পীট বিস্ময়ের সুরে বলল—তাহলে 'ফায়ারি আই'য়ের কি হবে জুপ। কাল তো আর আসা যাবে না এখানে। শুনলাম আগামী-কাল ওরা জায়গা ঘিরে ফেলবে।

ট্রাকে উঠতে উঠতে জুপিটার বলল—সে তো কাল ঘিরবে আজ নয়?

—তাহলে আমরা মাটি খুঁড়ব কখন?

—আজ রাত্রে।

—রাত্রে, মানে অন্ধকারে জায়গা খুঁজে পাবে কি করে? তখন তো আর কোন পাহাড়ের ছায়া পড়বে না।

জুপিটার হেসে বলল—সে দায়িত্ব আমার। প্রয়োজন হলে পাহাড়ের রানীকে বলব, হে পাহাড়রানী তুমি তোমার পরীকে ডানা মেলে পাঠিয়ে দাও, যাতে সে আমাদের ছায়া ফেলে জায়গা দেখিয়ে দিতে পারে।

পীট ভীষণ চটে গেল জুপিটারের কথায়। চটে গেল বিশেষ করে বব আর গ্যাস হেসে ওঠায়। বলল রাগত স্বরে—তোমার এই ধরনের ইয়ার্কি আমার একদম পছন্দ নয় জুপ। কিছু বলতে না চাইলে বল না, তা বলে এই ধরনের কথা ঠিক নয়।

জুপিটার কথা বাড়াল না, কেবল হাসতে লাগল। ট্রাক চালু করল হেন্স। আবার তারা ফিরে চলল ইয়ার্ডের দিকে।

ইয়ার্ডে সারাটা দিন কাজের মধ্যে কাটাল বব আর পীট। জুপিটার গ্যাসকে তাদের হেড কোয়ার্টারে নিয়ে বসে ছিল। আজ রাত্রে তাদের

অভিযান। এই অভিযান কি ভাবে তারা করবে তারই পরিকল্পনা করছিল জুপিটার। সন্ধ্যে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বব ও পীট নিজেদের আস্তানায় গেল। জুপিটার বলল আর আমাদের অপেক্ষা করার সময় নেই। তাড়াতাড়ি ডিনার খেয়ে আমাদের তৈরি হয়ে নিতে হবে। এরপর তারা বসল ডিনার টেবিলে। খেতে খেতে কোন কথা হল না। খাওয়া শেষ হলে জুপিটার বলল, বন্ধুরা, এবার তোমরা আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোন। আজ রাত্রে আমরা "ফায়্যারি-আই" পাথরটার সন্ধানে যাব। এই কাজ আমাদের খুব সন্তর্পনে করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে এই অন্ধকারে আমাদের কেউ অনুসরণ করতে না পারে। তবে আজ রাত্রে এই অভিযানের সময় বিপদের সম্ভাবনা আছে প্রচুর। তার জন্য যতরকম সর্তকতা অবলম্বন করা যায় তার সমস্ত ব্যবস্থা আমি করেছি। প্রথমেই বলি, আমাদের যাত্রার একটা নকল মহড়া হবে। আমি ফোন করে রোলস রয়েস সহ মিস্টার ওয়ার্দিংটনকে আসতে বলেছি। অন্ধকার গাঢ় হলে রোলস রয়েস নিয়ে ওয়ার্দিংটন ইয়ার্ডের প্রথম গেটের সামনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে।

পীট উৎসাহিত হয়ে বলল—আমরা কি রোলস রয়েস করে যাব জুপ।

—না পীট, ওটায় যাবে আমাদের চারজন ডামি। এর কারণ যাতে আমাদের প্রকৃত গতিবিধি অনুসরণকারীর পক্ষে বোঝা সম্ভব না হয়।

—আমাদের ডামি মানে—

—সে তোমরা দেখতে পাবে। তার আগে তোমরা পোশাকগুলো বদল করে ফেল।

কথাটা বলে জুপিটার চারটে জ্যাকেট বার করল বিভিন্ন রঙের। তারপর বলল—এগুলো তোমরা পরে ফেল।

জ্যাকেটগুলো তিনজনের গায়ে হলেও, পীটের ঠিক সাইজে হল না। বেশ কষ্ট করেই পীটকে জ্যাকেট পরতে হল। এরপর জুপিটার

বলল—এবার এক কাজ কর আমার তৈরি করা চারটে ডামি ওই কোণে সাজানো আছে, ওগুলোকে নিয়ে চল এক নম্বর দরজার কাছে, মনে হয় ওয়ার্দিংটন এসে পড়বে এক্ষুণি। ওকে বলেছি যথাসম্ভব দরজার কাছ ঘেঁষে গাড়িটা দাঁড় করাতে।

বলতে বলতে দরজার সামনে হর্ণ বাজার শব্দ শোনা গেল।

জুপিটার এবার তার সঙ্গীদের বলল সামান্য একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে ডামিগুলো তার দিকে এগিয়ে দাও। চমৎকার লম্বা কাঠের ফ্রেমে চারটি ডামি তৈরি করেছে জুপিটার। ওগুলোর গায়ে ওদের চারজনের পোশাক পরানো। মাথাগুলো করা হয়েছে চার-চারটে বেলুন ফুলিয়ে। অন্ধকারে দেখে মনে হচ্ছে ঠিক যেন চারটি ছেলে।

জুপিটার এগিয়ে গেল দরজার দিকে। তারপর ওয়ার্দিংটনকে লক্ষ্য করে বলল—আজ তোমার গাড়িতে যাবে আমাদের পরিবর্তে এই চারজন। গাড়িটা অন্ধকার করে নিয়ে যাবে, যাতে কেউ কিছু বুঝতে না পারে। তারপর একটু থেমে জুপিটার বলল—এটাই মনে হয় তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা ওয়ার্দিংটন।

ওয়ার্দিংটন দুঃখ ভরা গলায় বলল—আমার ভাবতে খুব খারাপ লাগছে যে আমি আর তোমাদের নিয়ে ঘুরতে পারব না।

জুপিটার বলল—দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নেই। আমাদের যদি দেখা হওয়ার মত ভবিতব্য থাকে, তাহলে নিশ্চয় দেখা হবে। তবে এখন যে কাজ তুমি করতে যাচ্ছ তা তোমাকে খুব সর্তকতার সঙ্গে করতে হবে। গাড়ির হেডলাইট একেবারেই জ্বালাবে না।

—আমাকে কোথায় যেতে হবে।

—তোমার কাজ হবে এখান থেকে গাড়ি নিয়ে সোজা শহর পেরিয়ে পাহাড়ি রাস্তা ধরা। তারপর পাহাড়ি রাস্তায় তুমি ঘণ্টা দুয়েক গাড়িটা নিয়ে এলমেলো ঘুরে আবার ঠিক আমাদের এই ইয়ার্ডে চলে আসবে আর গাড়িতে যে ডামিগুলো আছে সেগুলোকে নামিয়ে দেবে।

—ও. কে।

ওয়ার্দিংটন বেরিয়ে গেল। জুপিটার এবার তার সঙ্গীদের বলল—চল একুণি, ইয়ার্ডের পিছনে আমাদের জন্য হেন্স ট্রাক নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমাদের যেতে হবে পিছনের রাস্তা দিয়ে।

এবার তারা জুপিটারের কথা মত ইয়ার্ডের পিছনের গেটে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে কালো পোশাক পরা চারকিশোরকে সত্যি দূর থেকে চেনা সম্ভব ছিল না। হেন্স অপেক্ষা করছিল ট্রাক নিয়ে। ওরা ট্রাকে উঠে পড়ল। জুপিটারের হাতে একটা বড় প্লাসটিকের থলে। ওরা চারজন ট্রাকের পিছনে পাতা ক্যানভাসে শুয়ে পড়ল।

এবার ট্রাক তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছুটতে শুরু করল।

বব বলল—সত্যি জুপ তোমার বুদ্ধির কোন তুলনা হয় না। যদি কেউ অনুসরণ করে তাহলে তারা মনে করবে আমরা চারজন ওই রোলস রয়েসের মধ্যে আছি। কাজেই তারা আমাদের জন্য ওই রোলস রয়েসকে তাড়া করবে।

জুপিটার বলল—আমার নিজের ধারণা আজ কেউ আমাদের লক্ষ্য করতে পারে, আর তারই জন্য আমি এই অভিযানে নকল যাত্রার অভিনয় করলাম। তারপর জুপিটার বলল—এতেও কিন্তু স্বস্তি নেই। আমাদেরও সতর্ক থাকতে হবে। অতএব কেউ কোন কথা বলো না। চুপচাপ কেবল চারদিক লক্ষ্য কর।

নিঃশব্দে অন্ধকার চিরে হেন্সের ট্রাক এঁকেবেঁকে পাহাড়ি রাস্তায় এগিয়ে যাচ্ছিল। চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই তারা পৌঁছে গেল তাদের গন্তব্যে। দূর থেকে দেখতে পেল গ্যাস, খুড়োদাদুর পরিত্যক্ত ভাঙ্গা-চোরা বাড়িটা। অন্ধকারে ঠিক ভূতের মত দেখতে লাগছিল বাড়িটাকে। জুপিটার হেন্সকে গাড়িটা থামাতে বলল। তারপর চারদিক ভালভাবে দেখে নিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। ওর পিছনে নামল পীট, বব আর হেন্স।

জুপিটার এবার হেন্সকে বলল—তুমি এক কাজ কর হেন্স, গাড়িটা ঘুরিয়ে এই রাস্তাটা ব্লক করে আমাদের জন্য অপেক্ষা কর। চারদিকে কড়া নজর রাখবে। যদি তুমি সন্দেহজনক কিছু দেখতে

পাও বা মনে কর, তাহলে দ্রুত হর্ণ বাজাবে। আমরা একটু দূরে ওই লনে আমাদের কাজ করব।

—ঠিক আছে, তোমার কোন চিন্তা নেই।

হ্যান্সকে পাহারায় রেখে এবার জুপিটার তার সঙ্গীদের নিয়ে বাড়িটার লনের দিকে এগিয়ে গেল। সকালে ঠিক সে কোথা দিয়ে এসেছিল তা কিছুটা আন্দাজ করল মনে মনে। তারপর এগিয়ে যেতে লাগল। তারপর একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পীটকে উদ্দেশ্য করে বলল—এবার পীট আমাদের কাজ হবে পাহাড়ের পরীকে ডাকা। সেই আমাদের ঠিক জায়গাটার নির্দেশ দিয়ে দেবে।

পীট বলল—হেঁয়ালি ছেড়ে আসল কথাটা বলো তো জুপ।

জুপিটার এবার তার প্লাসটিকের থলে থেকে একটা হাতলযুক্ত যন্ত্র বার করল। বলল—এই হচ্ছে সেই পরী যে আমাদের আসল জায়গাটা চিনিয়ে দেবে।

—এটা কি জুপ? গ্যাস জানতে চাইল।

জুপিটার বলল—এটা হল একটা ব্যাটারি চালিত মেটাল ডিটেকটর। সামান্যতম কোন ধাতব জিনিষের সংস্পর্শ পেলেই এর ভিতরের আলোটা জ্বলে উঠবে।

পীট অবাক হয়ে বলল—তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু ফায়্যারি আই তো একটা পাথর—ওটা তো আর মেটাল নয়।

জুপিটার হেসে বলল—তা আমি জানি। তবে সকালে যখন আমি এইখানে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছিলাম, তখন আমি ছায়াটা লক্ষ্য করে একটা হাফ ডলার রেখে দিয়ে গেছি। এর উদ্দেশ্য আর কিছুই নয় যাতে আমরা গভীর রাত্রে এসে আসল জায়গাটা বুঝতে পারি—আর এই বোঝাবার দায়িত্ব হল এই মেটাল ডিটেকটরের।

জুপিটারের বক্তব্য শুনে ওর সঙ্গীরা তো অবাক। কখন এতসব কিছু করল জুপিটার।

এবার জুপিটার সঙ্গীদের নিরুত্তর থাকতে দেখে বলল—দেখ ভাই, হাতে আমাদের সময় খুব কম। তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে।

আমার মনে হয় ঠিক এই জায়গায় সকালে পাহাড়ের ছায়াটা দীর্ঘ হয়ে পড়েছিল। আমার হিসাবটা সেই রকম—এস আমরা এবার পরীক্ষার কাজ শুরু করি।

কথাটা বলে জুপিটার মেটাল ডিটেকটরটা পীটের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—আমি এই যন্ত্রের সুইচ অন করে দিলাম। এবার তুমি লনের ওপর ঠিক আমাদের সামনের জায়গাটা ঘিরে আস্তে আস্তে মেশিনটা চালিয়ে কাজ শুরু কর।

পীট আপত্তি করল না। সে এবার ডিটেকটরের হাতলটা ধরে খুব আস্তে আস্তে লনের ওপর চালাতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ মেটাল ডিটেকটরটা লনের ওপর চালিয়েও কোন সফলতা পাওয়া গেল না। কোনরকম নিশানার সংকেত দিল না যন্ত্রটা। পীটকে খুব হতাশ মনে হল। সে বলল—ঠিক জায়গাটা মনে হয় তুমি হারিয়ে ফেলছ জুপ। এই অন্ধকারে সনাক্ত করা কঠিন। তাছাড়া এত বড় লন, এখানে সব কিছু অন্ধকারে ঠিক রাখা খুব কঠিন কাজ।

বব বলল—এইভাবে আন্দাজে কতক্ষণ খুঁজবে। গোটা লনটা পরীক্ষা করতে গেলে সারারাত পার হয়ে যাবে।

জুপিটার কিন্তু ওদের কোন কথাকে গ্রাহ্য করল না। বলল—নিজের ওপর যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়ে, আমার মনে হয় জায়গাটা এখানেই কোথাও কাছাকাছি হবে। তারপর একটু ভেবে নিয়ে জুপিটার বলল—আমি ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে পয়সাটা লনের ওপর ফেলেছিলাম। ছোট হাফ ডলার পয়সাটা গড়িয়ে গিয়েছিল কিছুটা। কিন্তু কতদূর গড়াবে।···আচ্ছা পীট এক কাজ করতো, তুমি তোমার ডানদিকে একটু সরে গিয়ে দেখ কোনরকম সংকেত পাও কিনা।

পীট তাই করল। মুহূর্তে আলোর সংকেত দিল ডিটেকটর।

—পেয়েছি, এই তো এইখানে!

—আর এক ইঞ্চি পিছনে যন্ত্রটা টেনে নাও পীট।

পীট তাই করল।

এবার জুপিটার এগিয়ে এসে ওই জায়গায় হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর কোমরের বেল্টের সঙ্গে লাগানো ছোট টর্চটা জ্বালল। দেখতে পেল মাটিতে হাফ ডলারটা চকচক করছে। পয়সাটা কুড়িয়ে নিজের পকেটে রাখল জুপিটার। তারপর বলল—এবার থলে থেকে ছোট সাবলটা বার কর পীট। এখুনি আমাদের খোঁড়ার কাজ শুরু করতে হবে।

পীট দ্রুত হাতে জুপিটারের সঙ্গে আনা থলে থেকে সাবলটা বার করল। উত্তেজনায় তখন তার হাতটা কাঁপছে।

জুপিটার বলল—খোঁড়া শুরু করে দাও পীট।

পীট মাটি খুঁড়তে লাগল। বব নিচু হয়ে মাটি সরিয়ে দিচ্ছিল আর জুপিটার—সে ধরেছিল টর্চটা ঠিক গর্তের ওপর। বেশ অনেকটা গর্ত করার পরেও তারা কোন কিছুর সন্ধান পেল না। এবার পীট বলল—মনে হয় এটা ঠিক সঠিক জায়গা নয় জুপ।

বব বলল—এখানে যদি সত্যি কিছু থাকত তাহলে আমরা নিশ্চয় তা বুঝতে পারতাম।

জুপিটার কিন্তু কোন উত্তর দিল না। সে নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে কি যেন ভাবতে লাগল।

—কি জুপ কিছু বলো?

এবার জুপ বাড়িটার দিকে তাকাল। অন্ধকারে বাড়ির অন্ধকার ছায়া লক্ষ্য করে তাকিয়েছিল সেদিকে। তারপর সামনের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে থামল। বলল—এবার এই জায়গায় গর্ত করে দেখত কিছু পাও কিনা?

আবার ঠিক ওই জায়গায় গর্ত করার কাজ শুরু করল পীট। এবার কিছুটা গর্ত করার পর পীট বলল—মনে হয় এই জায়গায় কিছু আছে। সাবলটা শক্ত জায়গায় ধাক্কা খাচ্ছে বলে মনে হল।

এবার জুপিটার গর্তটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বলল—দেখি একবার, আমাকে দেখতে দাও। কথাটা বলে সে গর্তের ভিতর হাত

ঢোকাল। তার মনে হল কিছু যেন একটা তার হাতে ঠেকছে। মনে হয় কোন বাক্সের কোণা।

জুপিটার বলল—পীট গর্তটা আর একটু বড় করে কর যেন গোলাকার হয়।

পীট তাই করল। গর্তটা করল একটু বড় আর গোলাকার ভাবে।

এবার জুপিটার গর্তের ভিতর হাত ঢুকিয়ে আঙুল দিয়ে মাটি সরালো। তারপর বলল—আমি পেয়েছি, মনে হচ্ছে একটা বাক্স। বব, টর্চটা ঠিক করে ধরতো গর্তটার ওপর।

বব টর্চ ধরল। টর্চের আলো পড়া মাত্র জুপিটার ভালভাবে জায়গাটা লক্ষ্য করে দ্রুত মাটির নিচ থেকে তুলে আনল একটা ছোট আকারের হালকা সাদা পাথরের তৈরি বাক্স, যার মুখটা সোনার ছোট তালা দিয়ে আটকান।

জুপিটার বাক্সটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওর দিকে তাকিয়ে উদ্‌বিগ্ন চিত্তে তিনকিশোর।

—কি পেলে জুপিটার?

—একটা বাক্স, এই বাক্সের তালা খুলতে পারলে বোঝা যাবে আমরা সেই আসল বস্তুটির সন্ধান পেয়েছি কিনা। বব আলোটা ভাল করে ধর আমার দিকে।

বব টর্চটা জুপিটারের দিকে ঘোরাল। এবার আঙুলের কায়দায় তালাটাকে অদ্ভুতভাবে মোচড় মারল জুপিটার। তার আঙুলের কায়দায় তালাটা খুলে গেল। এবার দ্রুত হাতে বাক্সের ঢাকনিটা খুলতেই তারা দেখতে পেল—সেই রক্তাভ পাথর। অন্ধকারে পাথরটা যেন জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল ঠিক যেন একটা আগ্নেয় চোখ।

পীট উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল—আমরা পেয়েছি! পেয়েছি! সত্যি জুপ, তোমার বুদ্ধিকে তারিফ করতে হয়।

এবার গ্যাস তাকাল। তার দু'চোখ তখন খুশিতে ভরপুর। সে আশা করতে পারেনি জুপিটারের পক্ষে এত দ্রুত "ফায়্যারি আই"-য়ের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হবে। তাই সে উত্তেজনায় দু'হাতে তালি

দিয়ে বলে উঠল—তুমি এক আশ্চর্য রহস্যের উদ্ঘাটন করলে জুপ।
আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। এখনও আমি চিন্তা করতে পারছি না তুমি আমার সৌভাগ্যসূচক লুকনো পাথরটাকে খুঁজে বার করতে পেরেছ।

জুপিটার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সে চমকে উঠল এক ভারি কণ্ঠস্বরে—সত্যি তোমাকে প্রশংসা করতে হয় ছোকরা। তোমার অসাধারণ বুদ্ধিকে তারিফ না করে আমরা পারছি না। তবে যাই তুমি করে থাক তা করেছ আমাদের জন্য। অতএব পাথরটাকে এবার বাধ্য ছেলের মত আমাদের হাতে তুলে দাও। চোখের সামনে এবার চারকিশোর দেখতে পেল চারজন কালো পোশাক পরা লোককে। চমকে উঠল সকলে। অস্ফুটস্বরে বব বলল—এ তো দেখছি কালো গোঁফয়ালা দলের লোক।

পীটের মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার চোখে পড়ল ওদের হাতে উঁচিয়ে থাকা রিভলবারগুলি।

এবার ওই চারজনের মধ্যে একজন জুপিটারের দিকে এগিয়ে গেল। জুপিটার বুঝতে পারল ওরা আবার বন্দী হয়ে গেছে। এখান থেকে ট্রাক পর্যন্ত ছুটে পালাবার মত সুযোগ তাদের নেই। তাই সে পালাবার চেষ্টা না করে বাধ্য ছেলের মত দাঁড়িয়ে থাকল। লোকটি তার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল—তোমরা যখন আজ দুপুরের দিকে এখানে এসেছিলে, তখনই আমরা তোমাদের লক্ষ্য করেছিলাম। আড়াল থেকে শুনেছিলাম তোমাদের সব কথাবার্তা। আমরা জানতাম গভীর রাত্রে কোন এক সময় তোমরা আবার এখানে ফিরে আসতে পার—সেই কারণেই আমরা এখানে ওত পেতে অপেক্ষা করছিলাম তোমাদের জন্য।

লোকটি থামতেই ওর পাশ থেকে আর একজন কর্কশ গলায় বলল—এত কথা বলে কোন লাভ নেই জো, ওর হাত থেকে পাথরটা নিয়ে নাও।

এবার জো নামের লোকটি জুপিটারের খুব কাছে এগিয়ে গেল,

বলল—পাথরটা দিয়ে দাও আমাকে

জো'র আচরণে জুপিটার অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করল। মনে হল সে যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে। মুহূর্তে তার হাত থেকে খসে পড়ে গেল গর্তের মধ্যে পাথরটা।

জুপিটার ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল—আমাকে মেরো না, দাঁড়াও আমি পাথরটা তুলে দিচ্ছি।

কথাটা বলে সে দ্রুত নিচু হয়ে গর্তের ভিতর থেকে মুঠো করে কি যেন তুলল। তারপর বলল—পাথরটা তোমাদের খুব দরকার তাই না—তো এই নাও পাথর। এই বলে সে হাতের মুঠোয় রাখা বস্তুটাকে দূরে ছুঁড়ে দিল।

জুপিটারের হাত থেকে লুকনো বস্তুটা লনের ওপর একটু দূরে গিয়ে আছড়ে পড়ল। লোক চারটি এবার ওদের ছেড়ে দিয়ে পাথরের উদ্দেশ্যে ছুটল। সামনের আড়াল করা রাস্তাটা ফাঁকা হওয়া মাত্র জুপিটার তার সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলল—পালাও সবাই এখান থেকে তাড়াতাড়ি। সোজা ট্রাকে গিয়ে ওঠ। কথাটা বলে সে নিজে আগে দৌড়ল তার পিছনে ছুটল তিনকিশোর—বব, পীট আর গ্যাস।

ট্রাকের কাছে পৌঁছে তারা সবাই রীতিমত হাঁপাচ্ছিল। জুপিটার ট্রাকে লাফিয়ে উঠতে উঠতে হেন্সকে বলল—দ্রুত ট্রাক চালাও হেন্স।

—কি ব্যাপার, তোমরা এত হাঁপাচ্ছ কেন, বলবে তো আমায়।

—এখন কিছু বলার সময় নেই, তুমি ট্রাক চালাও হেন্স।

—ও. কে.।

হেন্স ট্রাক ছেড়ে দিল।

ঝড়ের বেগে ট্রাক আবার ছুটে চলল পাহাড়ি পথ ধরে।

এত অল্প সময়ের মধ্যে যে হেন্স তাদের নিরাপদে স্যালভেজ ইয়ার্ডে ফিরিয়ে আনবে ভাবা যায়নি। আধ ঘণ্টারও কম সময়ে তারা চলে এসেছে। চারদিক নিঝুম অন্ধকার। এই অন্ধকারের মধ্যে

ওরা নিজেদেরকেও স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিল না। ট্রাক থেকে একে একে নেমে ওরা ইয়ার্ডের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকল। তারপর এসে দাঁড়াল অফিস ঘরের সামনে।

প্রথম নিস্তব্ধতা ভেঙে কথা বলল পীট। বলল—উফ্, এতক্ষণ যেন দমবন্ধ অবস্থার মধ্যে ছিলাম। কিন্তু জুপ বিশ্বাস কর আমার খুব আপশোষ হচ্ছে।

বব বলল—আমারও আপশোষ হচ্ছে জুপ, সমস্ত পরিকল্পনাটা শেষ মুহূর্তে আমাদের ভেস্তে গেল।

গ্যাস বলল—পাথরটা সত্যি আন্লাকি। হাতে এসেও হাতে এল না। আবার হাতছাড়া হয়ে গেল।

পীট বলল—তোমার বুদ্ধিকে এবার ওই শয়তান হারিয়ে দিল জুপ। আমি ভাবতে পারছি না লোকগুলো টের পেল কি করে ?

জুপিটার বলল—অন্ধকারেই লোকগুলো ওই বাড়ির মধ্যে গা ঢাকা দিয়েছিল। ওরা যদি তা না করত তাহলে ওরা নিশ্চয় আমাদের সন্ধান পেত না।

—সেই সঙ্গে পাথরটাও হাতছাড়া হত না।

জুপিটার পীটের দিকে তাকাল। বলল ঠাণ্ডা গলায়—আপাত-দৃষ্টিতে তোমার কথাই হয়ত সত্য।

—আপাতদৃষ্টিতে কেন, পাথরটা কি হাতছাড়া হয়নি বলতে চাও ?

জুপিটার এবার হাসল। অন্ধকারে তার চোখ জোড়া চকচক করছিল। বলল—না পীট, আসল পাথরটা খোয়া যায়নি, এই দেখ আসল "কায়্যারি আই" আমার হাতের মধ্যে।

সবাই অবাক হয়ে তাকাল জুপিটারের হাতের দিকে। দেখল জুপিটারের হাতের তালুর ওপর রক্তাভ চোখের মত দেখতে পাথরটা জ্বল জ্বল করছে।

উত্তেজনায় চিৎকার করে গ্যাস বলল—এই তো সেই পাথর, কিন্তু তাহলে তুমি ওটা কি ছুঁড়ে দিলে লোকগুলোকে ?

জুপিটার হেসে বলল—নকল পাথরটা। যে নকল পাথরটা

কপালে তিনটি উলকির চিহ্ন আঁকা লোকটি আমাদের এখানে ফেলে রেখে গিয়েছিল।

—সত্যি।

—হ্যাঁ বব। আমি যাওয়ার আগে ওই নকল পাথরটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। মনে মনে জানতাম হয়ত এইরকম একটা কিছু ঘটতে পারে।

—কিন্তু তুমি নকল পাথরটা আসল পাথরের সঙ্গে বদল করলে কখন জুপ।

পীট জানতে চাইল।

জুপিটার বলল—গর্ত থেকে নিচু হয়ে ওদের জন্য পাথরটা তুলে দেওয়ার সময় আমি পাথরটাকে বদল করে নিই। পরে ওই নকল পাথরটাকেই ছুঁড়ে দিই লনের ওপর।

এবার বব জুপিটারের হাত জড়িয়ে ধরে বলল—সত্যি তুমি জিনিয়াস জুপ, তোমার কোন তুলনা হয় না।

ববের কথাটা শেষ হতে না হতেই শোনা গেল এক অন্য কণ্ঠস্বর —সত্যি তোমার বুদ্ধি আছে ইয়ংম্যান। তোমাকে তারিফ করতে হয়। তুমি ওই ভাবে শয়তানগুলোকে নকল পাথর দিয়ে ঠকাতে না পারলে, আমার পক্ষে আসল পাথরটা পাওয়া সম্ভব হত না।

জুপিটার দেখতে পেল অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওই ছায়ামূর্তি কাছে আসতেই ওরা চিনতে পারল— ও'তো সেই কপালে তিনটি উলকির দাগয়ালা ভয়ঙ্কর লোকটি। ওর হাতে লম্বা বেতের মত লকলকে ধারাল ছুরিটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল সকলে।

লোকটি বলল—তোমরা কেউ পালাবার চেষ্টা কর না। পালালে তোমাদেরই বিপদ হবে। এই বলে লোকটি হাতের লম্বা ধারাল অস্ত্রটি উঁচিয়ে ধরল।

ওরা থমকে গেল। জুপিটার বলল—আপনি এখানে কি করে এলেন?

লোকটি বলল—আমি সন্ধ্যে থেকে এইখানেই অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসেছিলাম। তোমরা কেউ আমায় লক্ষ্য করনি, কিন্তু আমি তোমাদের লক্ষ্য করেছি। তোমরা একটা গোল্ডেন রোলস রয়েসে তোমাদের ভামি তুলে দিয়েছ। তারপর পিছনের দরজা দিয়ে ট্রাকে করে বেরিয়েছ অভিযানে। আমি নিশ্চিত জানতাম তোমরা সফল হবে। তাই তোমাদের ওপর আমি প্রথম থেকেই নজর রেখেছিলাম। অকারণে ওই বোকাদের মত নিজে খোঁজার কিছু চেষ্টা করিনি। জানতাম তোমরা সফল হলেই আমার পক্ষে ওই পাথরটা পাওয়া সম্ভব হবে।

অতএব আর কথা না বাড়িয়ে পাথরটা আমাকে দিয়ে দাও আমি চলে যাই।

জুপিটার কিন্তু কোন রকম অভিপ্রায় প্রকাশ করল না। সে হাতের মুঠোয় পাথরটাকে নিয়ে যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল।

লোকটি এবার ক্ষীণকণ্ঠে বলল—আমার সঙ্গে চালাকি করার চেষ্টা কর না। আমায় তুমি চেনো না আমি কত সাংঘাতিক।

এবার জুপিটার কথা বলল। সে বলল লোকটির দিকে তাকিয়ে —মিস্টার রানছুর, আপনি কি পেশোয়ারের সেই ধর্ম মন্দির থেকে আসছেন?

—হ্যাঁ। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে আমি এবং আমার দলের লোকেরা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এই পাথরটির অনুসন্ধান করছি। কোথাও এর সন্ধান পায়নি। তোমরা জানো এই পাথর কত মারাত্মক। এর জন্য বহুলোককে জীবন দিতে হয়েছে। অনেক রক্তপাত হয়েছে। যদি তোমরা আমার কথা না শোন, তাহলে এই মুহূর্তে তোমাদেরও মহা বিপদ উপস্থিত হবে। এই বলে লোকটি হাতের লম্বা ছড়ির মত দেখতে ধারাল অস্ত্রটি উঁচিয়ে ধরল জুপিটারের দিকে।

জুপিটার কিন্তু একদম ঘাবড়াল না। বরং সে দৃঢ়কণ্ঠে বলল—এই পাথরের কল্যাণে এখন আমার কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা আপনার নেই।

—কেন ?

রক্তাভ দৃষ্টিতে লোকটি তাকাল জুপিটারের দিকে।

জুপিটার বলল—পাথরটা এখন নিজের গুণে নিজেই পবিত্র হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর এর স্পর্শ কেউ পায়নি। তাছাড়া পাথর সম্পর্কে বলা হয়েছে, একে খুঁজে পেতে হবে, নয়ত কারো কাছ থেকে চেয়ে নিতে, কিংবা অন্য কোন ভাবে সংগ্রহ করতে হবে। একে কিছুতেই অন্যের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেওয়া যায় না ; তাতে মঙ্গলের চাইতে যে কেড়ে নেয় তার অমঙ্গলই হয়।

জুপিটারের বক্তব্যে থমকে গেল কপালে তিনটি উলকির দাগ দেওয়া লোকটি। বুঝতে পারল এই মুহূর্তে কিশোর গোয়েন্দাদের ভয় দেখিয়ে পাথরটা আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই করুণ চোখে তাকাল জুপিটারের দিকে।

জুপিটার মৃদু হেসে বলল—এই মুহূর্তে এই পাথরের একমাত্র দাবীদার হচ্ছে আমাদের বন্ধু গ্যাস। আমি তার হাতেই পাথরটা তুলে দিচ্ছি। এই নাও গ্যাস, তোমার পাথর তুমি হাতে নাও। এখন তুমিও নিরাপদ।

গ্যাস এবার বাধ্য ছেলের মত হাত বাড়িয়ে পাথরটা নিল। তাকাল পাথরটার দিকে অপার বিস্ময়ে।

এবার জুপিটার তিন উলকির দাগয়ালা লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল—পাথরটা এখন গ্যাসের কাছে, আপনি প্রয়োজনে ওর কাছে চাইতে পারেন। ও যদি মনে করে তাহলে পাথরটা আপনাকে দিতে পারে। তবে ওর হাত থেকে কেড়ে নিতে চাইলে আপনি নিজেই বিপদে পড়বেন।

জুপিটারের কথায় লোকটিও দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল বেশ বোঝা গেল। মনে মনে কি ভাবল। তারপর হাতের উঁচিয়ে ধরা ধারাল অস্ত্রটাকে নামিয়ে নিল। বলল ভগ্ন গলায়—সত্যি ভুলটা আমি করেছি। তুমি ঠিক কথা বলেছ। আমার এই পাথর কেড়ে নেওয়ার কোন অধিকার নেই।

এরপর পরাজিত যোদ্ধার মত মাথা নিচু করে লোকটি দাঁড়াল গ্যাসের সামনে। তারপর ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করল—আমি কি এই পাথরটা তোমার কাছ থেকে কিনে নিতে পারি? আমি পাথরটা কেনার জন্য তৈরি। কথাটা বলে লোকটা তার পকেট থেকে দ্রুত হাতে চেকবই বার করে বলল—এই দেখ চেকে আমার টাকার অঙ্ক বসানোই আছে। মনে হয় এই টাকায় তুমি এবং তোমার পরিবারের সবাই সুখে থাকতে পারবে। তাছাড়া এই পাথরটা নিয়ে তুমি কি করবে বলো—এই পাথর তোমাকে বিক্রি করতেই হবে, তখন হয়ত এত টাকা তোমায় কেউ দেবে না। তবে পাথরটা আমার প্রয়োজন, তাই আমি আমার সমস্ত অর্থ দিয়ে তোমার কাছ থেকে পাথরটা কিনে নিতে চাইছি। আমার মনে হয় এতে তোমার কোন আপত্তি করার কারণ নেই।

গ্যাস কিছুক্ষণ পাথরটার দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়েছিল, কি করবে তাই সে মনে মনে ভাবছিল হয়ত। জুপিটার, পীট ও বব সকলেই তার দিকে তাকিয়ে। গ্যাস কি করে তাই ওরা দেখছিল।

গ্যাস আড়চোখে তাকাল এবার তিন উলকির দাগয়ালা লোকটির দিকে। লোকটি অপলক চোখে তাকিয়ে গ্যাসের দিকে। মুখচোখে অসহায় দৃষ্টি। হাতে চেকবই। গ্যাস চেকবইটা লক্ষ্য করল। তারপর ধীরে ধীরে পাথরটা এগিয়ে দিল লোকটির দিকে। বলল—আপনি পাথরটা নিয়ে যান, ওটা যখন আপনার প্রয়োজন, তখন পাথরটা আপনার কাছেই থাক।

লোকটি হাত বাড়িয়ে পাথরটা নিল তারপর টাকার অঙ্ক লেখা চেকটা এগিয়ে দিল গ্যাসের দিকে। গ্যাস এবার চেকটার ওপর চোখ বোলালো। লোকটি পাথরটা হাতে নিয়ে আর কালক্ষেপ করল না। গ্যাসকে নিচু হয়ে নমস্কার করে বলল—তুমি আমার অনেক উপকার করলে। আমি তোমার কাছে এবং তোমার বন্ধুদের কাছে কৃতজ্ঞ। পঞ্চাশ বছর আমি এই পাথরটার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করেছি, অনেক শ্রম করেছি। আজ আমার সমস্ত শ্রম সার্থক।

তোমাদের সঙ্গে উগ্র ব্যবহারের জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। আশা করি তোমরা আমার মনের অবস্থা বিচার করে আমাকে ক্ষমা করবে।

এতক্ষণে গ্যাস কথা বলল—সে বলল—আচ্ছা স্যার আপনার দলের লোকেরাই কি কাল আমাদের খুড়োদাছুর বাড়িতে আটকে রেখেছিল।

—না ভাই। ওদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ওরা আসলে এই পাথরটার বিষয়ে কিছুই জানে না। ওরা কাগজে পড়েছিল মিস্টার অ্যাগস্টের লুকনো গুপ্তধনের কথা—ওরা তারই সন্ধান করছিল। ওদের উদ্দেশ্য ছিল ওই পাথরটি ওরা খুঁজে পেলে আমার কাছে মোটা টাকায় বিক্রি করবে। ওদের জন্য দুঃখ হচ্ছে—ওদের পরিশ্রম বৃথা হল। তোমাদের ধন্যবাদ। আমি চলি।

কথাটা শেষ করে লম্বা চেহারার লোকটি আর দাঁড়াল না। দ্রুত-পায়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। মুহূর্তেব মধ্যে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

এবার গ্যাস তাকাল জুপিটারের দিকে। বিস্ময়ের সুরে বলল—কত টাকার চেক।

জুপিটার কোন কথা বলল না। পীট উঁকি মেরে টাকার অঙ্ক লক্ষ্য করে সবিনয়ে বলল—এত অনেক টাকা। একটা মানুষ তার গোটা জীবনে এত টাকা জমাতে পারে! দেখ গ্যাস তোমার কি ভাগ্য—ওই একটা পাথর তোমাকে রাতারাতি কত বড়লোক করে দিয়ে গেল।

এবার গ্যাস এগিয়ে গিয়ে জুপিটারেব হাতটা ধবে বলল—আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ বন্ধু? তুমি না থাকলে আমার পক্ষে এই পাথর উদ্ধার করা সম্ভব হত না, আর আমার ভাগ্যেরও কোন পরিবর্তন হত না। আমি যা কিছু পেয়েছি সব তোমার জন্য।

বব বলল—তুমি ঠিকই বলেছ গ্যাস, জুপ ছাড়া এমন রহস্য আর কে উদঘাটন করবে বলো। কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

—ওসব কথা থাক। যা আমরা করেছি তা সবাই মিলে করেছি। তোমরা সহযোগিতা না করলে আমার পক্ষেও এই কাজ করা সম্ভব হত না।

পীট বলল—এটা তোমার বিনয়ের কথা জুপ। তুমি আমাদের প্রথম ও প্রধান গোয়েন্দা—কাজেই সমস্ত কৃতিত্ব তোমার।

গ্যাস অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখের কোল জোড়া চকচক করছিল।—একি গ্যাস তুমি কাঁদছ?

—কাঁদছি না ভাই, এ আমার আনন্দের অশ্রু। তারপর জুপিটারের হাত ধরে বলল—তোমাকে আমি কিছু দিতে চাই জুপ। তোমাকে—তোমাদের তিনজনকেই।

জুপিটার গ্যাসকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল—ওসব কথা পরে হবে। তার আগে চল আমরা আমাদের গায়ের নোংরা পোশাক-গুলো খুলে আসল পোশাকগুলো পরে ফেলি। সারা গায়ে আমাদের কাঁদা লেগে আছে। মনে হয় আমাদের স্নান করে নেওয়াই ভাল।

—ঠিক বলেছ। সারাটা দিন যে ভাবে ধকল গেছে।

জুপিটার বলল—তার চাইতেও বড় কথা আমার কাকীমা দেখলে ভীষণ চটে যাবেন। উনি আবার নোংরা হয়ে থাকা একদম পছন্দ করেন না।

পীট বলল—স্নান করলে আমার আবার একটা সমস্যা আছে—খিদে পেয়ে যায়।

জুপিটার হেসে বলল—তা আমি জানি, সে ব্যবস্থাও আমি করে গেছি। কাকীকে আমার বলা আছে, তোমার কোন অসুবিধে হবে না। এখন চল আমরা স্নান সেরে নিই। কথাটা বলে জুপিটার এগিয়ে গেল ঘরের দিকে। ওর পিছনে পিছনে তিনকিশোর বাড়ির ভিতর প্রবেশ করল। আজ ওরা সবাই খুশি। খুশি গ্যাস ভাবছিল কতক্ষণে সে তার দেশে ফিরে যাবে। অনেক টাকার চেকটা তুলে দেবে তার বাবার হাতে; সেই সঙ্গে সে শোনাবে এই অভিযানের রোমহর্ষক কাহিনী।